সাবিত্রীচরিত

(কাব্য।)

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রণীত।

"ন কাময়ে ভর্ত্তৃ-বিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃ-বিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্ত্তৃ-বিনাকৃতা শ্রিয়ং
ন ভর্ত্তৃ-হীনা ব্যবসামি জীবিতুম্।।"

(মহাভারত)

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির
যন্ত্রে মুদ্রিত।
২২ সং, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

১৮৬৮।

মূল্য ১ এক টাকা।
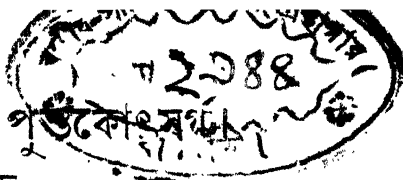
শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়েষু।

অতিসমাদরে

মহাশয়! আমার এই সাবিত্রীচরিত কাব্য খানি আপ-নাকে উপহার দিলাম। আমি আপনার নিকট, কি জ্ঞান-শিক্ষা, কি ধর্ম্ম-শিক্ষা, কি সদুপদেশ-লাভ, সকল বিষয়েই, যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার তুলনায় এ উপায়ন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু; আমি কিরূপ হৃদয়ে অর্পণ করি-লাম, ইহা দেখিয়া, বোধ করি, আপনি আমার এই প্রীতি-উপহার আদরে গ্রহণ করিবেন। যদি এই সাবিত্রীচরিত আপনার একটুকুও প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে, আমার সমস্ত শ্রম সফল হইবে।

আমার বল্কল-পরিধানা নিরলঙ্কৃতা সাবিত্রী যে জন-সমাজে আদরণীয়া ও নয়ন-রঞ্জিনী হইবে, এমন প্রত্যাশা নাই। কিন্তু আমার উপর আপনার যেরূপ স্নেহ-ভাব, তাহাতে সম্পূর্ণ ভরসা করিতে পারি আপনি আমার সাবিত্রীকে সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করিবেন।

মদিনীপুর।
শ্রাবণ ১২৭৫ সাল

স্নেহানুবদ্ধ
শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ ...	৪ ...	আর্য্যাকুল ...	আর্য্যকুল
১১ ...	১ ...	মহত্ত্বে ...	মহত্ত্বে
২০ ...	১৬ ...	সে রতন ...	সে রতন।
২৫ ...	৮ ...	মা মা বোলে।	মা মা বোলে।"
৩৪ ...	৬ ...	কত সুখে ...	কত সুখে।
৩৯ ...	৩২ ...	উষ্ঠিয়া ...	উঠিয়া
৭৫ ...	১৬ ...	ক্ষেমঙ্কর। ...	ক্ষেমঙ্কর।"'
৯৫ ...	৫ ...	রূপিনী, ...	রূপিণী,
ঐ ...	১৮ ...	লুটিবে ...	লুঠিবে
৯৮ ...	৮ ...	সত্যবান-স্থলে।	সত্যবান-স্থলে
৯৯ ...	২২ ...	যাইব কেমনে	যাইব কেমনে।
১০৩ ...	১৪ ...	সাবিত্রী! ...	সাবিত্রি!
১০৬ ...	২২ ...	গহন-মাঝারে?	গহন-মাঝারে?"
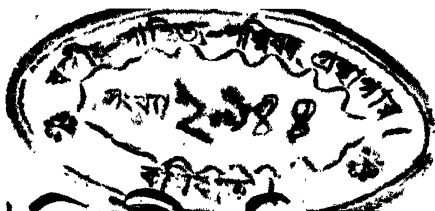
সাবিত্রীচরিত।

প্রথম সর্গ।

ভারত-বিদিত সতী সাবিত্রী রমণী,
ভারত-খনীর যেই মহোজ্জ্বল মণি,
সতীত্ব-বিভায় যার উজলে ভুবন।
অদ্যাবধি, আর্য্যকুল-কামিনী-রতন
যার অনুভাতি সদা লভিতে ব্যাকুল।
যে পতিব্রতায় পূজে সীমন্তিনীকুল।
'সাবিত্রী সমানা হও' বলি গুরুজন
পতিবত্নী জনে করে আশীষ বচন।
সতীত্ব-অমৃতে মৃত পতিরে জীয়ায়
যেই সতী। কবিগণ যার গুণ গায়।
যার যশোগানে, মহাযশ দ্বৈপায়ন,
মোহিলা মধুর রসে ভারত ভুবন।

সে সতীর গুণগাথা করিতে কীর্ত্তন
অভিলাষী, কি দুরাশা! এ অক্ষম জন।
নিলাজ অবোধ জনে এই চির রীতি—
অসাধ্য সাধনে ধায় তেজি লাজ, ভীতি।
সাবিত্রীর গুণ মোরে করিল চপল,
কিন্তু এ উদ্যম মম হইবে বিফল।
সাবিত্রী চরিত-গান শ্রবণ-রঞ্জন,
কেমনে গাইব, আমি দীন অকিঞ্চন;
পারে কি খদ্যোতাধম, সম সুধাকর,
করিতে জগৎ কভু কৌমুদী-ভাস্বর?
এ কাব্য কুসুম মম, নাহি মোর আশ,
বিতরিবে জনগণে সুমধুর বাস।
কিন্তু যে সতীত্ব ধনে করে সমাদর
সকলে, সংসার যাহে আনন্দ-আকর।
যে সতীত্ব-সুধা-স্রোতে দরিদ্র-কুটীর
আনন্দে মগন সদা, নয়ন-রুচির।
সে সতীত্ব-গাথা ইথে হইবে সঙ্গীত,
তাই যদি কদাচিত হরে জন-চিত।
ফুটিলে সুরভি ফুল আবর্জনা-স্থানে,
প্রেমিক না ঘৃণে তার পরিমল-ঘ্রাণে;
দেবারাধ্য সুধা যদি কুৎসিত আধারে,
সহৃদয় জন নাহি অনাদরে তারে।

কোথায়, ভূপাল-বালা নবীনযৌবনে
চলেছ, আরোহি এরে কনক-স্যন্দনে?
পুর-প্রান্তে কেন আজি সহ সখীজন?
(আহা! কি দেখিনু মরি! নয়ন-রঞ্জন।)
নব-বিকসিতা বালা দিব্যকান্তিমতী,
উজলি চৌদিক রূপে, চলে মৃদুগতি;
রূপের ছটায়, যেন, আকাশ-নন্দিনী—
চমকিলা ধরাতল—চপলা কামিনী।
অতুল সৌন্দর্য্য মাঝে কিন্তু দেখ আর—
স্থির দৃষ্টি, ধীর ভাব অতি চমৎকার।
প্রশংসে, যুবতীকুল-চঞ্চল-নয়ন,
চপল স্বভাবে আর, যত কবিগণ।
কিন্তু এ নবীনা বালা লাজের সহিত
ধীর ভাবে, স্থির নেত্রে করে বিমোহিত।
পবিত্রতা-মাখা-রূপ এ হেন ললনা
নাহিক জগতে আর করিতে তুলনা;
যেন পবিত্রতা দেবী, পৌর কোলাহল
সহিতে না পারি, আজি যায় বনস্থল।
কে তুমি? কুমারী কার? নয়ন-রঞ্জনে!
কেন আজি যান তব চলিতেছে বনে?
দয়াপাত্র দীন জনে কেন গো বেষ্টিত?
গোপনে কি দিয়ে সবে করিছ তোষিত?

কেমনে লুকাবে বালা? পেয়েছি সন্ধান,—
বহুমূল্য রত্ন তুমি করিতেছ দান।
অকাতরে ধনরাশি কর বিতরণ,
কিন্তু তব নিজ অঙ্গে নাহি আভরণ।
কি সার বুঝেছ বালা, বুঝিবারে নারি,
বিষয়ে বিরত কোথা বিলাসিনী নারী?
সাবিত্রী নৃপতি-সুতা, চিনিনু তোমারে,
হেরিতে প্রকৃতি-শোভা, চলেছ কান্তারে।
এ বয়সে হেন ভাব না হেরি নয়নে,
ভোগ সুখে সুখী সবে শৈশবে, যৌবনে।
কেন গো রাজনন্দিনি! নিত্য নিত্য তুমি,
জনতা তেজিয়া, ভ্রম এ কানন-ভূমি।
অশ্বপতি নরপতি, আর, রাজরাণী,
কিরূপে তোমায় ছাড়ি, ধরেন পরাণী।
ব্রত নিয়মাদি কত করি আচরণ,
লভিলা সংসার-সার দুহিতা-রতন;
যথা, হিমালয় লভে সুতা হৈমবতী,
অথবা, বিদেহ-রাজ সীতা গুণবতী।
জনক, জননী তব, শুনি লোক মুখে,
পরাণ-পুতলি মত, রাখে চোখে চোখে।
দেখিতে দেখিতে বালা প্রফুল্ল-অন্তর
প্রবেশে, সঙ্গিনী সহ, কানন-ভিতর;

তেজস্বিনী দেববালা, বিমান-রোহণে,
সখী-সঙ্গে, পশে যেন নন্দন-কাননে।
সহসা রথ-নির্ঘোষে, বিহঙ্গম-দল,
চকিত কূজনে, সবে, করে কোলাহল;
যেন বনদেবী, আসি, সাদর সম্ভাষে,
সমাগত সাবিত্রীরে, স্বাগত জিজ্ঞাসে,
পথশ্রান্ত কুমারীর ক্লান্তি-নাশ তরে,
আদেশিলা দেবী নিজ মারুত-কিঙ্করে;—
"যাও সদাগতি! দ্রুত বিমল সরসী,
ফুল্ল কমলিনী-কুল, মৃণালেতে বসি,
যথায় বিরাজে; যেন স্ফটিক-প্রাঙ্গনে
সুর-পুরে সুর-বালা হরিত-আসনে।
কল-হংস-দল, যাহে, হংসী সাথে মেলি,
সন্তরিয়া নানা রঙ্গে, করিতেছে কেলি।
মৃদুল লহরী-লীলা নয়ন-রঞ্জন,
কাঁপায়ে উৎপলে, করে হৃদয় হরণ।
যাও সমীরণ! তথা, আন ত্বরা করি
শীতল শীকর-সুধা, সৌরভেতে ভরি;
তাহে তোষো সাবিত্রীরে অতি সযতনে,
বনভূমি পূত এবে যার আগমনে।
যাও হে অনিল! নবমালিকার পাশ,
আলো করিতেছে দিক্ যাহার বিকাস।

যাও মাধবীর কাছে—নতমুখী সতী;
কুলের কামিনী যথা অতি লজ্জাবতী।
যার পরিমল ছুটি, আমোদিয়া বন,
বিচলিত করে সদা মুনিজন-মন।
যাও যাও গন্ধবহ! কেশরিণী কাছে,
বন-শোভা সৌরভিনী তেমন কে আছে?
যেই ধনী বিস্তারিয়া অণু সুবাসিত,
বহু দূর করে সদা গন্ধে আমোদিত,
যার সমতুল নহে মন্দার কখন—
অমরাবতীর গর্ব্ব সুরেশ-মোহন।
ভুলো না যাইতে যথা শিরীষ-মঞ্জরী—
অতি কোমলাঙ্গী, মম, চামর-কিঙ্করী,
সুবাসিত সুশীতল ধরিয়া চামর,
এ বিজনে বীজিতেছে মোরে নিরন্তর।
কুটজ, শালকুসুমে না করো হেলন,
সবে এরা মোর বড় আদরের ধন।
দ্রুত আন কণবাহি! এ সবা হইতে
সুসৌরভ, যত পার, শৈত্যের সহিতে।
অকৃত্রিম আমার এ সুখদ সম্ভারে
তোষহ অনিল! শ্রান্ত নৃপতি-সুতারে।"
বনভূমে রাখি রথ, ধরিয়া সখীরে,
ভূমিতলে রাজবালা নামে ধীরে ধীরে।

প্রেমভরে বালা এবে ধরি সখী-কর,
মৃদুল গমনে, বনে হয় অগ্রসর।
চৌদিকে গহন-শোভা নিরখি নয়নে,
সখী সম্বোধনে বলে কোকিল-কূজনে;—
"আহা মরি! দেখ সই! এ কান্তার-মাঝে
প্রকৃতি সেজেছে, কত মনোহর সাজে!
ঐ দেখ তরুরাজি, লোহিত-বরণ
পরিয়ে পল্লব নব, উৎসবে মগন।
বিটপী, ব্রততী-দল, বিচিত্র বরণ
সুরভি কুসুম (যেন রত্ন আভরণ)
ধরি, পরিমল অবিরত বিতরিছে;
যেন সুধাকর হতে সুধা বিগলিছে।
সুপক্ক সুরস ফলভরে অবনত,
দেখ সই! চারিদিকে, তরুলতা কত,
পথিকের ক্ষুধা, ক্লান্তি হরিবার তরে,
প্রকৃতির সদাব্রত যেন থরে থরে।
অই শুন স্বজনি লো! মধুর কূজন,
কার না ও রব করে হৃদয় হরণ!
দেখ সই! ডালে বসি, নিবিড় পল্লবে
গায় বনপ্রিয় অই সুধা-মাখা রবে।
দেখ দেখ তার পাশে কোকিলা বসিয়া,
শুনিছে নাথের বাণী, মোহিত হইয়া;

দেখ সই! নিরখিয়া, সব বল্লী, শাখী,
গাইছে মধুর-স্বরে কত শত পাখী।
মাতি মধুপানে, ভৃঙ্গ অঞ্জন-বরণ,
দলে দলে কল-স্বরে, করিছে গুঞ্জন;
বুঝি বা প্রকৃতি দেবী, বিপিন-মাঝারে,
গাইছে গান্ধার রাগে, বীণার ঝঙ্কারে।"
ক্রমে ক্রমে রাজবালা নিবিড় গহনে
প্রবেশে, সঙ্গিনী সহ পুলকিত মনে,
নির্জ্জন নিস্তব্ধ এই বিপিন-বিতানে,
কত রমণীয় শোভা সখীরে বাখানে।
কভু তরুমূলে বসে স্নিগ্ধ ছায়াতলে,
নিরখি চৌদিক, কভু মৃদু মন্দ চলে।
হেরিল সম্মুখে বালা অতি সুশোভন
বিহগ-কূজিত এক রম্য কুঞ্জবন;—
দুই সারি তরু শোভে ঘন পল্লবিত,
বিস্তারি বিটপ তারা উভয়ে মিলিত;
যেন প্রেম-ডোরে বাঁধা বয়স্য-নিকর—
লোমাঞ্চিত-কলেবর প্রসারিত-কর,
প্রেমভরে পরস্পর করে আলিঙ্গন।
কত বন-লতা তায়, না যায় কথন,
তরুদল-শ্যাম-অঙ্গে প্রণয়-জড়িত;
আ মরি! দয়িত যেন কান্তা-আলিঙ্গিত।

তার মাঝে স্বভাবজ প্রশস্ত অঙ্গন,
অনুমানি বনদেবী-বিলাস-ভবন।
প্রবেশিতে নারে রবিকর সে সদনে
ঘন-আবরণে ; যথা ঘন-আবরণে।
কুঞ্জ-মহীরুহ বল্লী, আপাদ মস্তক,
ধরেছে মুকুল, ফুল স্তবক স্তবক।
উপরে নির্ম্মিয়া নীড়, নানাজাতি খগ,
সচ্ছন্দে বিহরি, সবে পালিছে শাবক।
দেখি কুঞ্জ, রাজবালা বলিছে সখীরে ;—
"এসো সই! পশি মোরা নিকুঞ্জ-কুটীরে।
কে রচিল এ সুন্দর নিভৃত কেতন!
অপূর্ব্ব রচনা তাঁর, ধন্য সেই জন।"
পাদপ-সদনে বালা হয় প্রবেশিতা ;
পবিত্র মণ্ডপে যেন দেবী অধিষ্ঠিতা।
অনিল চালিত কুঞ্জ-শাখী, লতাগণ
কুমারীর দেহে করে পুষ্প বরিষণ ;
স্ব-করে প্রকৃতি সতী যেন সযতনে
সাজায় সাবিত্রী-অঙ্গ কুসুম-ভূষণে।
প্রীতমনে বলে বালা সখীরে তখন ;—
"বসো সই! দূর্ব্বাদলে—শ্যামল বরণ,
হরিত-বরণ যেন রতন-আসন,
এখনি পাতিয়ে বুঝি গেল কোনজন।

কাঁপায়ে সমীর সখি! মুকুল, মঞ্জরী,
যেন হিল্লোলিছে মরি! অমৃত-লহরী।
লতাজাল হতে, দেখ, পরাগ-মিশ্রিত
ঝরে মকরন্দ-বিন্দু পীযূষ তুলিত।
দেখ সই! তরুশিরে, কুলায়ে বসিয়া,
ক্ষুধায় কাতর, চঞ্চু পুট পসারিয়া,
বিহগ-শাবক মায়ে ডাকে নিরন্তর:
আহা! কি মধুর সখি! ও অস্ফুট স্বর।
দেখ দেখ পক্ষিমাতা, ত্বরিত-গমনে
আনিয়ে আহার, বৎসে দিতেছে যতনে।
আপনার ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাহি ভাবে মনে,
কেবল সতত ব্যস্ত সন্তান পালনে,
কত কষ্ট সয় মাতা পুত্রের কারণ;
হেন মায় যে না পূজে অধম সে জন,
আহা! কত প্রীতি আজি লভিনু আমরা,
আসি বনস্থলী এই অতি মনোহরা।
কে সাজালে এ বিজন এমন সুন্দর,
কে করিল এ কান্তার সুখের আকর।
অতুল্য তাঁহার সৃষ্টি অতি চমৎকার,
এসো ভক্তিভাবে তাঁরে করি নমস্কার।”
এত বলি বালা, তবে মুদিয়া নয়ন,
ধ্যানে মগ্ন, মরি কিবা! সুচারু দর্শন।

মহত্ত্বে যোজিত যদি বস্তু সুকুমার,
অধিক শোভন, চিত্ত হরে সবাকার।
কুসুম কোমল-দল প্রিয়-দরশন,
সমর্পিলে দেব-পদে, অতীব রঞ্জন।
হেরি সখী সাবিত্রীরে ধ্যান-পরায়ণা,
ভাবে;—'আহা! সখী মোর নারী অতুলনা।
সাধিতে সতত রত ধর্ম্ম-আচরণ,
ধর্ম্মালোকে সমুজ্জ্বল মোর সখী-মন।
না হেরি এমন ভাব এ হেন বয়সে;
অভিনব তরু কোথা গগন পরশে?
জিনিলা রমণী-কুলে গুণের আভায়,
অগ্রগণ্যা সখী মোর সকল ধরায়।
নিলা জন্ম শক্তি দেবী হিমাচল-গেহে,
অবতীর্ণা মহালক্ষ্মী ত্রেতায় বিদেহে,
সেই মত সখী মোর প্রচ্ছন্ন-আকার,
অনুমানি, হবে কোন দেবী-অবতার।
সখী-সহবাসে আমি কতই সুখিনী,
ধন্য বিধাতারে, দিলা এ হেন সঙ্গিনী।
তুল্য বরে সখী এবে হইলে মিলিত,
যায় ক্ষোভ, চিত্ত মোর হয় আনন্দিত।
হায়! কত দিনে হবে নয়ন সফল,
দেব দেবী মত, কবে হেরিব যুগল।"

কতক্ষণে রাজবালা উন্মীলি নয়নে,
ভাবে গদ গদ, বলে সখী সম্বোধনে ;—
" আহা! কি সুন্দর সই! এ বিজন স্থান,
বিধাতা করেছে কত সুখের নিধান।
নাহি পৌর কোলাহল শ্রবণ-বিরস,
সতত সঞ্চরে হেথা শান্তি-সুধারস।
না বহে অনিল মন্দ পূতি গন্ধ-ভার—
বিষম অনিষ্টকারী গরল-আকার।
অধর্ম্মের স্রোত হেথা নহে প্রবাহিত,
মর্ম্মতাপী দ্বেষানল না হয় জ্বলিত।
নাহিক শোণিত-স্রাবী তুমুল সংগ্রাম,
নাহি জয়, পরাজয়, সকলি বিরাম।
বাহিরে শোভন তীব্র গরল-অন্তর,
আর নাহি সাধ মোর—যাই সে নগর।
অভিলাষী—এ বিজনে থাকি একাকিনী,
বনের হরিণী মম হইবে সঙ্গিনী।
নাহি চাই অট্টালিকা সুধা-ধবলিত,
সে কি পারে মোর মন করিতে মোহিত।
সুশীতল তরুতল, আর কুঞ্জবন
বিধাতা-নির্ম্মিত মম সুখের সদন।
চাহিনা কনক-রত্ন গঠিত ভূষণে,
নাহি সাধ নীলোজ্জ্বল মহার্হ বসনে।

বনজ মুকুল, ফুল, করিব চয়ন,
স্বকরে গাঁথিব মালা, হবে আভরণ।
আহরি বল্কল বনে পিধানের তরে,
নিরমিব চীর-বাস, পরিব সাদরে।
নাহি চাই উপাদেয় সরস ভোজন,
বন্য ফল মূল মম সুখদ অশন।
চিত্র রাজ-ছত্র মণি-কাঞ্চন-খচিত,
বৈতালিক, বন্দিগণ নেপথ্য-ভূষিত,
রতন-মণ্ডিত স্বর্ণ-রাজসিংহাসন,
এ সব লোভনে মোর নাহি যায় মন।
কুসুম-শোভিত লতা, তরু ঘন-পত্র
দিবে স্নিগ্ধ ছায়া মোরে, হবে আতপত্র।
কল-কণ্ঠ পাখিকুল হবে বৈতালিক,
নিত্য জাগাইবে মোরে, গায়ি প্রাভাতিক।
তৃণাবৃত তরুমূল, কুঞ্জ-আয়তন
হইবে অপূর্ব্ব মম নৃপতি-আসন।
এ বিজনে হেন ভাবে হয়ে একমন,
দেব আরাধিয়া সুখে কাটাব জীবন।
হেন নিরমল সুখ ভুঞ্জিবার তরে,
কে না সই! রাজ্য-সুখ ছাড়ে অকাতরে।
সত্য সই! শুন মোর আন্তরিক কথা—
যাইতে আমার মন নাহি চায় তথা।

এ কান্তারে প্রকৃতির শোভা দরশনে,
যাপিব জীবিত-কাল, আনন্দিত-মনে।,,
হাসি প্রভাবতী বলে কৌতুক-বচনে;—
“ কেন সই! এত সাধ থাকিতে গহনে?
ফুটিল-যৌবন-ফুল, হলে এত বড়,
না ফুটিল বের ফুল, তবু, আইবড়।
কত শত শূর-শ্রেষ্ঠ নৃপতি-নন্দন—
নানা গুণ-ধাম সবে হৃদয়-মোহন,
রতন-মণ্ডিত বেশ, আশ্বাসিত-মন,—
আইলা লভিতে তোমা কামিনী-রতন।
কিন্তু সই! মন তব কারেও না নিল,
এত রাজপুত্র-মাঝে পাত্র না জুটিল।
মহারাজ, মহিষীর আনন্দ দায়িনী
পরাণ-অধিক তুমি একই নন্দিনী।
তোমার এ ভাব দেখি অসুখিত মন,
মা বাপের দুখে সদা ঝুরিছে নয়ন।
না দেখি উপায় এবে, পিতা অশ্বপতি
‘অন্বেষো আপনি পতি’ দিলা অনুমতি।
নিত্য ভ্রমিতেছ তুমি নগর, গহন,
পড়িছে তোমার নেত্রে কত যুবজন।
কিন্তু সে সবাতে তব নাহি হয় আশ;
এবে বুঝি ক্ষান্ত হয়ে, বাসো বনবাস!

হিত কথা বলি এক শুনলো স্বজনি!
মনোমত ফুল-গাছ করহ বাছনি,
এ কান্তারে তরুবর তব যোগ্য বর;
তরুগলে বর-মালা দিয়ে, কর ঘর।
স্বর্ণলতা সম তুমি শ্যাম তরু-বামে
শোভিবে; জানকী যথা রাম অভিরামে।"
হাসি বালা সখী-পানে চাহি নীরবিলা—
হেনকালে কেকা রব দূরেতে শুনিলা।
শুনি রাজ-বালা অতি পুলকিত-চিত,
বলে "সই! শিখিকুল হয়ে প্রমোদিত,
নাচিছে আনন্দে বুঝি মুখরিয়া বন;
চল চল হেরি মোরা যুড়াই নয়ন।"
দ্রুতপদে সখীসহ নৃপতি-কুমারী
ধাইলা বিপিন-মাঝে, শব্দ অনুসারি।
দেখিলা অদূরে বালা—বন বর্হিদলে
নাচিছে মেলিয়া বর্হ, অতিমুক্ত-গলে।
নিরখি সাবিত্রী বালা আয়ত লোচনে,
বলে;—"সই! আমরি! কি শোভা এ বিজনে।
সুরূপ সুন্দর এই শিখাবল সবে
কি ঠমকে! ফেলে পদ সৌন্দর্য্য-গরবে;
বুঝি রূপ-অভিমানী বিলাসিনী-গণ
শিখেছে গরব-পোরা শিখীর চলন।

কত শোভা দেখ গলে নীলিম বরণ;
অনুমানি এই শোভা হেরি ত্রিলোচন
নীল-কণ্ঠ, এ সুষমা লভিবার তরে,
পিয়ি তীব্র কালানল, সদা কণ্ঠে ধরে।
দেখ সই! নিরখিয়া চারু কলেবর—
বিচিত্র বরণ কত শোভা মনোহর।
তদুপরি শোভে পুচ্ছ রতন-জড়িত;
যেন শত চন্দ্র ভূমে হয়েছে উদিত.
অথবা ভানুর করে বিচিত্র বরণ,—
ঘনোপরি, ইন্দ্র ধনু দিলা দরশন।”
হাসি প্রভাবতী বলে,—“এই সত্য কথা,
প্রকাশিত সই! তুমি তাহে বিদ্যুল্লতা।
অম্বর-তড়িৎ কিন্তু চঞ্চল-গামিনী,
এ যে দেখিতেছি, সখি! স্থির-সৌদামিনী।
সে ক্ষণপ্রভার প্রভা নয়ন ঝলসে,
অভিষিক্ত ইথে জন-নেত্র প্রীতি-রসে।”
নৃপতি-নন্দিনী শুনি সখীর কৌতুক,
প্রমোদ-বিকাস ধরে অরবিন্দ-মুখ,
হেন ভাবে দুই জনে কতই ভ্রমিলা;
সমীরণে আয্যগন্ধ এবে অনুমিলা।
সাবিত্রী বলিলা “সই! বুঝি তপোবন
অদূরে, চলহ, মোরা করি দরশন।”

বাম করে ধরি বালা সখী-বাহুমূলে,
কুতূহল-চিতে চলে বায়ু-প্রতিকূলে।
সম্মুখে হেরিলা বনে—সুনীল-বরণ
হোম-ধূম-শিখা উঠি, ঢাকিছে গগন;
যেন জল-স্তম্ভ-দল, সাগর-সম্বরে,
উঠি শূন্য পথে, মিলে নীল জলধরে।
ক্রমে ক্রমে রাজ-বালা হয় অগ্রসর,
নিরখে নয়নে কত শোভা মনোহর।
কোন স্থান ছিন্ন-শির কুশ-সুশোভিত।
কোথায় নেহারে জীর্ণ মৌঞ্জী নিপতিত।
হরিণ হরিণীগণ, শাবক সহিত,
সুখে বিচরিছে সবে, সতত অভীত।
ঘন পল্লবিত বন-মহীরুহ গণে
কলঙ্কিত শোভে, সদা ধূম-পরশনে।
স্থানে স্থানে তরুমূলে, হেরে রাজবালা—
তপস্বি-বিরাম-স্থল পূত পর্ণ-শালা।
হেরিলা আশ্রম প্রান্তে শতদ্রু বাহিনী
মানস সরসি-ভবা তরল গামিনী,
অগণ্য নগর গ্রামে সৌভাগ্য বিতরি,
সিন্ধু-নদ-সমাগমে, ধায় ত্বরা করি;
সাধুর মানস-জাতা দয়া স্রোতস্বিনী
সংসার-মাঝারে যথা প্রবল বাহিনী,

শত শত জনে করি সুখ বিতরণ,
বিভুর মঙ্গল ভাবে লভয়ে মিলন।
অদূরে হেরিলা বালা ঋত্বিকের দলে,
মস্তকে উষ্ণীষ শোভে, উত্তরীয় গলে,
বসি যজ্ঞ বেদী'পরে অতি সমাহিত,
সামগানে বনভূমি করি নিনাদিত,
ভক্তিভাবে সবে পূত সর্ব্বদেব-স্থান
প্রদীপ্ত অনলে করে আহুতি প্রদান।
এ সব নিরখি বালা প্রফুল্লিত-মনে
বলে, "এসো নমি সই! ঋষির চরণে।
চল ঋষি-বালা সাথে করি আলাপন,
সরল বচন শুনি যুড়াই শ্রবণ।"
প্রবেশিতে পল্লীমাঝে, কি বৃদ্ধ, বালক
ধাইলা সাবিত্রী পাশে—যুবতী, যুবক।
সমাগত পূজ্যপদ তাপসী, তাপসে,
বন্দিলা সাবিত্রী, সখী, অতি ভক্তিরসে।
বালক, বালিকাগণ এক দৃষ্টে রয়,
বয়োবৃদ্ধ জনে আসি লয় পরিচয়।
পরম আনন্দে সবে নৃপতি-সুতারে,
সাদর সম্ভাষে তোষে, আর উপচারে।
জনতা বেষ্টিত বালা ফেরে বনে বনে,
জিজ্ঞাসে কতই কথা মুনি-পত্নীগণে।

এমন সময়ে এক কুমার-রতন—
নবীন-বয়স, অপরূপ-দরশন,
হীন-বেশ, দীন-ভাব, মলিন-বসন,
অল্প ঘন-সমাবৃত চন্দ্রমা-তুলন—
দেখিলা ভূপতি-বালা সম্মুখ-প্রদেশে।
না চলে চরণ হেরে নেত্র অনিমেষে;
ফণিনী, হেরিলে যথা আলোক উজ্জ্বল,
না নড়ে, পুলকে রহে মোহিত অচল।
ভুলিল নয়ন, মন, হইলা অবশা,
অজ্ঞাতে হরিল চিত তরুণ সহসা।
সুচতুরা প্রভাবতী বুঝিয়া লক্ষণ,
সরলা তাপসী সহ করে আলাপন
গোপনে রাখিতে ভাব, দাঁড়াইয়া ছলে।
ক্রমে বাড়াবাড়ি দেখি, মৃদুস্বরে বলে
সাবিত্রী শ্রবণে,—"একি হেরি চমৎকার!
কেন আজি তপোবন-বিরুদ্ধ আচার?
রূপগুণ-বিভূষিত না যায় গণন,
কত রাজপুত্রে, সখি! না পড়িল মন।
এখন প্রাকৃত জনে—অতি অজানিত—
হেরি জ্ঞান-শূন্য প্রায়, হলে বিমোহিত;
কত গজ-মুক্তা, ঘৃণি, দূরে নিক্ষেপিলা,
এবে শুক্তিখণ্ড তব চিত্ত আকর্ষিলা!"

সখী-বাক্যে লাজে বালা বিনত-বদন,
রহিলা নীরবে, মুখে না সরে বচন।
কথাচ্ছলে প্রভাবতী, ঋষি বালা পাশে,
যুবকের নাম, ধাম সকল জিজ্ঞাসে।
সাবিত্রী একাগ্রমনে করিলা শ্রবণ;
হরিণী শুনয়ে যথা মুরলী-বাদন।
সখী বলে "সারাদিন ভ্রমিলাম বনে,
চল এবে যাই পিতৃ মাতৃ-দরশনে।
আবার আসিব হেথা সুখদ বিজনে,
ভ্রমিব নিয়ত, সখি! আনন্দিত-মনে।"
প্রবোধিত-চিত, সখী-বাক্যে দিলা সায়,
প্রণমি তাপসে, বালা লইলা বিদায়।
সতৃষ্ণ-নয়নে হেরে তরুণ-বদন,
ফিরাইয়া কষ্টে আঁখি, করিলা গমন;
প্রিয়জন অয়স্কান্তে হইলে মিলন,
সহজে কি ফিরে লৌহ? ছাড়ি সে রতন
যাইতে যাইতে বালা ফিরে ফিরে চায়
পদ চলে আগু পানে, মন পাছু ধায়;
যথা—যবে কুরঙ্গীরে বাঁধি দৃঢ় পাশে,
বলে ব্যাধ লয়ে যায় আপনার বাসে—
বিবশা হরিণী, মরি! সজল নয়নে,
বার বার চায় ফিরে প্রিয় কুঞ্জ-বনে॥

সাবিত্রীচরিত—বন ভ্রমণ।

প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

দ্বিতীয়-প্রহর নিশা, শান্তি সুখকরী,
ধরেছে সুন্দর বেশ প্রকৃতি সুন্দরী।
সুনীল আকাশে পূর্ণ শশী পরকাশে;
সুবর্ণ-কলস যেন নীলজলে ভাসে।
উদিত হীরক-ভাতি শত শত তারা;
যেন দেব-গণ, স্বর্গে মেলি নেত্র-তারা,
নিরখিছে জগতের সব আচরণ,
পাপ পুণ্য যাহা কিছু করে জনগণ।
শীতল সমীর সুবাসিত বহে ধীরে,
কাঁপায়ে পাদপ, লতা, জলাশয়-নীরে।
কৌমুদী-আলোকে সব বিশদ-বরণ,
সেজেছে শর্ব্বরী, পরি ধবল বসন।

সুকুমারী শেফালিকা হৃদয়-তোষিণী,
সুধাংশু মোদিনী রূপবতী কুমুদিনী,
প্রমদা রজনী-গন্ধা—সাজি নানা রঙ্গে,
মাখাইছে গন্ধ-রাগ নিশা-সতী-অঙ্গে।
নিদ্রা-দেবী-আগমনে অজ্ঞান সকলে;
হরে যথা কুহকিনী জ্ঞান মায়া-বলে।
কোন প্রাণিরব এবে না করি শ্রবণ,
গাম্ভীর্য্যসূচক মাত্র ঝিল্লী নিনাদন।
কত জন, থাকি এবে নিদ্রায় মগন,
অসম্ভব দেখে কত অলীক স্বপন।
পরি শতগ্রন্থি বাস, শুয়ে তৃণাসনে,
অতুল সম্পদ কেহ লভিলা স্বপনে।
কোথায় সুষুপ্ত জন, নিশীথ সময়,
হেরি নিজ আত্মীয়ের অমঙ্গলময়
দুর্ঘটনা, উচ্চরবে উঠিলা কাঁদিয়া;
নেত্রনীরে সিক্ত শয্যা, দুর দুর হিয়া।
কারাগারে চিরবন্দী, ধূলায় শয়নে,
পরিজন-বিরহিত, নিশীথ-স্বপনে
পায় মুক্তি, যায় ঘরে ত্বরিত গমন;
কত আনন্দিত! হেরি প্রেয়সী বদন।
কোন স্বপ্নে কাঁদে সতী নাথ বিরহিণী—
বিষাদ-মলিনা; যেন নিশা-সরোজিনী।

দীর্ঘশ্বাস, মুখ-পদ্ম ভাসে নেত্রজলে,
লুঠিছে শয্যায় কভু, কভু ভূমিতলে।
কত ক্ষণে বিলাপিনী-নেত্র-আবরণ
অবশ হইয়া পড়ে মুদিত নয়ন।
দারুণ বেদনা এবে যাইল অন্তরে,
সুস্থির হইল চিত ক্ষণকাল তরে;
যথা বাত্যা-বিক্ষোভিত সাগরের নীর,
থামিলে পবন-বেগ, কিছুক্ষণ স্থির।
গভীর নিদ্রায় সতী করে বিলোকন—
সমাগত প্রাণপতি প্রফুল্ল বদন।
বিস্তারি দুবাহু, নাথে করে আলিঙ্গন,
ভুজ-পাশে বাধা উভে না সরে বচন।
কাঁদিতে কাঁদিতে বালা আধ আধ স্বরে
বলে;—"কোথা ছিলে, নাথ! একাকিনী মোরে
ফেলিয়ে এ শূন্য ঘরে—সম কারাগেহ।
আছিল কেবল মাত্র শূন্য এই দেহ,
গিয়েছিল তব সাথে মম প্রাণ মন;
ছায়া যথা পাছু পাছু করয়ে গমন।
কেমনে এতেক কাল, পাষাণ-হৃদয়।
ভুলেছিলে দুখিনীরে হইয়া নিদয়,
কপোত, কোথায় বল, তিলেকের তরে,
কপোতী প্রিয়ায় ছাড়ি, থাকে স্থানান্তরে?"

এ নিশীথে পুত্র-শোকাতুরা, কোন ঘরে,
কাঁদিছে জননী, দুখে আকুলিত স্বরে;—
"এক মাত্র কুলদীপ সে অঞ্চল-নিধি,
কেন নিবাইলি ওরে নিদারুণ বিধি!
হইল আঁধার মোর সোণার সংসার,
চারি দিক্ শূন্য হেরি, সব ছার খার।
ওরে কাল! কালফণী বিষাল দশনে
কেন গ্রাসিলিরে মোর হৃদয়-রতনে ?"
হেন ভাবে কাঁদি কাঁদি, জননী এখন,
ভুলি শোক শল্য-জ্বালা, নিদ্রা-নিমগন।
সহসা নিরখে মাতা বিস্ময়-চকিত—
'মা! মা!' এ মধুর বোলে পুত্র উপনীত।
বৎস পানে গাভী যথা—জননী ধাইলা,
আদরে লইয়া কোলে, বদন চুম্বিলা।
মুছাইয়া চাঁদ-মুখ বসন-অঞ্চলে,
ভাসায় কোমল অঙ্গ নয়নের জলে।
"ওরে যাদুমণি!" বলে বাষ্পাকুল-আঁখি,
"কোথা গিয়েছিলে বাছা! মায়ে দিয়ে ফাঁকি।
কোথা ছিলে এতদিন দুখিনীর ধন!
ক্ষুধা-কালে খেতে তোরে দিত কোন জন?
যে অবধি প্রাণ-ধন! হারায়েছি তোরে,
সর্ব্ব ত্যাগী, অন্ন জল না দিই উদরে।

এই দেখ শীর্ণ দেহ না হেরে তোমায়,
কেঁদে কেঁদে চোক দুটী হলো অন্ধ-প্রায়।
এবে পুত্র নিরখিয়ে তব চাঁদ-মুখ,
পাইলাম স্বর্গ-সুখ, দূরে গেল দুখ,
কতদিন শুনিনিরে হৃদয-রঞ্জন!
বাছা! তব মা মা বাণী সুধা-বরিষণ।
এসো এসো বাপ-ধন! বসো মোর কোলে,
জুড়াক্ জীবন, বাছা! ডাক মা মা বোলে।
ক্রমে ক্রমে নিশ খিনী হইল গভীর,
প্রকৃতি সুশান্ত এবে সকলি সুস্থির।
সুখী দুঃখী কোন জন নহে জাগরিত,
রোগী শোকী সবে ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত।
এমন সময়ে, কেন কুটীর-বাহিরে,
সত্যবান মগ্ন আজি চিন্তার তিমিরে?
ধূলায় বসিয়া যুবা ভাবে মনে মনে,
বিনত-বদনে কভু, উত্তান-নয়নে।
শ্বাসি দীর্ঘ ভাবে;—"আজি কি হলো আমায়?
ঘোর চিন্তা কেন মোরে নিশীথে জাগায়?
ঘুমায় সকলে সুখে প্রসন্ন-অন্তর,
চিন্তা-বিষধরী-বিষে নহেত কাতর।
ভাবিতে ভাবিতে চিতে পরমার্থ-ধন,
লভিলা সুষুপ্তি-সুখ যতি ঋষিগণ।"

ঘুমায় জননী-ক্রোড়ে তাপস-তনয়ে,
মনোহর গল্প শুনি, প্রফুল্ল হৃদয়ে।
আয়ত-লোচনা মৃগী, আশ্রম অঙ্গনে
শিথিলিয়া সর্ব্ব অঙ্গ, মিলি বৎসগণে,
রোমন্থনে রত, কভু শাবক লেহন,
ক্রমে অবসন্ন আঁখি ঘুমে অচেতন।
কুলায়ে বিহগ-কুল কূজন-রহিত,
শাবকের সহ এবে সুখেতে নিদ্রিত।
কেবল নয়নে মোর ঘুম নাহি আসে,
একাকী বিরলে, মন! জাগো কিবা আশে?
এ নিশীথে সব জীব লভিছে বিরাম,
কি শল্য বিঁধিল হৃদে, জ্বলে অবিরাম।

"যবে, পিতা হীন-বল শত্রু-পরাভূত
প্রবেশিলা দীন বেশে হয়ে রাজ্যচ্যুত,
তাপস-আশ্রমে এই শান্তরসাস্পদে;
আইলাম সঙ্গে আমি বঞ্চিত সম্পদে,
অকাতরে মা বাপের সেবিতে চরণ।
সে বিপদে অব্যাকুল ছিল মোর মন।
জনক-জননী-সেবা, সন্তোষ-সাধন
প্রীতমনে সাধি সদা, করি প্রাণপণ।
অন্য অভিলাষ, চিন্তা নাহি ছিল মম,
আজি কি হইল, হৃদে বাজে শেল সম।

এতক্ষণ ছিনু স্থির গুরুর সেবনে,
এবে তাঁরা নিদ্রাগত, দুখোদয় মনে।
তাই বাহিরিয়া আজি আসিনু নির্জ্জনে,
নিবাইতে বহ্নিসম হৃদয়-বেদনে।
না থামিল দুখানল, দ্বিগুণ জ্বলিত,
বাণবিদ্ধ মৃগ মত হতেছি লুণ্ঠিত,
কিম্বা শর-বিদ্ধ যথা, নিশীথ সময়
ব্যাকুলিত নদীকূলে অন্ধক-তনয়।"

চারি দিক জন শূন্য, সুষুপ্ত সকলে,
তরুণ হৃদয়-দ্বার খোলে মুক্তগলে।
বলে,—"কি কুক্ষণে আজি ভুবন-জয়িনী
হেরিনু সে রূপ-রাশি নৃপতি-নন্দিনী।
আহা! সে কোমল কান্তি ত্রিদিব-রঞ্জন!
হেরিবে কি পুন আর এ মোর নয়ন।
সে মোহন মুখছবি, লজ্জার রঞ্জনে
সুরঞ্জিত, ভুলিবারে নারিব জীবনে।
কৌটিল্য-রহিত সেই আয়ত লোচন,
বিস্ফারিত, জাগে মোর হৃদে অনুক্ষণ।
সুশান্ত-প্রকৃতি, শান্তি মূর্ত্তিমতী যেন,
অদ্যাবধি নাহি হেরি রমণী এহেন।
দেখেছি নয়নে আমি রূপগুণ-যুতা
যৌবন-বিলাসবতী কত রাজসুতা;

কভু তৃষাকুল নহে নয়ন আমার,
কদাচ সুস্থির চিত্তে নহিল বিকার।
আজি হেরে সে বালারে—সরলতাময়,
হইনু তৃষিত অতি, চঞ্চল হৃদয়।
আর কি পাইব সেই রূপ দরশন,
নয়ন সফল হবে, যুড়াবে জীবন।
" সে যে ধনী রাজবালা, সামান্যে কি পায়,
কেন তার তরে মোর চিত্ত ব্যাকুলায়।
শুন মন! ক্ষান্ত হও, ছাড় উচ্চ আশ,
কূপ-মণ্ডূকে কি পায় গিরি-চূড়ে বাস ?
কোথায় ভূপাল-বালা রূপগুণ-রাশি,
দরিদ্র-সন্তান কোথা তপোবন-বাসী।
কোথা মণিময় স্বর্ণ রাজসিংহাসন,
কোথা বনবাসি-জন-ছিন্ন-কুশাসন।
কোথা বৈজয়ন্ত সম হর্ম্ম্য সুরুচির,
কোথায় পাদপ-মূলে পর্ণের কুটীর।
কৌষেয় বসন কোথা কনক-খচিত,
চীর-পরিধান কোথা তাপস-উচিত।
মহার্হ ভূষণ কোথা হীরা-মণিময়,
কোথা কুরুবিন্দ-হীরক, কুশের বলয়।
কোথায় সুখদ স্বাদু বিবিধ ভোজন,
কোথা কন্দ ফল মূলে জীবন-ধারণ।

কোথা দাসী-সমাবৃতা নৃপাল-পালিকা,
কোথা দীন বন্য-বাসী দরিদ্র-সেবিকা।
ছাড় তার আশা ওরে অবোধ অন্তর!
তাহাতে আমাতে দেখ কতই অন্তর।
জগত-দীপক চন্দ্রে, খদ্যোত পামরে—
শিশির-বিন্দুতে, আর অগাধ সাগরে—
বিশাল উন্নত গিরি, বালুকা-কঙ্কর;
এ উভয় মাঝে দেখ যাদৃশ অন্তর,
তাহার আমায় ভেদ তাহতে অধিক;
দুর্লভ বস্তুতে লোভ, ধিক মোরে ধিক!
"স্বপদে সম্পদে যদি থাকিতাম আমি,
পিতা থাকিতেন যদি শাল্ব-দেশস্বামী,
তবে আজি পরিপূর্ণ হতো অভিলাষ।
ক্ষোভ সার, না পূরিবে দরিদ্রের আশ।
বঞ্চিত এখন মোরা সম্পদ স্বজনে,
ধনহীন জনে কেবা ধরামাঝে গণে;
কামিনী-কুন্তল, যবে মস্তক-ভূষণ,
শোভিত তখন জন-হৃদয় মোহন,
কিন্তু ছিন্ন অমার্জ্জিত ধরায় পতিত,
কেহ না আদরে তারে, সবার ঘৃণিত।
তাই বলি ওরে মন! দেও বিসর্জ্জন
সে আশায়। কেন বৃথা কররে ধারণ?

চির বিষাদের মালা; কি আশ্বাসে বল,
হয়ে তার অনুরাগী, হইলি চঞ্চল।
তখন তাহার সেই প্রেম তৃষাকুল
হেরিয়ে সরল দৃষ্টি, হইলি ব্যাকুল।
সেই কি প্রণয় চিহ্ন? ওরে ক্ষিপ্ত মন!
সরলার হইবে সে স্বভাব-দর্শন।
পরিহর সে দুরাশা—দরিদ্র-স্বপন,
কেন রাজ-বালা মোরে করিবে বরণ।'
হেন ভাবে ভাবে যুবা ধূলায় শয়নে,
অজ্ঞাতে আসিয়া নিদ্রা হরিলা চেতনে।
ষোড়শী ললনা এক কুরঙ্গ-নয়না,
উজলিয়া দিক রূপে, বিদ্যুত-বরণা
তরুণ-নয়ন-পথে হলো উপনীতা;
বরাঙ্গনা দেবী যেন ভূমে প্রকাশিতা।
বাহু লতা প্রান্তে দোলে মালা বিলম্বিত,
সুবর্ণ-লতায় যেন মঞ্জরী উদিত!
নতাঙ্গীর সে মালায়, মরি! শোভা কত;
যেন মঞ্জরীর ভারে স্বর্ণ-লতা নত।
মালার সৌরভামোদে আমোদিত বন।
হেরি সত্যবান্ সুখ-সাগরে মগন।
লাজে মুকুলিত আঁখি, বিনত বদনে,
তুলি মালা, বলে বালা অমৃত বচনে;—

"হে নাথ! হৃদয়-নাথ! এ বিজন বন
পশিনু তোমার তরে, ছাড়ি সিংহাসন।
যবে মৃগ, হরিণীরে তেজিয়া, নিদয়
প্রবেশে গহনে, মৃগী সুখে কোথা রয়?
অশ্রুমুখী, ছাড়ি প্রিয় নব দূর্ব্বাদল,
যে বনে বিহরে মৃগ, যায় সেই স্থল।
তেমতি আইনু আমি, দিয়া জলাঞ্জলি
ধন, রত্ন, রাজ্যসুখ যা কিছু সকলি,
হয়ে তৃষাতুর-চিত, চঞ্চল-পরাণী,
পূজিতে তোমার, নাথ! চরণ-দুখানী।
প্রিয় অনুষ্ঠান, সেবা, মধুর বচনে
তুষিবে তোমায় দাসী সদা কায়মনে।
চাহি না সুন্দর বাস, রতন-ভূষণ;
মনোহর হর্ম্ম্য-তলে নাহি মোর মন।
মাগি এই ভিক্ষা, নাথ! করিয়া মিনতি—
যেন চিরদিন স্নেহ থাকে দাসী প্রতি।
অবলা সরলা নারী, পদে পদে দোষ,
ক্ষমিবে দাসীরে সদা, না করিয়া রোষ।
যা তোমার প্রাণ চায়, করো প্রাণনাথ!
সঁপিনু জীবন মন বর-মালা সাথ।"
এত বলি, সত্যবান-গলে মালা দিলা;
প্রেমের নিগড়ে যেন সুদৃঢ় বাঁধিলা।

বর বর-মালা করে হৃদয় উজালা ;
শচী-পতি-হৃদে যথা পারিজাত-মালা।
সত্যবান, নিরখি এ অদ্ভুত দর্শন,
আনন্দ-বিস্ময়ে মুখে না সরে বচন।
সত্যবান্ বলে ভাসি আনন্দ-সলিলে ;—
"অধীন-জীবনে, প্রিয়ে! আজি কৃতার্থিলে।
এ অনুকম্পার তব নাহিক তুলন,
তুমি নৃপ-বালা, আমি বনবাসী জন।
অসামান্য গুণ-রত্নে বিভূষিতা তুমি,
আজি করদানে করে দিলা স্বর্গ-ভূমি।
তব ধ্যানে রত, প্রিয়ে! ছিনু এতক্ষণ,
তাই বুঝি কৃপা করি দিলা দরশন ,
ভক্তিভাবে ধ্যানমগ্ন সাধকের পাশে,
বরদা হইয়া, যথা দেবী পরকাশে।
লভিয়ে তোমায়, প্রিয়ে! রমণী-রতন,
সফল জনম মম, পবিত্র জীবন।
এ দীন অধীন জনে সম্ভব যা হয়,
সাধিব তোমার প্রীতি, কহিনু নিশ্চয়।
তুষিব তোমায় প্রিয়ে! অতি সযতনে,
দীক্ষিত হইনু তব সুখ-সম্পাদনে।
দূরে গেল দুখ, কৃপা-বারিবরিষণে,
যুড়াও তাপিত হিয়া প্রেম-আলিঙ্গনে।"

এত বলি, সত্যবান বাহু পসারিলা,
অমনি চালিত অঙ্গ স্বপন ভাঙ্গিলা।
নাহি সে সম্মুখে এবে বালা স্বয়ম্বরা,
নাহি গলে দোলে বর মালা মনোহরা।
একাকী পূর্ব্বের মত ধূলায় শয়ান,
হতাশে অন্তর-বেদে অতি ম্রিয়মাণ।
হৃদয় হইতে দীর্ঘ শ্বাস বাহিরিল,
আপনা হইতে নীর নয়নে ঝরিল।
কাতরে কাঁদিয়া বলে —"প্রিয়ে চারুশীলে!
দিয়া দরশন, হায়! কোথা পলাইলে।
আর না সহিতে পারি তব অদর্শন,
এসো প্রিয়ে! দেও দেখা, যুড়াও জীবন।
ব্রততী-বিতান-মাঝে ঢাকি চারু অঙ্গ,
একাকী ফেলিয়া মোরে, দেখ বুঝি রঙ্গ।
আর কোথা যাবে তুমি পড়িয়াছ ধরা,
সপিয়াছ মালা মোরে, হয়ে পতিম্বরা।"
এত বলি নিজ হৃদে করে বিলোকন,
না হেরি সে মায়ামালা, বিষাদে মগন,
বলে ;—"হায়! হায়! সব অলিক স্বপন,
এমন কি ভাগ্য মোর, বরিবে সে জন।
কেন ওগো স্বপ্ন দেবি! মোরে কাঁদাইলা?
কে বলে তোমায় দেবী? পিশাচী দুঃশীলা।

পাতি কুহকের জাল কত প্রলোভনে,
লোভিত হরিণে বাঁধি বধিলে জীবনে।—"
আর কেন ? চল যাই ভূপতি-ভবন,
সত্যবান ! কর তুমি অরণ্যে রোদন।
প্রেম-ফাঁদে দৃঢ় বাঁধি বিমোহিত শুকে,
এসো দেখি গিয়ে—শারী আছে কত সুখে
এ ঘোর রজনীকালে নৃপাবরোধন
সুপ্ত-পরিজন ; যেন বিজন গহন।
রতন-প্রদীপ ঘরে জ্বলে আভাহীন।
কামিনী-কবরী মালা হইল মলিন।
প্রমোদ-কাতর এবে বিলাসিনী-দলে,
সৌধ মাঝে ফেন-নিভ মৃদু শয্যাতলে
ডুবাইয়া লোল অঙ্গ, নিদ্রায় আকুল ;
যেন সিন্ধু-নীরে ভাসে অপ্সরার কুল,—
যবে সুর সুররিপু-দল মহাবল
মথিলা সুধার লোভে পয়োনিধি-জল ;
ঘন ঘন শ্বাস বহে, আলুথালু বেশ,
এলায়ে পড়েছে বেণী, মুক্ত ক্ষিপ্ত কেশ।
লেগেছে কপোলে কার নয়ন-অঞ্জন ;
যেন সকলঙ্ক শশী হরিণ-লাঞ্ছন।
এ সব বারতায় মোর কিবা প্রয়োজন ?
চল চল নৃপরাজ-নন্দিনী-সদন।

সৌধ-রাজি মাঝে এক ভবন সুন্দর,
বিবিধ সজ্জায় গৃহ অতি মনোহর।
দীপিছে মাণিক-দীপ বিশদ শীতল,
হাসিছে আলোক, যেন চন্দ্রিকা নির্ম্মল।
হেমময় দুই মঞ্চে ভবন-অঙ্গনে
শয়িত ললনা-যুগ মৃদুল শয়নে।
কে অই কামিনী ধনী ঘুমে অচেতন?
বোধ হয় ও বামারে করেছি দর্শন।
তার পাশে কে গো অই ললিত কুমারী?
আভাময় তনু, আহা! অতি মনোহারী।
কেন, ও বালার রূপ দেবতা-লাঞ্ছিত
হেরি, মনে ভক্তিভাব আপনি উদিত?
ও রূপ-মাধুর্য্য, আর ও বিধুবদনে
অনুমানি কত বার হেরেছি নয়নে।
সেই অনুপমা বালা—বনে-তপোবনে
সফল নয়ন যার রূপ দরশনে।
কেন ও কুমারী আজি, মুদিয়া নয়ন,
নিশায় চিন্তিত মনে করে জাগরণ?
সুখশয়নে গো কেন এত অসুখিত?
সরল অন্তর আজি কি ব্যথা-ব্যথিত?

উপধান তেজি বালা হইলা আসীনা.
মরি! কান্তি এক দিনে এতই মলিনা!

সরলা নৃপতি-বালা সখীর বদন
ভয়ে ভয়ে বার বার করে নিরীক্ষণ।
কুমারী, ক্ষণেক পরে, কম্পিত চরণে
বাহিরিলা ধীরে ধীরে বাহির-অঙ্গনে ;
যেন চোর, চুরি করি গৃহস্থের ঘরে,
পাছে কেহ দেখে, চুপে পলাইলা ডরে।
নিরাসনে বিধুমুখী বিরস-বদন
বসিলা ভাবনাকুল ; দরিদ্র যেমন।
উদাস অন্তর, দীর্ঘশ্বাস বাহিরায়,
কভু চারি দিকে, কভু গৃহ-পানে চায় ;
চকিত হরিণী যথা বিপিন-গহনে
নিরখে চৌদিক নেত্রে সদা ভয়-মনে।
কেন মুকুলিত আঁখি ? কি দুখ অন্তরে ?
কেন ঝাঁপ দিলা বালা দুখের সাগরে ?
কি কারণ এ বিষাদ, বল বিধুমুখি !
সাধিব উপায় মোরা—তব দুখে দুখী।
অধোমুখে রাজবালা ভাবিছে অন্তরে
কেন অসুখিত চিত, ভাবি কার তরে ;
কি ক্ষণে হেরিনু সেই পুরুষ রতনে—
সুশীল সুশান্ত-ভাব, শান্ত তপোবনে।
দেখেছি সুন্দর কত নৃপতি-নন্দন,
নহে সে [illegible] মোর বিমোহিত মন।

আজি সে রাজর্ষিসুত, না জানি কেমনে,
সহজে বাঁধিলা মোরে প্রণয়-বন্ধনে।
অনিমিষে কতই সে কমল-বদন
হেরিনু, অতৃপ্ত তবু আমার নয়ন।
অপরে বলিতে পারে সামান্য সে জন,
কিন্তু অসামান্য তারে বলে মোর মন।
আর কি পাইবে সেই রূপসুধা-পান
করিতে নয়ন মোর, জুড়াবে পরাণ।
কত দিনে বরিব সে তাপস-তনয়ে,
কবে সে অমূল্য মণি পরিব হৃদয়ে।
এমন কি ভাগ্য হবে—সে পদ-কমল
সেবিব হইয়া দাসী, জীবন সফল,
হইবে কি অনুকুল মোর প্রতি বিধি,
যুটিবে সাবিত্রী-ভাগ্যে সে অমূল্য নিধি।
"কত অমঙ্গল বাধা করি দরশন;
রাজবালা মা বাপের আদরের ধন
হয়ে, বা যাপিত হয় দুখেতে জীবন।
যদি সে সুশান্ত-মতি তাপস-নন্দন—
সংযমিত-চিত, তেজি বিষয়-বাসনা,
অবহেলি, না পূরান দাসীর কামনা,
তা হলে বিষাদে এই ঘৃণিত জীবনে
তেজিব তখনি, আর কি ফল ধারণে।

সরল-অন্তর যুবা, যদি দয়া করি,
করেন স্বীকার মোরে করিতে কিঙ্করী,
তবু কত বিঘ্ন আমি নেহারি নয়নে—
কেন পিতা মদ্ররাজ বরিবে সে জনে
জামাতা বলিয়া ; মোর পিতা রাজ্যেশ্বর,
সে যে বনবাসী দীন অগণিত নর।
মোর মনোভাব প্রতি দেখিবে কি চেয়ে,
(যদিও তাঁহার আমি আদরের মেয়ে।)
সে দরিদ্রে যদি মোরে করেন প্রদান,
গৌরব ঘুচিবে তাঁর, হবে হতমান।
নিন্দিবে তাঁহারে ভদ্র ভূপতি-সমাজ,
হেঁট মুখ হবে তাঁর, পাইবেন লাজ।
এত অপমান সহি, মোর সুখ তরে,
কদাচ না দিবে মোরে সত্যবান-করে।
কিন্তু সত্যবান হতে এ মম হৃদয়
কোন মতে কভু আর ফিরিবার নয়।
জাগিবে নিয়ত সেই সাবিত্রী-অন্তরে,
বুঝি বিধি ভাসাইল দুখের সাগরে।

"যে হয় সে হবে পরে করিলাম পণ—
হে ধর্ম্ম! আপনি সাক্ষী, শুন দেবগণ!
সত্যবানে করিলাম পতিত্বে বরণ,
মনে বর-মালা তাঁরে করিনু অর্পণ।

আজি হতে বিসর্জ্জন দিনু রাজ্য ধনে,
করিনু ধারণ চীর-বাস মনে মনে।
আজি হতে সাজিলাম অরণ্য-বাসিনী,
হইলাম সত্যবান-ধর্ম্মসহায়িনী।
বসাইনু পতিদেবে হৃদয়-আসনে,
ভকতি-কুসুম নিত্য পঙ্কজ-চরণে,
প্রণয়-চন্দন সহ, দিব উপহার;
আজি হতে সেই জন আরাধ্য আমার।
সত্যবান মম পতি, সত্যবান গতি,
সত্যবান বিনা অন্যে নাহি মোর মতি।
ইথে যদি পিতা মম হন অসুখিত,
সত্যবানে মোরে দান করিতে কুণ্ঠিত;
মায়ের চরণ ধরি, কাঁদিতে কাঁদিতে,
তেজি লাজ, বিনয়িব সত্যবানে দিতে।
কিছুতে না পূরে যদি মোর মনস্কাম,
এ হতভাগীর ভাগ্যে বিধি হন বাম;
তবে অকাতরে চির-কৌমার ধারণ
করিয়ে, মানসে তাঁর পূজিব চরণ।"
এইরূপ চিন্তারাজি হয়ে সমুদিত
সাবিত্রী-কোমল-মন করে আকুলিত;
প্রবল বাত্যায় যথা উচ্চ ঊর্ম্মি-কুল
[illegible]া সাগর-বারি করে সমাকুল।

কতক্ষণে প্রভাবতী সখী জাগরিতা,
না হেরি সখীরে পাশে, বিষম চিন্তিতা।
ভাবে ;—"আজি প্রিয়সখী, না বলি আমায়,
এ নিশীথে একাকিনী যাইলা কোথায়?
কখন ত সখী মোর করেনা এমন,
ভয়ে মোর কাঁপে হিয়া, কি করি এখন।"
ত্বরা ত্বরি চুপে চুপে বাহিরিলা সখী।
দূর হতে প্রভাবতী অস্পষ্ট নিরখি—
সাবিত্রী আসীনা ভূমে নিষ্পন্দ-শরীরে,—
চলিলা পশ্চাতে তার নীরবে সুধীরে।
সহসা পসারি কর-পল্লব কোমল,
আবরিলা-সাবিত্রীর নয়ন-যুগল ;
যেন কোকনদে নীল নলিন ঢাকিলা।
কিন্তু হেরি নেত্রে নীর, চমকি তেজিলা ;
মানব সুতপ্ত যথা সুন্দর তৈজসে,
না জানি ব্যগ্রতা সহ, লইতে পরশে,
কিন্তু পরশনে যাই কর দগ্ধ করে,
অমনি চকিত হয়ে ত্যজয়ে সত্বরে।
প্রভাবতী, ছাড়ি আঁখি, আকুলিত স্বরে
বলে ;—"সই! আজি তব কি ব্যথা অন্তরে?
কেন বহে অশ্রুধারা নেত্রে অবিরল?
বিরলে কি চিন্তা সখি! প্রকাশিয়া বল।

সদাই প্রসন্ন-চিত সুখের আকর,
কেন আজি উৎকণ্ঠিত, এতই কাতর ;
সুশান্ত শোভিত বনে পবন প্রবল
আসি, বনশোভা হরি, করিলা বিকল।
বল সই ! সখীজনে খুলি মনোদ্বার,
করিব আপন সাধ্যে দুখ প্রতীকার।
'অভিন্ন-হৃদয়' বলি কর সম্বোধন,
তবে কেন মনোভাব আমারে গোপন ?
কি লাজ সম্ভ্রম সই ! নিজ পরিজনে,
দুখের লাঘব হয় বলিলে আপনে।"
  সরলা ভূপতি-বালা, বসাইয়া পাশে,
ধরিলা সখীরে, বাঁধি বাম ভুজ-পাশে।
সখী-বাহু-মূলে নিজ মস্তক রাখিলা ;
যেন দুই স্বর্ণ-লতা মিলিতা শোভিলা।
নীরব নিস্পন্দ বালা রহে কতক্ষণ,
বলি বলি ভাব, মুখে না সরে বচন।
ব্রীড়ন-বিরূপ-স্বরে ধীরে ধীরে কয় ;—
"সকলি জানত সই অভিন্ন-হৃদয় !
জানিয়া সকল, আজি কেন অকারণ
বৃথা লজ্জা দেও মোরে জিজ্ঞাসি কারণ।
তুমিত চতুরা, তব কিবা অবিদিত,
স্বচক্ষে দেখিয়ে, কেন আকাশ-পতিত !

আজি মোরে উন্মাদিনী করে কোন জন,
জান না কি সই! কেন বিরলে রোদন।"
" জানি সত্য" বলে সখী বিনয়-বচনে
" কিন্তু এত দূর হবে, ভাবি নাই মনে।
ভাল সই! একি তব রীতি বিপরীত—
এক দিনে একেবারে এতই চিন্তিত!
এতেক অধীর কেন? বিষাদিত মন?
অল্পে বিচলিত তোমা না দেখি কখন;
পর্ব্বত-শিখর বাতে রহে অকম্পন,
ছিন্ন ভিন্ন তাহে মাত্র তরুলতাগণ।
কি চিন্তা? জনক-আজ্ঞা—যাহে লয় চিত,
আদরে তাহায় তুমি হইবে অর্পিত।
আজ্ঞামতে মোরা সই! ভূপতি-চরণে
নিবেদিব সব, কেন দুখ এত মনে?"
সখী-বাক্যে উত্তরিলা সাবিত্রী সরলা—
" সে কারণ প্রিয়সখি! না হই উতলা।
সত্য সত্যবানে মন করেছি অর্পণ,
কিন্তু তার তরে তত নহি উচাটন।
সে জন্য ব্যাকুল নহি, নহি বিষাদিত,
এত কি অসার সখি! সাবিত্রীর চিত?
যাবত জনম নিজ দুখ অকাতরে
সহিতে পারিলো, সই! কেন আজি ঝরে

নয়ন আমার, কেন ব্যাকুল পরাণী,
কি কারণ অধীরিনু, শুন মোর বাণী ;—
" যে জনে বরিনু আমি, সঁপিলাম প্রাণ,
এবে সে পদস্থ নহে সাধু সত্যবান।
এবে বন-বাসী দীন সামান্য সে জন,
(যদিও সাবিত্রী-নেত্রে অমূল্য রতন।)
রাজচক্রবর্ত্তী পিতা কেমনে সে জনে
সঁপিবেন কুলোজ্জ্বল দুহিতা-রতনে ;
খগ-পতি সখ্য-ভাব বায়সে কি করে ?
পড়ে কি প্রবল নদ ক্ষুদ্র সরোবরে ?
প্রশস্ত অন্তরে পিতা বিধির বিধানে
কভু না দিবেন মোরে সেই সত্যবানে।
আদেশিবে পিতা কত গঞ্জি কু-বচনে ;—
' ছাড় এ কুমতি বৎসে! বরো অন্য জনে।'
কিন্তু পাপীয়সী সুতা অকুণ্ঠিত চিতে
হবে অগ্রসর পিতৃ-আজ্ঞা বিলঙ্ঘিতে।
যদিও সতত আমি পিতৃ-পদে নত,
কিন্তু আদেশিলে মোরে এই অসঙ্গত,
সহজে হইব আমি প্রতীপ-কারিণী,
বুঝি হতে হলো মোরে নরক-গামিনী।
অচল অটল রবে সাবিত্রীর মন,
অন্য জনে কদাচ না করিব বরণ।

সত্যবান-পাদপদ্ম করিয়াছি সার,
সত্যবান বিনা মোর সকলি আঁধার।
সত্যবানে যদি পিতা না করেন দান,
থাকিব কুমারী চির। হৃদে সত্যবান
আরাধিব নিত্য, সুখে যাপিব জীবন।
ভক্তিভাবে মা বাপের সেবিব চরণ।
কিন্তু পিতা মাতা ইথে হবে অসুখিত,
দারুণ অন্তর-বেদে আকুলিবে চিত।
জীবন-ভরসা অতি আদরের ধনে
এক মাত্র দুহিতারে অনূঢ়া দর্শনে,
বিষাদে তাঁদের হায়! বিদরিবে হিয়া,
কেমনে এ দুখ দিব সন্তান হইয়া।
আমি পাপমতি, ধিক্ জীবনে আমার,
মা বাপের দুখ-দায়ী দুহিতা-অঙ্গার।
সহেছেন কত কষ্ট মোর তরে যাঁরা,
আমি মাত্র এক কন্যা নয়নের তারা।
লালিত পালিত আমি যাঁদের যতনে,
যার ধার শুধিতে না পারিব জীবনে,
হায়! ধিক কেমনে সে পূজ্যপদ জনে
অকৃতজ্ঞ সুতা আমি দুখ দিব মনে।
এই সব ভাবি সখি! ব্যাকুলিত মন,
এ কারণ আজি মোর ঝুরিছে নয়ন।"

সখী বলে —“ কেন ভাব এতেক বৃথায়,
দুখের সৃজন কেন কর কল্পনায়।
অকারণ শঙ্কা সই! বৃথা তব খেদ,
হইবে সুসার, ছাড় অন্তর-নির্ব্বেদ।
ভাবিছ যাহারে তুমি দুর্গম গহন,
বিধাতা করিবে তাহা সুগম ভবন।
সত্যবান নহে কভু সাধারণ জন,
দীন বনবাসী সত্য সে নৃপ-নন্দন,
কিন্তু অনামুষ-রূপ-গুণেতে ভূষিত,
দয়া ধর্ম্ম সরলতা তাহে প্রতিষ্ঠিত।
গুণ-গ্রাহী মহারাজ নিজ দুহিতারে
অবশ্য আদরে সখি! সঁপিবেন তারে;
মলিন দশায় যদি অমূল্য রতন,
আদরে না করে কেবা সে মণি গ্রহণ।
ধৈরয ধরগো সই! ত্যজ শঙ্কা মনে,
নিবেদিব সব সখি! নৃপতি চরণে।
অবশ্যই নরপতি বন-তরুবরে
রোপিবে আদরে আনি উদ্যান ভিতরে,
নিজ স্বর্ণ-লতা তাঁর অতি আদরিণী
জড়ায়ে দিবেন তাহে, করিয়া সঙ্গিনী।”
“ও মা! কি লজ্জার কথা” রাজবালা কয়
“বলো না পিতারে, এত বলিবার নয়।

মোর মাথা খাও সই! ধরি তব কর,
বাপে না কহিও, ইহা হবে লজ্জা-কর।
এই অসঙ্গত আশা থাক মোর মনে,
কদাচ না নিবেদিবে পিতার চরণে।
বাড়িবে বিপদ তাহে, না হবে মঙ্গল,
অধিক দুখের ভাগী হইব কেবল।”
চতুরা বয়স্যা মৃদু হাসিয়া উত্তরে;—
“ বলিব, কি না বলিব, যা হয় সে পরে।
এবে বৃথা কেন সই! ভাবিছ বিরলে;
কাঁদিলে কি ফল মিলে বসি তরু-তলে?
এ ঘোর নিশীথে আজি কেন জাগরণ,
কেন প্রিয়সখি! বৃথা বিলাপ রোদন,
চেয়ে দেখ সব জীব ঘুমে অচেতন
গভীর নিশায়, চল করিগে শয়ন।”

সাবিত্রচরিত—পূর্ব্বানুরাগ।

দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।
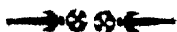
উদয়-অচল-শিরে কনক-বেদীতে
সমুদিত রক্ত রবি সুখ বিতরিতে;
যেন তেজঃপুঞ্জ রাজা রত্নসিংহাসনে
বসিলেন সুপ্রতাপে রাজ্য সুশাসনে।
নিশাচর বিহঙ্গম, তামস-তস্কর
পশিলা নৃপতিভয়ে বিজন গহ্বর।
সমস্ত জগত দিবালোকে উজলিল;
ভূপতি-প্রতাপে যেন ভুবন ভরিল।
কল-কণ্ঠ পাখি-কুল সুস্বর কূজনে
জাগাইছে প্রকৃতিরে প্রভাত-বন্দনে।
ঝরিছে নীহার-বিন্দু মৌক্তিক তরল;
অনুমানি প্রকৃতির পুলকাশ্রু-জল।

কমল-কোরক-দল জলেতে হসিত;
তরুণী-যৌবন যথা নব বিকসিত।
মলয়-সমীর বহে শিশির-মন্থর,
কত সুধা আনি দেয় জন-মনোহর।
অবগাহনেতে ব্যস্ত মুনি ঋষিদল।
নিজ নিজ কর্ম্মে রত মানব সকল।
মুক্ত পশুদল এবে প্রান্তরে ধাইছে,
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ বৎসগণ যায় পিছে পিছে।
মদ্র-পুরে সমুন্নত প্রাসাদ-তোরণে
বাজিছে প্রভাত-বাদ্য গভীর নিস্বনে;
যেন জানাইছে জনে সম্পদ-গরিমা।
শোভিছে ভূপাল-পুরী জয়ন্ত-প্রতিমা।
সুপ্রশস্ত সভা-গৃহে—স্তম্ভ-সুশোভন,
মরকত-বেদী শোভে বিশদ-বরণ;
যথা হিমালয়ে ভাতে ধবল শেখর।
তাহে রাজসিংহাসন রতন-ভাস্বর
বিচিত্র-বরণ; যেন দিন-মণি করে
বিচিত্রিত শৃঙ্গ-শির। সে আসন পরে
বিরাজেন মদ্র-রাজ—মুকুট-ভূষিত,
অপরূপ-রূপ, বাস রতনে জড়িত,
গম্ভীর-স্বভাব, স্বর্ণ-রাজদণ্ড করে;
যেন সুরপতি শোভে অমরা নগরে।

ধরে শিরে রাজছত্র নবীন কিঙ্কর।
মৃগী-দৃশী সালঙ্কারা কিঙ্করী-নিকর
ভূষণ-ঝঙ্কারে বীজে চামর নীরবে;
অপ্সরা মণ্ডলী যেন বীজিছে বাসবে।
রাজন্য, সচিবগণে সভা সুশোভিত;
দিব্যবাসি গণে যেন মহেন্দ্র বেষ্টিত।
সাবিত্রী কুমারী, সখী সহ, সভামাঝে
দাঁড়ায়ে নৃপতি-অগ্রে, নতমুখী লাজে।
ভূপতি বিষন্ন-মুখ চিন্তা-নিমগন,
সকলে নীরব; যেন বিগতচেতন।
এমন সময়ে দূরে শুনিল শ্রবণে
হরিগুণ-গান সহ বীণার নিক্বণে,—
"জয় জগদীশ বিভো জগত জীবন!
দয়াময় দীনবন্ধো পতিত-পাবন!
করুণা বিতর নাথ! অকিঞ্চন জনে,
বিকাশো হৃদয়ে মম উজ্জ্বল বরণে।
তব প্রেম-সুধা যদি বরষে উষরে,
প্রসবে পরমানন্দ, পাপ তাপ হরে।
সুখ-সুধাধার তুমি, মঙ্গল-বিধাতা,
কল্যাণ তোমার রাজ্যে সর্ব্বজীব-পাতা।"
শুনি মহরাজ, মন্ত্রী, পারিষদ-গণ
কুতূহল-চিত্ত সবে, উৎসুক-নয়ন।

তেজোরাশি, মহাতপা, বল্কল-পিহিত,
শিরে জটা, শুভ্র শ্মশ্রু নাভি বিলম্বিত,
ব্রহ্মানন্দে মত্ত—যেন উন্মত্ত মহেশ,
স্কন্ধে বীণা, স্মিতমুখে করিলা প্রবেশ
দেবর্ষি নারদ। মহারাজ, সভাজন
তটস্থ অমনি সবে, তেজিলা আসন।
অশ্বপতি ভক্তিভাবে, আর সভাসদ,
সাবিত্রী নমিলা সবে দেব-ঋষি-পদ।
আশিষিলা তপোধন প্রসন্ন-অন্তর।
পাদ্য অর্ঘ্য যথাবিধি দিয়া নৃপবর,
বসাইলা ঋষিবরে কনক-আসনে;
বশিষ্ঠ বসিলা যেন অযোধ্যা-শাসনে।
স্বাগত, কুশল-প্রশ্ন করি পরস্পর,
সাদরে জিজ্ঞাসে মহীপালে মুনিবর;—
"কে এ বালা স্নেহময়ী দিক্-আলোকিনী?
কেন ম্লানমুখী হেরি? কাহার নন্দিনী?
জানিতে আমার অতি কুতুকিত মন,
না থাকিলে বাধা, বল প্রকাশি রাজন্।"
"অকথ্য কি আপনারে?" উত্তরে বিনীত
মদ্ররাজ "কি বা ঋষে! তব অবিদিত।
ভাগ্য-দোষে ছিনু আমি সন্তান-বিহীন,
কিছুতে না সুখ, দুখে যাপিতাম দিন।

ভক্তিভাবে, পূত মনে, করি সংযমন,
আরাধিনু বিশ্বমাতা সাবিত্রী-চরণ।
পূজনে প্রসন্না দেবী মোরে আশিষিলা,—
'লভিবে দুহিতা এক।' সময়ে জন্মিলা
দেবীর প্রসাদে এই তনয়া-রতন।
যতনে এ দুহিতারে করিনু পালন।
সাবিত্রী দেবীর বরে এ সুতা জনিত,
তাই সে 'সাবিত্রী' নাম করিনু বাচিত।
সাজাইনু ধর্ম্ম, জ্ঞান বিবিধ ভূষণে,
মেধাবিনী সুতা কত শিখিলা যতনে।
নীরস জীবন মোর সরস হইল,
শুষ্ক তরুবর পুনঃ রসে মঞ্জরিল।
লভিয়া দুহিতা-ধন, আনন্দ অপার,
সুখ-পরিপূর্ণ দেখি সকল সংসার।
কিশোরী বয়স্থা এবে, করিলাম পণ—
সুপাত্রে সঁপিয়া, করি সফল জীবন।
কত নরপতি-পুত্র পরিণয়-আশে
আসিলা আশ্বাস-মনে আমার এ বাসে।
সাবিত্রী করিলা মোরে অতি বিষাদিত,
না হইল কোন জন সুতা-মনোনীত।
অবশেষে দিনু ভার তনয়া-উপর—
'আপনি অন্বেষো বৎসে! মনোমত বর।'

এই মাত্র আসি, মম জীবনসহায়,
সখী-মুখে, জানাইলা নিজ-অভিপ্রায়।
সত্যবান নাম নাকি, তপোবনে বাস,
তাহারে বরিতে সুতা করিয়াছে আশ।
কোন কুল জাত সেই, কিবা গুণ ধরে,
না জানি বিশেষ, মম উদ্বেগ অন্তরে।
জীবন-তরুর ফুল জীবনের ধন
কেমনে অজ্ঞাত জনে করি সমর্পণ।
ভাস্কর-অয়ন-সম হলো মোর চিত,
কভু অগ্রসর, কভু হয় নিবারিত।
সংশয়িত চিত মোর, কি করি উপায়,
শুভক্ষণে দেব-ঋষে! পাইনু তোমায়।
হে সর্ব্বজ্ঞ ঋষে! তব কিবা অবিজ্ঞাত,
কৃপা করি, বল মোরে কোন্ বংশজাত
সেই সত্যবান? কেন বাস তপোবনে?
রূপ, গুণ, জ্ঞান কিবা আছে সেই জনে।"
"শুন মদ্ররাজ! আজি" বলে তপোধন
"হইলাম প্রীত, হেরি দুহিতা-রতন
তব; যেন জ্যোতিষ্মতী জগত-উজলা
মণিদীপ-শিখা। কিম্বা অতি মধুরলা
জীবন-কনক-লতা তব এ ভবনে
উজলে, নয়ন রমে স্নিগ্ধ দরশনে।

অথবা অপূর্ব্ব তব সংসার-প্রসূন,
সুর-পারিজাত যার শত গুনে ঊন।
বিশেষতঃ জ্ঞান-রত্নে ভূষিত, বিনীত
হেরিয়া, পাইনু প্রীতি, পুলকে পূরিত।
কোমল পদার্থ যদি মৃদু গুণ ধরে,
স্বর্ণে যেন রসাঞ্জন, জন-মন হরে;
কমলে কোমল গন্ধ, তাই মনোহর;
মৃদুল মালতী সতী লভে সমাদর।
নরপতে! তব সুতা অতি অনুপমা,
মানবী কোথায়! দেবী নহে যার সমা।
সাবিত্রী পতিত্বে যারে করেছে মনন,
নিগূঢ় তাহার তত্ত্ব করহ শ্রবণ।
" ধরা-মাঝে সুবিখ্যাত অমরা-বিশেষ
ধন-রত্ন-সমন্বিত পুণ্য শাল্বদেশ।
দ্যুমৎসেন নাম রাজা সদা ধর্ম্ম-মতি
প্রজা-হিত-অভিলাষী তার অধিপতি।
চিরশান্তি অধিকারে, আনন্দ অপার,
রাজ্য সুশাসিত সদা, নাহি অত্যাচার।
কাল বশে শাল্ব পতি, দুর্দ্দৈব-অধীন,
হারাইলা নেত্র রত্ন—অন্ধ দৃষ্টি-হীন।
লোভান্ধ বিপক্ষ-দল দুষ্ট পাপাশয়
বিষম দুর্গতি করে, পাইয়া সময়।

পরাক্রমে রাজ্য ধন কাড়িয়া লইল,
শাল্ব-পতি হীন-গতি, পামর বসিল
রাজ-সিংহাসনে; যথা দুর্দ্দান্ত দানব
বসিলা অমরাসনে, জিনিয়া বাসব;
মানব-অন্তরে, কিম্বা, ধর্ম্ম তরু নাশি,
বহে যথা মহা-বেগ পাপ-স্রোতো-রাশি;
দ্যুমৎসেন শান্ত-মতি, অক্ষোভিত মনে,
পশিলা, মহিষী সহ, বিজন গহনে।
তপোবনে তপোরত পল্লব-কুটীরে,
যাপিছেন সুখে কাল শতদ্রুর তীরে।
পিতৃ-ভক্ত সুত এক আছে তাঁর সহ,
কায়মনে সে তরুণ সেবে অহরহঃ
জনক জননী-পদ; সেই সত্যবান্,
করিলা সাবিত্রী তারে মনে মনোদান।

সাবিত্রী উৎসুক ভাবে নারদ-বচন
নিস্পন্দ, শ্রবণ পাতি, করিলা শ্রবণ—;
যথা স্থির করি কর্ণ, অন্তর-আহ্লাদে
ময়ূরী শ্রবণ করে জলধর-নাদে।
এবে রাজবালা অতি অধীর পরাণী,
শুভ কি অশুভ পিতা না জানি কি বাণী
প্রকাশেন আজি, ভাবি হইলা কাতর,
প্রতীক্ষায় রহে বালা জনক-উত্তর।

মদ্রপতি ঋষিবরে করে নিবেদন ;—
" জিজ্ঞাসি আপনে জ্ঞানিবর তপোধন!
আজি জ্ঞান-শূন্য আমি বিবেক-রহিত,
বুঝিতে নারিনু এবে—হিত কি অহিত
সত্যবানে সমর্পণ দুহিতা-রতনে।
কি কর্ত্তব্য বল, ঋষে! কৃপাবলোকনে।"
শুনি মুনিবর করে নয়ন মুদিত,
দেখে জ্ঞান-নেত্রে, রহে ক্ষণেক স্তম্ভিত ;
প্রশান্ত সুস্থির যথা নির্ব্বাত পুষ্কর।
কম্পিত তরাসে আহা! সাবিত্রী-অন্তর,
ঋষিপানে চাহে বালা কাতর-নয়ন,
না জানি প্রকাশে কিবা অশুভ বচন।
মৃদুল গম্ভীর স্বরে ঋষিরাজ বলে ;—
" দেখিনু বিতর্কি মহারাজ! দিব্য বলে—
ছাড় এ বাসনা, সত্যবানে পরিহর,
সে জনে দুহিতা-দান নহে ক্ষেমঙ্কর।
সাবিত্রীর শিরে যেন বজ্র নিপতিত,
হতাশ, চেতনা-শূন্য, মস্তক ঘূর্ণিত,
শতধা হইয়া যেন বিদরে হৃদয়,
জড়প্রায় হতবাক্, স্পন্দহীন রয়।
" সত্যবানে কিবা দোষ?" বলে নরপতি
" বিদ্যাবান নহে সেকি? নাহি ধর্ম্মে মতি?

দয়া, সরলতা, ক্ষমা, বিনয়-ভূষণ
নাহি কি তাহার? নহে প্রিয়-দরশন?
সত্যবাদী নহে সে কি, নহে সংযমিত?
ঈশ্বরে কি ভক্তি প্রেম নহে সংস্থাপিত?
অজেয় বিক্রমে বলে সে যুবা কি নয়?
জন-হিতে রত নহে, উদার-আশয়?
বল ঋষিবর! করি দয়া-বিতরণ,
শুনিতে আমার অতি ব্যাকুলিত মন।”

বলে ঋষি —“ নাহি কোন দোষ বিদ্যমান
সত্যবানে। বৃহস্পতি সম জ্ঞানবান্
সে যুবা; আচরি সদা ধর্ম্ম-আচরণ,
জিনিয়াছে কত কত তপোবৃদ্ধ জন।
দয়ার সাগর, অতি সরল-অন্তর,
সারল্যেতে পরাভূত স্ফটিক-অন্তর।
সুবিনয়ে, ক্ষমাগুণে বনবাসী জনে
সত্যবানে বশীভূত প্রণয়-বন্ধনে।
সার্থক তাহার নাম—সদা সত্যে মতি।
জিনিয়াছে রিপু দমে কত ঋষি-যতি।
ধরাতলে তার সম নাহি রূপবান্,
অশ্বিনী-কুমার নহে তাহার সমান।
তার সম বলে বলী নাহিক ধরায়,
বিপুল বিক্রম বলে তারকারি প্রায়।

পর-হিতে রত যুবা সদা প্রাণপণে,
সতত উদ্যত অন্যে সুখ বিতরণে।
ভগবত্-প্রেমে মগ্ন যুবক হৃদয়,
অসার সংসার-সুখে অনুরক্ত নয়।
সত্যবান সম নর নাহি ভূমণ্ডলে।
সত্যবানে যত গুণ, কার সাধ্য বলে।"
নরপতি বলে;—"তবে কেন তপোধন!
সত্যবানে সুতাদান কর নিবারণ?
বলিলা যেরূপ ঋষে! সেই সত্যবান
অসামান্য জন, তারে দুহিতা প্রদান
ভাগ্য করি মানি আমি। যার পুণ্য বল
সেই লভে সত্যবান সাধু সুনির্ম্মল।
এই পরিণয়ে কেন না হবে কুশল,
কি বাধা, কি দোষ প্রভু! প্রকাশিয়া বল।"
সাবিত্রী প্রফুল্ল-মুখী পিতার উত্তরে,
আশার সঞ্চার অল্প, হুতাশ অন্তরে।
কিন্তু নারদেরে চাহি সভয় হৃদয়,
কাল-বাণী পুন কিবা হইবে উদয়।
বলে ঋষি;—"নর-শ্রেষ্ঠ সত্য সত্যবান,
কিন্তু সব গুণ এক দোষেতে নির্ব্বাণ।
আজি হতে বর্ষ-অন্তে, নিদারুণ যম
কাড়ি লবে অন্ধ-যষ্টি পুত্র প্রিয়তম।

সে বৃদ্ধ-দম্পতি শোকে লুঠিবে ধূলায়;
বিহগ কাতর যথা ভাঙ্গিলে কুলায়।
পরিলা যে তারা ধরা ললাটে আদরে,
কিরীটে অমূল্য মণি রাজ্ঞী যথা পরে;
সে তারা খসিবে আশু, জগত আঁধার;
ভাসিবে বিষাদ-হ্রদে সকল সংসার।
মদ্রপতি! সত্যবানে যদি সমর্পিতা,
অকালে বিধবা তব হইবে দুহিতা,
এ সুতা-বল্লরী তব জীবন-তোষিণী
অসময়ে খর তাপে হইবে মলিনী।
হরিয়া জীবনাধিক মহামূল্য নিধি,
সরলা সরল-প্রাণে ব্যথা দিবে বিধি।
তাহে কি হইবে সুখী তোমার অন্তর,
ভাসিবে দুখের নীরে তুমি নিরন্তর।
সে কারণ সত্যবানে করিতে অর্পণ
প্রাণাধিক সুতা নৃপ! করি নিবারণ।"

অশ্বপতি বিষাদিত, নীরব সকলে।
ক্ষণ চিন্তি মহারাজ সাবিত্রীরে বলে;
"শুনিলে সকল বাছা! মোর বাণী ধর—
ত্যজ এ বাসনা, সত্যবানে পরিহর।
জানি [illegible]নি, কেমনে মা! ফেলিব তোমারে—
[illegible]ানে, জনক হয়ে, দুখ পারাবারে।

কেমনে বল মা! তোমা, থাকিতে জীবন,
অল্প-আয়ুঃ সত্যবানে করি সমর্পণ।
পরাণ-পুতলী তুমি ভরসা জীবনে,
পুড়িবে বৈধব্যানলে, সহিব কেমনে।
সত্যবান-আশা আর করোনা অন্তরে,
বরণীয় নহে সেই, বরো অন্য বরে।"

শুনি বালা ক্ষণকাল অধোমুখে রয়
নীরবে, জানিনা হৃদে কি ভাব উদয়।
ক্ষণে মুখ উন্নমিত, জ্বলিল নয়ন,
অভিনব তেজে এবে ভাতিল বদন।
বিতত ললাট-ফল, অধর-স্ফুরণে,
চিরলজ্জা পরিহরি, প্রগল্ভ-বচনে
উত্তরিলা বালা ;—' শুন সভাসদ জন!
পিতঃ গুরুতম! পূজ্য-পদ তপোধন!
আজি বহু দিন আমি সেই সত্যবানে
করিয়াছি দৃঢ় পণ মম পাণি-দানে।
মানসে সেজন মম হয়েছে বরিত,
সত্যবান বিনা অন্যে সাবিত্রীর চিত
কদাচ আসক্ত নহে। সংক্ষিপ্ত-জীবন
যদ্যপি সে সত্যবান, তথাপি কখন
বরিবনা অন্যে। সত্যবান মোর পতি,
সত্যবান ধ্যান মম, সত্যবান গতি।

সত্যবানে প্রাণ মন করিনু প্রদান,
পাইব পরম প্রীতি, সেবি সত্যবান :
সাবিত্রীর চিত নাহি চায় রাজ্য ধন,
সদা অভিলাষী সত্যবানের চরণ।
অভাগিনী—ভাগ্য দোষে বিধাতা নিদয়
যদি মোর পতি-ধন বলে কাড়ি লয়,
সহিব সে জ্বালা আমি স্থির করি মন,
তপস্বিনী ভাবে সুখে যাপিব জীবন
পতি দেব-আরাধনে। সেই সাধু-মতি
সত্যবান ধর্ম্মমত হইয়াছে পতি।
মনে মনে মনোদান যথার্থ বিধান,
সামাজিক রীতি মাত্র প্রকাশ্যে প্রদান।
তারে তেজি, এবে যদি বরি অন্য জন,
পতিত হইব, মম নরকে গমন।
ধর্ম্ম! দেবগণ! সাক্ষী সবে অন্তর্যামী—
সত্যবানে ছাড়ি, যদি বরি অন্যে আমি,
কিম্বা মন্দভাবে যদি হেরি অন্য জনে,
মানসে অথবা কভু অজ্ঞান স্বপনে
সাবিত্রী পুরুষ-পরে করে অভিলাষ—
দিও মোরে চির ঘোর নরকে নিবাস।
অসতী বলিয়া যেন ঘোষে ত্রিসংসার,
পাপীয়সী-মুখ কেহ নাহি দেখে আর।

মোর ভার ধরা যেন না করে ধারণ,
আর যেন শ্বাস-বায়ু না দেয় পবন।
সর্ব্ব-দাহী বহ্নি যেন প্রচণ্ড জ্বলনে
অধমারে ভস্ম শেষ করে সেইক্ষণে।
তৃষ্ণা-তাপ-হারি বারি জীবের জীবন
কভু এ পাপিনী-তৃষা না করে বারণ।
গগন আমারে আর নাহি দিও স্থান।
গুরুজন যেন মোরে নহে কৃপাবান্।
সত্যবানে যদি মনে দিই অন্তরাল,
সর্ব্ব-দেব! মোর প্রতি হইও করাল।
"সত্যবানে ভুলিতে কি আমার অন্তর
পারে কভু? সত্যবান জাগে নিরন্তর
মোর হৃদে। এই পাণি, বিনা সত্যবান
দেব কি গন্ধর্ব্ব, কারে না করিব দান।
এ কর-পল্লব মম, অতি সযতনে,
সত্যবান পতি-দেব-পঙ্কজ-চরণে
উদ্যত সেবিতে সদা। এই মম মন
সত্যবান-শুভ-আশা করিবে কামন।
এ জড় শরীর মম অধীন সে জনে,
সাধিব তাহার প্রীতি সদা কায়মনে।
একান্ত লভিতে যদি সে পতি-রতনে
সাধে বিধি বাদ, তবে অকাতর-মনে

সাবিত্রী কৌমার-ব্রত করিবে ধারণ;
মানসে সে সত্যবানে যাবৎ জীবন
আরাধিব সুখে, অন্যে কভু না বরিব।
এবে অন্যে পাণি-দানে নরকে ডুবিব।
ক্ষমো অপরাধ পিতঃ! ধরি তব পায়,
অভাগী বিমুখ আজি জনক-আজ্ঞায়।
চিরপদানত আমি জনক-কিঙ্করী,
সতত আদেশ তব মস্তকেতে ধরি।
আজি ধর্ম্ম-নাশ ভয়ে করিনু হেলন
অলঙ্ঘ্য পিতার আজ্ঞা। এই স্থির পণ—
ধর্ম্ম সহ যাহে মম হইবে বিরোধ,
কভু না করিব তাহা, কোন অনুরোধ
না মানিব।" বলি বালা সরল-হৃদয়,
শ্বাসি দীর্ঘ, মৌনবতী নতমুখে রয়।
শুনি সভাসদ সবে বিস্ময় মানিলা,
অবাক্ চিত্রিত মত নীরব রহিলা।
সাবিত্রীর ভাব দেখি নারদ সুমতি
বিস্মিত পুলক-পূর্ণ। মদ্র-অধিপতি
চিন্তার সাগরে মগ্ন, বিষাদে অধীর
অন্তর, বিধেয় কিবা নাহি হয় স্থির।
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস, রাজা বহুক্ষণ পরে
জিজ্ঞাসে নারদে দুখে বাষ্পাকুলস্বরে;—

"বিহিত কি? জ্ঞানিবর! এ যে ঘোর দায়,
বিষম সংশয় আজি, কি করি উপায়।
প্রসন্ন হৃদয় মোর হইল ব্যাকুল;
ব্যাধ-আক্রমণে যথা অতি সমাকুল
সুশান্ত বিপিন। ছিনু সুখে চিরদিন,
ছিল না বেদনা অন্য, যবে পুত্র-হীন।
কেন লোকে ব্যগ্র এত সন্ততির তরে?
সন্তানে কি ফললাভ, কি সুখ অন্তরে?
চিরদিন কত ক্লেশ অপত্য-কারণ
সহে পিতা মাতা— কভু না যায় কথন।
অন্তর কাতর মোর সাবিত্রীর পণে,
কেমনে সঁপিব আমি আয়ুহীন জনে
প্রাণাধিক সুতা মম জীবন-জীবন;
অমূল্য রতনে কেবা দেয় বিসর্জ্জন
গভীর সাগরে? হায়! আমি কোন্-প্রাণে
সাধিব বৈধব্য দশা, দিয়ে সত্যবানে,
দুহিতার। শুকাইবে নয়ন-রঞ্জিনী
অকালে মালতী তাপে হইয়া মলিনী।
কেমনে জনক-প্রাণ সহিবে এ জ্বালা,
স্ব ইচ্ছায় পরিব কি বিষময়ী মালা।
এ সম্বন্ধে কোন মতে চিত নাহি যায়,
কিন্তু আজি হেরি ঘোর দৃঢ় ব্যবসায়

সাবিত্রীর, চিত মম অতি বিষাদিত।
হুতাশিলে তনয়ারে, পাছে বিপরীত
ঘটে. কি সঙ্কট আজি, কৃপা করি বল
কি কর্ত্তব্য ? ঋষে! কিসে ঘটিবে মঙ্গল ?,
" শুন মহারাজ!" বলে বিধাতৃ-নন্দন,
" অটল সাবিত্রী চিত, অতি দৃঢ় পণ।
কে পারে ফিরাতে বল সাবিত্রীর মন,
জগতে তেমন কোন নাহি প্রলোভন।
অসাধ্য-সাধনে যদি থাকে কার বল,
বশী যতি জনে করে বিষয়ে চঞ্চল
বিবিধ লোভনে। যদি ধার্ম্মিক-প্রবর
পঙ্কিল অধর্ম্ম-নীর-পানে অগ্রসর,
তেজি চির-আস্বাদিত অতি সুবিমল
সুপবিত্র শান্তি-প্রদ পুণ্য-সরোজল।
যদি চন্দ্র সূর্য্য আর না ভাতে গগনে,
যদি বজ্রধর ক্ষান্ত বারি-বরিষণে।
তথাপি সাবিত্রী-মন অচল অটল,
যথা বাতে অকম্পিত উত্তুঙ্গ অচল।
দৃঢ়-মতি সুতা তব কোন প্রলোভনে
ভুলি বরিবে না অন্যে, লয় মোর মনে।
ধর্ম্ম-ভাবে পরিপূর্ণ সাবিত্রীর চিত,
ত্রিসংসারে হেন নারী না হয় লক্ষিত।

সাবিত্রীর মন দেখি যথা দৃঢ়-ব্রত,
সত্যবান হতে কভু না হবে বিরত।
মদ্র-রাজ! কর বলে অন্যবিধ যদি,
ঘটিবে বিভ্রাট, তাহে দুখ নিরবধি।
সাবিত্রী কনক-লতা অপূর্ব্ব-রূপিনী,
সত্যবান-তরু-অঙ্গে পরম শোভিনী।
অন্য মহীরুহে বলে করিলে যোজন,
শুকাবে সে লতা তাপে মলিন-বরণ।

" মম অভিলাষ—ভূপ! কর সমর্পণ
সত্যবানে সুবিধানে দুহিতা-রতন।
দীর্ঘায়ু হউক যুবা, আপদ-সকল
যা'ক দূরে, শিব-দাতা করুন মঙ্গল।
অবশ্য বিধাতা ইথে হবে অনুকূল,
উজলিবে গুণে বালা পতি-পিতৃ-কুল।
এ অপূর্ব্ব মৃণালিনী সুবর্ণ-বরণ
ভাসাতে কি দুখার্ণবে করেছে সৃজন
বিধি? এ অমূল্য মণি——সুধাংশু-মলিন
ধূলায় লুটিবে কি গো হয়ে আভা-হীন।
সাবিত্রী নৃপতে! এই দুহিতা তোমার
বিশ্ব-শিল্পী বিধাতার সৃষ্ট-বস্তু-সার ;
করিতে অসার, মরি! হেন সার ধনে
হইবে কি সাধ কভু সে ধাতার মনে?

শিল্পী যদি সযতনে করে বিরচিত
অপূর্ব্ব মুকুট——মণি-হীরক-খচিত,
বাসে কি সে কারু কভু রাখিতে আঁধারে
সে কিরীটে—আভা-হীন মলিন আকারে :
বাসনা সতত তার—রতন-রুচির
মুকুটে উজলে সদা নরপতি-শির।
চির সুখে সাবিত্রীরে রাখিবেন বিধি,
সাবিত্রী তাঁহার অতি আদরের নিধি।
বিলম্বে কি ফল নৃপ! আনহ সত্বরে
সত্যবানে, নিজ সুতা দেও তার করে।"
"যথা আজ্ঞা ঋষিবর!" বলে মদ্রপতি
"ধরিনু মস্তকে আমি তব অনুমতি।
এখনি প্রেরিব বনে দ্রুত-গতি দূতে,
আনাইব নগালয়ে দ্যুমৎসেন-সুতে।
সুখে অকুণ্ঠিত-মনে করিব প্রদান
সত্যবানে আত্মজারে জীবন সমান।"
সাধক নামেতে দূত—নিপুণ সাধনে,
আহ্বানিলা মহীপতি পাঠাইতে বনে।
বন্দি কর-যোড়ে আগে দাঁড়ায় সাধক,
যথা দেব-অগ্রে ভক্তি-বিনম্র সাধক।
"সাধক! আদেশ শুন" বলে মদ্রপতি
"যাও তপোবনে, যথা করেন বসতি

দ্যুমৎসেন রাজ-ঋষি, মিলি ঋষিগণে।
জানায়ে প্রণতি মোর রাজর্ষি-চরণে,
নিবেদিবে এই;—'আজি মদ্র-অধিপতি
রাজ-ঋষে! তব পাশে. করিয়া বিনতি,
মাগে এক ভিক্ষা। করি করুণা প্রকাশ,
পূরাও বদান্যবর! এ জনের আশ—
এক মাত্র কন্যা মোর হৃদয়ের ধন,
শান্ত মতি সুতা মম নয়ন-অঞ্জন,
রতন-প্রদীপ মোর জগত-উজলা,
অনুপম রূপে বালা পূর্ণ শশি কলা,
সাবিত্রী সে দুহিতায় করিতে অর্পণ
তব সুত সত্যবানে. করেছি মনন।
এ সম্বন্ধে রাজ-ঋষে! কর অনুমতি,
সবিনয়ে এই ভিক্ষা যাচে অশ্বপতি।'
হে সাধক দূত! ইথে করিলে সম্মতি
তপোধন; সমাদরে আন দ্রুতগতি
এ ভবনে দ্যুমৎসেন সহ সত্যবান।
না কর বিলম্ব, ত্বরা করহ প্রয়াণ।"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া দূত করিলা গমন:
সচিব, সভাস্থ সবে প্রফুল্লিত মন॥

সাবিত্রীচরিত—দূত প্রেরণ।
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

আশ্রম-কুটীরে—চির শান্তির আকরে
শান্ত-চেতাঃ দ্যুমৎসেন কুশাসন-পরে
সমাসীন ; চারি দিকে মুনি ঋষিগণ.
এক-চিতে করে সবে তত্ত্ব আলাপন।
পাশে তাঁর শৈব্যা দেবী—ধর্ম্মসহায়িনী
অভেদ-অন্তর পত্নী নিয়ত সঙ্গিনী.
সম্পদে মহিষী, আজি তপস্বিনী বনে,
সদাই প্রফুল্ল-চিত পতির সেবনে ;
ধর্ম্মমতি যুধিষ্ঠিরে দ্বৈতবনে যথা
সেবিলা দ্রৌপদী সুখে সতী পতি-রতা।
সম্মুখে বিনয়-নত সুত সত্যবান—
সদা গুরু-আজ্ঞাবহ অতি শ্রদ্ধাবান।

ভকতি-বিভায় (যেন তপন-কিরণ)
বিকসিত তরুণের সরোজ-বদন।
মহাতপাঃ বিজ্ঞতম গৌতম প্রবীণ
শুনাইছে ধর্ম্ম-কথা—স্বতন্ত্র আসীন।
স্থির-মতি শাল্ব পতি, পুত্র, ঋষিগণ
ভক্তিযোগে একমনে করিছে শ্রবণ।
এমন সময়ে তথা আসি উত্তরিল
সাধক, তাপসে নমি, বিনয়ে বন্দিল
রাজ-ঋষি-পদ। দাঁড়াইল নত-মুখ
নীরবে। শুধিলা এক তাপস প্রমুখ;—
"কে তুমি হে বিদেশীয়! কোন দেশে বাস,
কেন আগমন হেথা, কিবা অভিলাষ?"
সাধক বলিলা—" আমি দূত বার্ত্তাহর,
প্রেরিয়াছে মোরে অশ্ব-পতি মদ্রেশ্বর।
সবিনয়ে মোর প্রভু করিলা বন্দন
রাজর্ষি-চরণে, পুন আছে নিবেদন।"
শাল্বপতি সম্ভাষিলা বিহিত আদরে,
সত্যবান কুশাসন যোগায় সত্বরে।
দ্যুমৎসেন বলে—" দূত! কর শ্রান্তি শেষ,
পরে, যে বা নিবেদন, শুনিব বিশেষ।"
দূত-আগমনে সত্যবান চমকিত,
গুরু গুরু করে হিয়া নয়ন স্ফারিত।

ক্ষণপরে রাজ-ঋষি বলে মৃদু হাসি ;—
"বল দূতবর ! মম চিত অভিলাষী
শুনিতে তোমার এবে প্রভু নিবেদন।"
সত্যবান অধীরিলা অতি ব্যগ্র মন।
সাধক বিনীত দূত, যুড়ি দুই কর,
" শুন মহামতে !' বলি করিলা উত্তর
" এই নিবেদন—'আজি মদ্র-অধিপতি
রাজ-ঋষে ! তব পাশে, করিয়া বিনতি,
মাগে এক ভিক্ষা। করি করুণা প্রকাশ,
পূরাও বদান্যবর ! এ জনের আশ—
এক মাত্র কন্যা মোর হৃদয়ের ধন,
শান্ত-মতি সুতা মম নয়ন-অঞ্জন,
রতন- প্রদীপ মোর জগত-উজলা,
অনুপম রূপে বালা পূর্ণ-শশি-কলা,
সাবিত্রী সে দুহিতায় করিতে অর্পণ—
তব সুত সত্যবানে, করেছি মনন।
এ সম্বন্ধে, রাজ-ঋষে! কর অনুমতি,
সবিনয়ে এই ভিক্ষা যাচে অশ্বপতি।'
এই ত আদেশ মম প্রভুর কথিত
জানাইনু, কর এবে যে হয় বিহিত।"
শিহরিল সত্যবান, অতীব বিস্মিত,
স্বপন, কি সত্য ইহা না হয় নির্ণীত।

"এ কি অপরূপ!" যুবা ভাবে মনে মনে
"দরিদ্রের মনোরথ সফল কেমনে?
লভিবে কি, হায়! সেই দুর্লভ রতন
সাবিত্রী রমণী, দীন বনবাসী জন।
কে সাধিল এ কুশল, কে ইহার মূল,
অকিঞ্চনে কেন এত বিধি অনুকূল।
অসাধ্য-সাধন হেন কে ঘটাতে পারে
সে বিশ্ব-ঘটক বিনা, ধন্য বিধাতারে।"
এ শুভ-সম্বাদে যত মুনি ঋষিগণ
প্রফুল্ল-অন্তর সবে আনন্দে মগন।
শাল্বপতি শুনি বাণী ফেলে নেত্র-বারি,
আনন্দে কি খেদে অশ্রু বলিতে না পারি।
উত্তরিলা দ্যুমৎসেন গদ-গদ-স্বর;—
"এ যে অসম্ভব কথা ওহে দূতবর!
অশ্বপতি নরপতি অধিপ ভুবনে,
অতুল প্রতাপ যশে, ধনেশ্বর ধনে।
আমি দীন বন-বাসী অতি অভাজন,
মোর সহ বৈবাহিক-সম্বন্ধ-বন্ধন
সাজিবে কি তাঁর? এ যে অপরূপ কথা;
মৃগরাজ করে কোথা শশকে মিত্রতা?
কেমনে মহীপ বল করিবে অর্পণ
দীন সত্যবানে নিজ দুহিতা-রতন।

সাবিত্রী নৃপতি-সুতা ভুবন-পালিনী
কেমনে হইবে হায়! দরিদ্র-সেবিনী ;
প্রবল-তরঙ্গা গঙ্গা ছাড়ি রত্নাকরে,
পড়ে কি হে দূতবর! কভু ক্ষুদ্র সরে।
মদ্রপতি আজি মোর কিনিলা জীবন,
মোর সুতে সুতাদান নহে সাধারণ
দয়া তাঁর, গুণান্বিতা সুতা অকাতরে
সঁপিবে ঔদার্য্যে নিজ বনবাসি-করে।
হেন বদান্যতা কভু না হেরে জগত্—
দরিদ্রে দিবেন তিনি অমরা-সম্পত্।
সত্যবানে করে স্নেহ, নাহি ত্রিসংসারে
হেন জন ; কি সৌভাগ্য মদ্রপতি তারে
দিবেন আত্মজা নিজ বহু সমাদরে,
এত দয়া এ জগতে কেবা মোরে করে।
হইনু কৃতজ্ঞ আজি মদ্রপতি পাশে।
রহিলাম চির বাঁধা উপকৃতি পাশে!
দূতবর! ইথে মোর নাহি অসম্মতি,
পাঠাইব সুতে আমি, যবে অনুমতি।"
সত্যবান, পিতৃভাব করি দরশন,
আনন্দ-নীরধি-নীরে হইলা মগন।
শৈব্যা দেবী জননীর দুঃখান্ধ নয়নে,
উপজিল আনন্দাশ্রু, হর্ষোদয় মনে।

উৎফুল্ল আননে বলে,—"ওহে দূতবর!
অগাধ সুখের জলে আজি মদ্রেশ্বর
ভাসালে মোদের ইথে। মোর সত্যবানে
অভিলাষী অশ্বপতি নিজ সুতা-দানে।
কাঙ্গালিনী-সুতে মরি! এত স্নেহ তাঁর;
রহিলাম চির ঋণী, কভু তাঁর ধার
শুধিতে নারিব মোরা। যবে অভিলাষ—
লয়ে যাও সত্যবানে মদ্রপতি-বাস।"

সাধক সাধক সম করিয়া বিনতি,
বলে,—"রাজ-ঋষে! যদি আছয়ে সম্মতি
তব ইথে; তবে মোর শুন নিবেদন—
মম প্রতি মদ্ররাজ নিদেশ-বচন
আছে এই,—তপোধন! আপনা সহিতে
মদ্র-পুরে সত্যবানে লইয়া যাইতে।
আনিয়াছি স্বর্ণ-রথ মনোরথ-গতি,
পুত্র সহ চল ত্বরা, এ মোর মিনতি।"

দ্যুমৎসেন শুনি বাণী, আকুল-হৃদয়,
ভাসি অশ্রুনীরে, বাষ্পাকুল স্বরে কয়,—
"দূতবর! আজি মোর বিষাদ হরষে।
পুত্র-পরিণয়ে আমি মগ্ন সুখ-রসে;
কিন্তু আজি দীন হীন, বঞ্চিত স্বজনে,
রাজ্য-ধন-ভ্রষ্ট আমি, বাস তপোবনে।

হায়! ধিক্ মোরে, মম বৃথায় জীবন,
পুত্র-পরিণয়ে দান ধর্ম্ম-আচরণ
কি পারি সাধিতে আমি, কি সাধ্য আমার ;
বিদরে হৃদয় আজি, বিষাদ অপার।
সুতের মঙ্গল-কার্য্যে আমি নিঃসম্বল,
বৃথায় জনক আমি, বাঁচায় কি ফল।
কোন্ লাজে লোক মাঝে দেখাব বদন,
না যাইবে সভা মাঝে দরিদ্র যে জন।
যাইতে অশক্ত আমি, শুন অভিপ্রায়—
প্রশস্ত অন্তরে দূত! দিলাম বিদায়
সত্যবানে পরিণয়ে। যাও দ্রুতগতি
লয়ে মোর সুতে। মম জানা'ও প্রণতি
উদারাত্মা মহামতি মদ্র-অধীশ্বরে
আর কৃতজ্ঞতা। সঁপিলাম তব করে
অন্ধের জীবন-যষ্টি অমূল্য রতনে ;
যথা রাজা দশরথ গাধির নন্দনে
রাম অভিরাম সুত করিলা অর্পণ।
নিরাপদে সুখে দূত! করহ গমন।
আঁধারি কুটীর মম, আঁধারি হৃদয়ে,
চলিলে হে দূত! আজি সত্যবানে লয়ে।
সত্যবান বিনা মোর শূন্য তপোবন,
মুমূর্ষু-জীবনে মোর অমৃত-সিঞ্চন

সত্যবান। আজি আমি দিলাম বিদায়
সে ধনে তোমার সাথে। আনিয়ে ত্বরায়
পুনঃ মোর সত্যবানে দিবে দূতবর!
তৃষিত চাতক সম, রহিনু কাতর।”
“যে আজ্ঞা” বলিয়া দূত করিল উত্তর
একান্ত যাইতে যদি নহে অগ্রসর
স্বতোদ্বাহে চিত। তবে করহ প্রেরণ
সত্যবানে, দ্রুত মোরা করিব গমন
মদ্র-পুরে, উৎকণ্ঠিত এবে মদ্রপতি।
আশঙ্কা না কর মনে রহ স্থিরমতি।
পুন সত্যবানে তব জীবন-সম্বলে
আনিব ত্বরায় নিরাপদে সুমঙ্গলে।”
সত্যবানে চাহি পুন বলিলা বচন,—
“সত্বর কুমার! চল, কর আয়োজন।”
শাল্বপতি সত্যবানে করিলা আদেশ,
ধরিলা তরুণ যথাযোগ্য বর-বেশ।
সাজিলা সুন্দর যুবা হৃদয়-হরণ;
বৈদেহী-বরণে যথা বৈদেহী-রমণ।
তাপস তাপসী পদে অতি শ্রদ্ধাবান
করিলা প্রণাম আগে সাধু সত্যবান।
জনক জননী-পদ লজ্জা নত-মুখ
করিয়া বন্দন, যুবা বিদায়-উন্মুখ।

জননী তখন কোলে লয়ে সত্যবান,
আদরে বদন চুম্বি করে শিরোঘ্রাণ।
স্নেহে গলি, করে ধরি সুতের বদন,
গদ গদ স্বরে মাতা বলিলা বচন,—
"ওরে যাদুমণি! আজি সাজি কি কারণ
দূরদেশে সত্যবান! করিছ গমন?
কুটীরে রহিনু মোরা পথ নিরখিয়া,
যুড়াইবে প্রাণ বাছা! ত্বরায় ফিরিয়া।
জরাজীর্ণ পিতা মাতা নিরবলম্বন
রহিল অরণ্যে, মনে করিবে স্মরণ।
ভুলিও না সত্যবান! পৌর প্রলোভনে,
রহিনু আমরা হেথা হারায়ে জীবনে।"
লাজে অধোমুখ, ধীরে করিলা উত্তর
সত্যবান,—"জননি গো! চিন্তা পরিহর;
চলিলাম মাতঃ! তব আনিতে কিঙ্করী।
পুনঃ প্রণমিব মোরা, আসি ত্বরা করি,
পাদপদ্মে তোমাদের। দেহ মা! বিদায়,
কুশলে ফিরিব তব চরণ-কৃপায়।"
শ্বাসি দীর্ঘ শ্বাস, মাতা নীরব রহিলা
ক্ষণকাল। রোদন-নয়নে উত্তরিলা,—
"এ তোর বচনে বুক যায় রে বিদরি—
'চলিলাম মাতঃ! তব আনিতে কিঙ্করী'

আজি ক্ষোভে মনস্তাপে। ওরে বাছা ধন!
এ শুভ সময়ে মোর নাহি ধন জন।
স্বরাজ্যে বঞ্চিত মোরা, অরণ্যে নিবাস,
আছি কাঙ্গালের বেশে পরি চীর-বাস,
জীবন ধারণ করি খেয়ে ফল মূল।
হেন দৈন্য-কালে হায়! বিধি অনুকূল—
ঘটাইল আজি বাছা! তব পরিণয়।
এ সময়ে সর্ব্বস্বান্ত, আকুল হৃদয়।
এ মঙ্গল-কার্য্যে তব মঙ্গল-আচার
সাধিতে অশক্ত মোরা, বিষাদ অপার।
এ দুখ কি সহে বাপ! মায়ের পরাণে?
যেন কে হৃদয়ে মোর শত শেল হানে।
সাবিত্রী তোমারে বাছা! করিলে বরণ,
ইথে যে আমার আরো আকুলিত মন।
ভূপাল-নন্দিনী সে যে ভুবন-পালিকা,
কেমনে হইবে হায়! দরিদ্র-সেবিকা।
চির সুখে রত বালা প্রাসাদ-বাসিনী,
কেমনে বাসিবে বনে কুটীর-শায়িনী!
দ্বিগুণ জ্বলিল আজি হৃদে দুখানল,
নয়নে বরিষে মোর বেগে অশ্রুজল।"

তাপস তাপসী সবে বলিলা বচন,—
"কেন গো মা! শাল্বেশ্বরি! বৃথায় রোদন?

আজি সুমঙ্গলে কেন কর অমঙ্গল?
সম্বর মনের খেদ, মুছ আঁখি-জল।
দেহ গো বিদায় আজি সুপ্রশস্ত মনে
সত্যবানে, নৃপ-বালা সাবিত্রী-বরণে।
ভাবনা কি রাজরাণি! তোমার নন্দন
বধূ আনি, কোলে তোমা করিবে অর্পণ।
সাধিব তোমার প্রীতি আমরা সকলে,
এ সময়ে রব মোরা সত্যবান-স্থলে।

এ সব কথায় মাতা সুস্থির-অন্তর,
সুধা-মাখা স্বরে সুতে করিলা উত্তর,—
"এসো বাছা! মদ্র-পুরে করহ গমন,
থেকোনারে মায়ে ভুলে দুখিনীর ধন!
কুটীর রহিল শূন্য তোমার বিহনে,
দিলাম বিদায় আমি মম প্রাণ মনে
তব সাথে; শূন্য দেহ, শূন্য তপোবন।
ত্বরায় আসিয়ে বাছা! জুড়াও জীবন।
নিরাপদে যাও, তব হউক মঙ্গল,
দেবগণ সদা তব সাধুন কুশল।"

পুন দূতে বলে,—" দিনু সঁপি তব করে
অমূল্য রতন মোর পরশ-পাতরে;
যার স্পর্শে লৌহ সম হৃদয়-বেদন
সুখ-স্বর্ণ-রূপ ধরে, আনন্দে মগন

থাকি সদা। দূত! আজি এ অন্ধ-দম্পতি
হারালো জীবন-নড়ী। পুন দ্রুতগতি
আনি দিবে মোর, দূত! নয়ন-অঞ্জনে
জীবিত-সহায় সত্যবানে তপোবনে।"

সাধক বলিল,—"মাতঃ! দুখ পরিহর
দিব সত্যবানে তব আনিয়ে সত্বর।"
সত্যবানে বলে পুন,—"হে কুমার-বর!
বিলম্বে কি ফল আর, চলহ সত্বর।"

পুন গুরুপদ বন্দি করিলা গমন
সাধক সহিত যুবা। মুনি ঋষিগণ
উচ্চে উচ্চারিলা সবে,—'স্বস্তি স্বস্তি' বাণী!
আনন্দিত সবে, কিন্তু মায়ের পরাণী
চিন্তিত সুতের তরে; মাতৃ-স্নেহ সম
কি আছে জগতে; মায়ে সব অনুপম।

যাত্রাকালে সত্যবান লয়ে অন্তরালে
বলিলা যতনে সখিভাব ঋষি-বালে,—
"দেখো ভাই! আজি আমি যাই স্থানান্তরে,
জনক জননী রাখি এ বন-প্রান্তরে
তোমাদের কাছে। সবে তুষিবে যতনে,
জনক জননী যেন আমার বিহনে
না হন কাতর।" এত বলি সত্যবান
দূত সহ ধীরে ধীরে করিলা প্রয়াণ।

এক পদে সত্যবান অগ্রদিকে যায়,
পুন এক পদে যুবা পাছু ফিরে চায়;
বুঝি গুরুভক্তি পিছে টানিছে হৃদয়,
আবার সম্মুখে টানে সাবিত্রী-প্রণয়।
দূত সহ রথে যুবা করে আরোহণ,
চকিতে হইল রথ নেত্র-অদর্শন।
সত্যবান-আগমন-সম্বাদ-শ্রবণে
সচিব সম্ভ্রান্ত জন বর-আনয়নে,
মহা সমারোহে সবে হয় অগ্রসর।
কোলাহলে জনতায় পূরিল নগর।
পড়িল বিষম ত্বরা বর-দরশনে,
গৃহ-কায ফেলি আজ, ধায় রামাগণে।
তাড়াতাড়ি কোন বালা অপূর্ব্ব সাজিল—
নিতম্ব-ভূষণ ভ্রমে গলায় পরিল।
কোন ধনী, দর্পণেতে পঙ্কজ-বদন
দেখিয়ে, করিতেছিল বেণীনিবন্ধন,
শুনিলা সম্বাদ যাই, ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
তারাকারা ছুটে বালা আলু থালু বাসে,
রঞ্জিয়া অধর রাগে, না করি ক্ষালন,
সকলঙ্ক শশিমুখী করিলা ধাবন।
কোন ধনী; করে ধরি চরণ-বলয়,
ধায় দ্রুত, পরিবার বিলম্ব না সয়।

কেহ যায় অনাদরি প্রিয়-সম্ভাষণ।
জননীর পাছু পাছু ধায় শিশুগণ।
বালক বালিকা যত ধায় সব-আগে,
অচল অক্ষম জন চলে অনুরাগে।
এমনে অগণ্য নর ধায় বর-পানে,
সমাকীর্ণ রাজ-পথ নর আর যানে।
সম্ভ্রান্ত-কামিনী কত. কুল মান ডরে
না আসি বাহিরে, উঠে প্রাসাদ-উপরে।
শোভিল কমল-আস্যে গবাক্ষ-বিবর;
মেঘ-অন্তরালে যেন তারকা-নিকর।
সত্যবান-যান ত্বরা প্রবেশে নগরে,
রাজ-পারিষদগণ বিহিত আদরে
সম্ভাষিলা সত্যবানে। আঁখি মেলি সবে
হেরিয়ে বরের রূপ আনন্দ-অর্ণবে
হইলা মগন। জন-হৃদয়-দর্পণে
বিম্বিল বর-মূরতি, প্রবেশি নয়নে।
পুরবাসী সবাকার মোহিয়া হৃদয়,
রাজ-পুরে সত্যবান ধীরে প্রবেশয়:
যেন শৈল-রাজ-পুরে শঙ্কর মহেশ
উমা-আশে বর-বেশে করিলা প্রবেশ।
স্বতন্ত্র নির্ণীত হর্ম্মে;—অতি মনোহরে
লইলা অমাত্যদল বরে সমাদরে।

সত্যবান-আগমনে মদ্র-অধীশ্বর
পাইলা পরমানন্দ, প্রফুল্ল-অন্তর;
শুভ পরিণয়-দিন করি নির্দ্ধারণ,
রাজা, প্রজা, মুনিগণে করে নিমন্ত্রণ।
আনন্দে মাতিল পুরবাসী জন সব,
মদ্রপুরে পড়িল মঙ্গল মহোৎসব।
বাজিল তোরণে ঘোর বিবিধ বাজনা,
তুরী ভেরী কত মত না যায় গণনা।
পৌর-জন-প্রতিঘরে আনন্দ উৎসব—
কোথায় মৃদঙ্গ বাজে গভীর-আরব,
অম্বরে গরজে যেন ঘোর জলধর।
কোন ঘরে বাজে সুখে বীণা সপ্তস্বর।
পণব মধুর-রব বাজে উভরোলে।
গায়িকা রসিকা কভু সুমধুর বোলে
বীণার ঝঙ্কারে মিশি সুধা বরষিছে।
গায়ক তম্বুরা সহ মধুর গাইছে।
করিয়া ইতর জন মৌল-মধু পান,
মর্দ্দল বাজায়ে পথে করে গ্রাম্য গান।
মাতিল নগর-রাজসুতা-পরিণয়ে,
বিপুল আনন্দ আজি সবার হৃদয়ে।
সাবিত্রী-বিবাহ-ফুল বিকসিত প্রায়,
সাজি পুরনারী আজি রাজপুরে ধায়।

সাবিত্রী-সঙ্গিনী-দল তরুণী ষোড়শী
(ভূতলে চাঁদের মালা পড়িল রে খসি !)
সম্ভ্রান্ত কামিনী কত, সচিব-কুমারী
সবে উপনীত আজি যত কুল-নারী।
পুলক-প্রফুল্ল সবে করে নানা রঙ্গ,
রঞ্জিল কুঙ্কুম-রাগে সবাকার অঙ্গ ;
বিমল সুবর্ণে যেন লাগিল রসান,
অথবা মন্মথ-শরে দিল খর শাণ।
মালবী মহিষী তোষে আদরে সবারে,
নিয়োজিলা রামাগণে নানা কর্ম্মভারে।
সাবিত্রীরে লয়ে সবে অতি সযতনে
যথাবিধি অধিবাসে পতিবত্নী জনে।
পাতিল মঙ্গল-ঘট, মঙ্গল-বন্ধন,
শঙ্খ-নাদে পূরে নভঃ সীমন্তিনীগণ।
সাবিত্রী-কোমল-অঙ্গে কুঙ্কুম-লেপন ;
পবিত্র তীর্থের জলে করে নিষেচন।
পুনঃ অঙ্গ-রাগে অঙ্গ করিল উজ্জ্বল ;
আজি বিধাতার সৃষ্টি-চপলা বিফল।
যতনে পরায় রক্ত-ভাস কৌষ বাস ;
লোহিত বারিদ মাঝে সৌদামিনী-হাস।
মলয়জ চন্দনাদি মঙ্গল-সাধনে
সাজায় আনন্দে সবে কৌতুক-নয়নে।

ভাতিল চন্দন-বিন্দু সাবিত্রী-কপালে ;
উজলে ইল্বলা যথা মৃগশিরা-ভালে।
তদুপরি আভা দিল সিন্দূরের বিন্দু ;
একাধারে সমুদিত যেন রবি ইন্দু।
হেন মতে সাজাইলা শোভায় অশেষ,
ধরিলা সাবিত্রী এবে পতিম্বরা-বেশ।
সখীরে হেরিয়া, এক প্রগল্ভা কামিনী
কৌতুক-বচনে বলে মৃদুল হাসিনী,—
" আয় প্রভাবতি! তোরে আয় লো সাজাই,
অন্য এক বন্য বরে করিব জামাই।
এক সঙ্গে তোরে আজি করিব প্রদান,
ভাল হবে ইথে তোর, ঘটিবে কল্যাণ।
বাল-সখী হবে তোর চির সহচরী,
সুখে রবি দুই জনে হয়ে বনচরী।
কিম্বা আর অন্যবরে কিবা প্রয়োজন,
সুখ-দুঃখ-ভাগী তুই সাবিত্রী-স্বজন,
সঙ্গিনীর পতিসুখে বসাইবি ভাগ,
সম-ভাব সদা তোরা না হবে বিরাগ।"
স্মিত-বিকসিত সখী লাজে অধোমুখ
বলে,—" ঠাকুরানি! কেন এতেক কৌতুক ?
বরেণ্য বর কি কভু মিলে না সে বনে ?
অমূল্য রতন থাকে আকরে নির্জ্জনে,

বিহঙ্গম-রাজ চিত্র-বর্ণ শিখি-বর,
না মিলে নগরে তারে, সে যে বনচর।
সখী-সুখে সুখী আমি, সখী-দুখে দুখী,
প্রাণসখী-পতিলাভে অবশ্যই সুখী
হইবে অন্তর মোর। কিন্তু কত জন
বসাইতে বর-ভাগ করিবে যতন,
সুবাদে শাশুড়ী কত বাসক-ভবনে
কি ঘৃণা! করিবে কেলি আজি বর-সনে।”

অস্ত গেল সুখে দিবা, আইল শর্ব্বরী
অসিত-বসনা, গলে তার-হার পরি।
পরিপূর্ণ বর-সভা নিমন্ত্রিত-গণে,
রাজন্য, সম্ভ্রান্ত জন মহার্হ আসনে
বসিলেন; সভাস্থলী হইল উজ্জ্বল;
ধরণী-মণ্ডলে যেন চন্দ্রমো-মণ্ডল।
ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ শোভে রতন-খচিত,
উজলা মৌক্তিক মালা তাহে বিলম্বিত।
অপূর্ব্ব আলোকে সভা শোভিত ধবল;
রজনী না অনুমানি, দিবা নিরমল।

শুভক্ষণে সভাস্থলে নৃপতি-আদেশে
আনিলা অমাত্যগণ উজ্জ্বলিত-বেশে
সত্যবানে। নমি ধীরে মুনি ঋষিগণে,
বসিলা বিনীত বর নির্ণীত আসনে।

বর-রূপ-মধুরিমা হেরি সভাজন
বিস্ময়-উৎফুল্ল-মুখে, সফল নয়ন।
যবনিকা-অন্তরালে যত কুল-নারী
মোহিত-নয়ন-মন বরেরে নেহারি।
বন্দিগণ সমস্বরে সুমধুর তানে
রঞ্জিলা সবার মন কুল-গাথা-গানে।
তর্কের তরঙ্গে মাতে তার্কিকের দল,
শ্রোতৃ-বর্গ আনন্দিত, বাড়ে কুতূহল।
অশ্বপতি আনাইলা সাবিত্রী নন্দিনী
সভা মাঝে সালঙ্কৃতা ভুবন-মোহিনী।
বিভাসিত সভাস্থলী সাবিত্রী-আলোকে;
ভাতে সভা দেব-বালা যথা সুর-লোকে।
গল-লগ্ন-বাসে ভক্তিযোগে নরপতি,
সভাস্থ সবার পাশে লয়ে অনুমতি,
যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদানে
সম্প্রদিলা সাবিত্রীরে বর সত্যবানে;
জনক রাজর্ষি যথা বিহিত আদরে
সঁপিলা দুহিতা সীতা রাম গুণাকরে।
শঙ্খধ্বনি অন্তঃপুরে করে রামাগণ,
উলু উলু দেয়, যেন মুরলি-নিঃস্বন।
বাজনার ঘোর রোল পুরিল গগন,
অপার আনন্দে সবে হইলা মগন।

নাচিল নর্ত্তকীদল, গায়ক গাইল,
উৎসব-প্রবাহ মদ্রপুরী ভাসাইল।
কুল-বধূ-কুল ভাসি কৌতুক-তরঙ্গে
বাসক-ভবনে বর বধূ লয় রঙ্গে।
মদ্রপতি আহ্লাদিত, সুখে অকাতরে
বিতরিলা ধন রাশি দরিদ্র নিকরে।
বিহিত আদরে নৃপ নানা উপচারে
মুনি, ঋষি, রাজা, প্রজা তোষে সবাকারে।
মঙ্গল-উৎসবে মগ্ন পুরবাসী লোক
অবিরত, যেন নিত্য-সুখ স্বর্গলোক।
শ্বশুর-মন্দিরে সুখে বাসে সত্যবান,
ভূতলে কি অমরায় নহে অনুমান।
এক দিন একাসনে সাবিত্রী-ভবনে
আসীন সাবিত্রী সত্যবান দুই জনে।
যুগলে অতুল শোভা, অনুমান হয়
রোহিণী সহিত ভূমে চাঁদের উদয়,
কিম্বা অনুমানি আজি নর-লীলা-তরে
শচী শচীপতি ইন্দ্র ধরায় বিহরে।
সত্যবান-চিত ভাসে আনন্দ-অর্ণবে।
লাজে মুকুলিত-নেত্রা সাবিত্রী নীরবে
বিনম্র-বদনে রহে, মরি কি শোভন!
কুল-বালা-মাধুর্য্য এ অতি অতুলন।

মৃদু-ভাষে সাবিত্রীরে বলে সত্যবান,—
"প্রিয়ে! কৃতার্থিলে মোরে, করি পাণি-দান।
বিপিনে হেরিয়া তব সুধাংশু-বদনে,
বীত-রাগ চিত মোর, জানি না কেমনে,
জনমের মত তব অধীন হইল;
নিরাশ অন্তরে কত আশা সঞ্চারিল।
মনে মনে মন প্রাণ সঁপিনু তোমায়,
নিশি দিন যাপিতাম তোমার চিন্তায়।
মোহন মূরতি তব হৃদয় মাঝারে
জাগিত সতত মোর উজ্জ্বল-আকারে।
যে দিকে যখন আমি মেলিনু নয়ন,
দেখিনু কেবল তব কমল-বদন।
কিন্তু তুমি রাজ-বালা, আমি বনবাসী,
অবাধ্য অন্তর মোর হয়ে অভিলাষী
দুর্লভ বস্তুতে; মম বিষাদ বাড়িল,
জীবন-ধারণে ভার বিষম হইল।
যদি না পূরিত এবে এজন-আশয়,
বুঝি এত দিনে মোর জীবন-সংশয়।
এবে পাণিদানে প্রিয়ে! প্রাণদান দিলে,
মুমূর্ষু জীবনে মোর সুধা বরষিলে।
তুমি নৃপসুতা ধন্যা, দীন হীন আমি,
কোন রূপে নহি তব অনুরূপ স্বামী।—"

লাজে নতমুখী সতী পতিরে উত্তরে,—
"ক্ষান্ত হও, নাথ! আর সহে না অন্তরে।
প্রিয়তম! তব বাক্যে ব্যথিত পরাণী,
কি বলিলে নাথ! এ যে নিদারুণ বাণী—
'তুমি নৃপসুতা ধন্যা, দীন হীন আমি,
কোন রূপে নহি তব অনুরূপ স্বামী।'
আর না বলিও নাথ! কভু হেন কথা,
বাজিল হৃদয়ে আজি বাজসম ব্যথা।
তুমি নাথ! কিসে হীন? কেন তব চিত
আপনারে ঘৃণে? তুমি সম্পদে বঞ্চিত
কেবল; তাহে কি ক্ষতি? অতিতুচ্ছ গণে
সাবিত্রী-অন্তর ছার বিভব রতনে।
যে ধনে আদরে সদা সাবিত্রী-হৃদয়,
সেই ধনে ধনী তুমি জেনেছি নিশ্চয়।
শত শত রাজসুতে করি অনাদর,
অসামান্য জ্ঞানে নাথ! আমার অন্তর
করিলা তোমার করে আত্ম-সমর্পণ;
দেবসম গণে তোমা মোর নেত্র মন।"

সত্যবান বলে, ভাসি সুখের সাগরে,—
"প্রিয়ে! আজি মোর হৃদে আনন্দ না ধরে।
তোমা হেন নারী-রত্ন অতুল সংসারে,
পাইনু অসীম প্রীতি লভিয়া তোমারে।

স্ত্রীজনে এমন ভাব না হয় লক্ষিত,
বামা-দলে নাহি এত সারবান্ চিত।
রমণীর শিরোমণি প্রধানা সবার,
রাখিব হৃদয়ে তোমা করি কণ্ঠ-হার।
সাগর-মেখলা প্রিয়ে! লভিতাম ধরা
যদি, কিম্বা পারিজাত-শোভিনী অমরা,
তথাপি না উপজিত সুতৃপ্তি এমন,
তোমারে লভিয়া যথা আনন্দিত মন।
কিন্তু এক নিদারুণ দুখোদয় মনে,
তোমা হেন নারী-ধনে বিহিত যতনে
রাখিতে নারিব আমি; বিষাদ বিষম।
তুমি সর্ব্ব ধন্যা, রূপ গুণে অনুপম,
কেমনে সাধিব তব অরণ্যেতে বাস!
কেমনে কোমল অঙ্গে দিব চীর বাস!
যে মণি নৃপতি-শিরে কিরীট-শোভন,
হায়! কোন প্রাণে তারে দিব বিসর্জ্জন
আবর্জনামাঝে ঘোর অন্ধতম স্থানে।
সহে কি সতীর দুখ পতির পরাণে।"

সতী বলে,—"কেন নাথ! ক্ষোভ অকারণ
প্রস্তুত অরণ্য-বাসে সাবিত্রীর মন।
বিষয়-বাসনা কভু সাবিত্রী না বাসে,
সমভাব মোর রাজ-পুরে, বন-বাসে।

ভোগ-সুখে মোর চিত নহে উল্লসিত,
নাহি ক্ষোভ কিছু মাত্র হইলে বঞ্চিত।
একমাত্র সুখ-আশা এবে মোর মনে—
লভিব পরম প্রীতি তোমার সেবনে।
হে নাথ! জীবিত-নাথ! দাসী তপোবনে
পাবে স্বর্গ-সুখ সেবি পঙ্কজ-চরণে
তব। স্নিগ্ধ তরুতলে তোমা সহ বাসে
তুচ্ছিব নৃপতি-সিংহাসন অনায়াসে।
চীর-বাস পরি, নাথ! কুটীর-নিবাসে,
ঘৃণিব প্রাসাদ, রত্ন-ভাস নীল বাসে।
পতি সহ যথা তথা করুক বসতি,
সুখ-স্থান স্বর্গ সম গণিবেক সতী।
তব সহচরী বনে কেন হবে দুখ,
সাবিত্রী লভিবে তাহে অনুপম সুখ।
নাথ! আমি এক মাত্র বস্তু-ভিখারিণী—
যেন চির-প্রেম তব লভে এ অধীনী।
যদি হৃদি-তরু মম পায় প্রীতি-রস
সদা তব, ফলে ফুলে থাকিবে সরস।"
সত্যবান বলে,—"শুন জীবিত-ঈশ্বরি!
সাধিব তোমার প্রীতি প্রাণ পণ করি।
তুমি মোর প্রাণধন, হৃদয়-বাসিনী,
সুখে কিম্বা দুখে মম নিয়ত সঙ্গিনী।

অভিন্ন মিলিল দুই আত্মা প্রীতি-রসে ;
মিলে দুই স্বর্ণ যথা উত্তাপ-পরশে।
তব সুখ-দুঃখ-ভাগী সদা সত্যবান,
আজীবন তবাধীন মম মন প্রাণ।
প্রিয়ে ! তব সুখ আমি সাধিব নিয়ত,
প্রীতি-সম্পাদন তব মোর চিরব্রত।"

নবীন দম্পতি করে প্রেম আলাপন
হেন ভাবে। সত্যবান উৎকণ্ঠিত-মন
হইলা সহসা ; সতী আকুল-বচনে
বলে,—"নাথ। কেন হেরি ও বিধু-বদনে
বিষাদে মলিন ? যেন ঘেরা জলধরে।
বল বল প্রাণনাথ ! কিভাব অন্তরে।"

দীর্ঘশ্বাস তেজি যুবা বলে ধীরে ধীরে,—
"প্রিয়ে ! বহুদিন অন্ধ পিতা, জননীরে,
অরণ্য মাঝারে ফেলি অনন্য সহায়,
আসি ভুলি আছি আমি নিশ্চিন্ত হেথায়।
না জানি বিরহে মোর আছেন কেমন,
আজি এই চিন্তা মম ব্যাকুলিছে মন।
জরাজীর্ণ গুরুজন পুত্রগত-প্রাণ,
পাশরিয়া আছি আমি নিষ্ঠুর সন্তান।
কাঁদিয়া উঠিছে আজি পরাণ আমার,
মোরে না হেরিয়া বুঝি দুখ অনিবার

হতেছে তাঁদের ; কিম্বা কোন অমঙ্গল
ঘটেছে, না হলে চিত কেন এ বিকল।"
সাবিত্রী বলিলা "নাথ ! না গণ প্রমাদ,
অবশ্য কুশলী তাঁরা, ছাড় এ বিষাদ।
তব অদর্শনে তাঁরা অবশ্য দুঃখিত,
ফিরিবে ত্বরায় তুমি জানিয়া নিশ্চিত,
সুস্থির আছেন মনে, না করি ভাবনা।
বিশেষতঃ মুনি জনে দিতেছে সান্ত্বনা।"
সত্যবান বলে "প্রিয়ে হইনু কাতর,
প্রবোধ না মানে কোন আজি এ অন্তর।
গুরুদরশনে আমি যাইব ত্বরায়,
অস্থির হইনু, প্রিয়ে দেও হে বিদায়।
আর যদি দুঃখ-ভাগ নিতে সাধ মনে,
তবে ত্বরা চল প্রিয়ে ! মোর সাথে বনে"।
সতী বলে "নাথ ! মোর গমনে সংশয়
কি আছে ? তোমার সহ যাইব নিশ্চয়।
কেমনে তোমায় ছাড়ি, রব একাকিনী ;
কোশলে ছিলা কি সতী জনক-নন্দিনী
ছাড়ি প্রিয়পতি রামে, যবে বনবাস।
কি সুখ আমারে দিবে প্রাসাদ-নিবাস ?
চল নাথ ! তব সহ যাই তপোবনে,
রব চিরদিন সুখে সেবি গুরুজনে।"

সাবিত্রীচরিত—পরিণয়

চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

প্রভাবতী সাবিত্রীরে খুঁজি নানা স্থানে,
না হেরি কোথায়, চলে প্রমোদ-উদ্যানে।
কেলি-গৃহ, সরোবর, আর কুঞ্জবন,
কোন স্থলে না পাইলা সখী-অন্বেষণ।
অবশেষে নেহারিলা নিভৃত নির্জনে—
সাবিত্রী কাঁদিছে বসি বিষণ্ণ-বদনে;
যেন বিলাপিনী সীতা করিছে রোদন
বনে, যবে রঘুনাথ করিলা বর্জন।
প্রভাবতী হেরি ভাব, বিস্ময়-চকিত,
সভয়ে সাবিত্রী-পাশে যাইলা ত্বরিত।
সাবিত্রী সখীরে হেরি, বাষ্পরুদ্ধস্বরে
"এসো সই! বসো" বলি বসায় আদরে।

প্রভাবতী বলে সই! কি দেখি আবার!
পুন কি বিষাদ হৃদে হইল তোমার?
আবার ঝরিছে কেন তব আঁখি-জল?
কাঁদে কি বালক পেলে আকাঙ্ক্ষিত ফল।
কেন উমা কাঁদে আজি হিমাচল-ঘরে,
লভি চির আরাধিত যোগিবর বরে।
বল বল প্রাণ সই! বল কি কারণ—
কেন এ বিষাদ পুন, কেনগো রোদন?"
সাবিত্রী বলিলা "সই! জান না কি তুমি—
প্রভাতে আমরা কালি যাব বনভূমি।
পিতা মোর ইথে বড় ব্যথিত-অন্তর,
ঝুরিছে মায়ের আঁখি দুখে নিরন্তর।
আমি মাত্র সবে ধন, নয়নের তারা,
কেমনে ধরিবে প্রাণ হয়ে মোরে হারা।
সদাই প্রফুল্ল-মুখ আনন্দে মগন
হইতেন মা আমার হেরিয়া বদন।
আজি মুখ পানে চাহি, জননী আমার
ম্লান-মুখ, অশ্রুজল বহে অনিবার।
যাঁদের কৃপায় ধরা হেরিনু নয়নে,
প্রাণাধিক ভাবি যাঁরা পালিলা যতনে,
ভাসায়ে বিষাদজলে হেন গুরুজনে,
কাটি প্রেম-ডোর; বনে যাইব কেমনে

হায়! বিধি রমণীর কি বিধি করিলা!
কেন পালকেরে ছাড়ি পলায় কোকিলা।"
প্রভাবতী বলে "সই বৃথা এ ভাবনা,
চিরকাল ঘটিতেছে এ হেন ঘটনা।
যখন জননী সুতা প্রসব করিল,
তনয়া-বিয়োগ-দুখ তখনি সঞ্চিল।
ধাতার নিয়ম এই চলে চিরদিন,—
যৌবনে রমণী জন পরের অধীন।
বৃথা কেন কাঁদ সই, প্রবোধ মানহ ;
সহিতে হইবে মায়ে তোমার বিরহ।"
রাজবালা বলে "সই! সত্য সে সকল,
কিন্তু জননীর আমি একই সম্বল।
আর পুত্র কন্যা নাই, সান্ত্বনা যে করে ;
কেমনে ছাড়িব মায়ে, হৃদয় বিদরে।
ক্ষণমাত্র না দেখিলে জননী আমার
দুখে আকুলিত হন, দেখেন আঁধার ;
কেমনে, সে মায়ে সই! করিয়া পাতন
চির-বিরহেতে, বনে করিব গমন ?
যাইব শুনিয়া মাতা আকুল-অন্তর,
না জানি গমনে মোর কতই কাতর
হইবেন মা আমার। কি নিষ্ঠুর আমি,
না হেরি সে দুখ, হবো নাথ-অনুগামী।

কিরূপে মা বিদায়িবে জীবনের ধনে,
স্নেহময়ী মায়ে আমি ছাড়িব কেমনে।
কাঁদিবেন মোর তরে জননী যখন,
কে আছে, মায়েরে মোর করিবে সান্ত্বন।"
সখী বলে "প্রাণসই! কাঁদিলে কি হবে।
সংসারে এ শোক দুখ সহ্য করে সবে।
কিন্তু চিরদিন কারো এ দুখ না রয়,
কালের ঘূর্ণিত চক্রে সব পায় ক্ষয়।
তোমার বিরহ-ব্যথা জননী-অন্তরে
থাকিবে না চির কাল, যাইবে অন্তরে।
তুমিও সময়ে সই! পাশরি এ দুখে,
নাথ সহ চিরদিন কাটাইবে সুখে।"
সতী বলে "সই! মোর হৃদয় পাষাণ,
মোর তরে ঝোরে সদা যাহার পরাণ.
কি নিষ্ঠুর আমি, হেন মায়েরে ফেলিয়া
যাইতে হইল মোরে. বিদরিছে হিয়া।
মা আমার প্রাণসম তোমা ভাল বাসে,
থাকিবে সতত সই! জননীর পাশে।
তুষিবে মায়েরে মোর সদা সাবধানে,
যেন মোর তরে দুখ না লাগে পরাণে।
দেখো দেখো সই! মোর তরে জননীর
না হয় বিষাদ. নাহি পড়ে আঁখি-নীর।

প্রাণসই! মায়ে সদা মা বলি ডাকিবে,
মধু-মাখা বোলে মোর মায়ে সান্ত্বনিবে।"
সখী বলে "যদি সই! থাকি এ ভবনে,
তোষিব, সেবিব মায়ে সদা প্রাণপণে।
কিন্তু প্রাণসই! আমি ছাড়িয়া তোমারে,
কেমনে রহিব এই গৃহ-কারাগারে।
প্রাণসখি! আমি তব নিয়ত সঙ্গিনী,
যাইতে নারিবে মোরে ফেলি একাকিনী।
আমি দেহ তুমি প্রাণ ছাড়া কভু নয়;
উভয়-মিলনে সই! সদা সুখোদয়।
মোরে তেজি যদি সখি! যাও তুমি বনে,
বিরহে তোমার আমি না জীব জীবনে;
কাড়িলে মস্তক-মণি বাঁচে কি করিণী?
তখনি জীবন ত্যজে বিষাদে নলিনী—
জীবন-জীবন যবে শোষে দিনমণি।
না জীয়ে ফণিনী হারাইলে শিরোমণি।
তোমা বিনা তুচ্ছ মোর বিষয় বিভব,
যথা তথা যাও তুমি, তব সাথে রব।"
সাবিত্রী বলিলা "সই! ছাড় এ সাহস,
কেমনে যাইবে বনে, নহ আত্মবশ।
মন্ত্রিবর পিতা তব, মোরে কৃপা করি,
থাকিতে এ ঘরে তোমা দিলা সহচরী।

এবে চলিলাম আমি দূর তপোবনে,
তুমি তাঁর আঁখি-তারা, ছাড়িবে কেমনে।
শুনিতেছি পরিণয়-পাদপ তোমার
আশু বিতরিবে ফুল অমৃত-আধার।
সচিব-প্রধান পিতা করিছে সন্ধান,
মিলিলে সুযোগ্য বর করিবে প্রদান।
কেমনেরে প্রাণসই! মোরা পরস্পর
থাকিব একত্র বিধি ঘটালে অন্তর।
কেবল পৃথক সখি! নয়নে আড়াল,
রহিলে উজ্জ্বল মোর হৃদে চিরকাল।
দেশ কাল মোদের কি করিবে প্রভেদ,
প্রেম-ডোরে বাঁধা মোরা, সতত অভেদ।
উচিত মোদের সই! ধৈরয ধরিতে,
বাহ্যিক বিরহ-দুখ হইবে সহিতে।
থাকি তপোবনে তব কুশল শ্রবণে
হইব মগন সই! সুখ-প্রস্রবণে।
থাক সখি! এবে তুমি এ পুরী মাঝারে,
ভাসাও সন্তোষ-জলে পৌর সবাকারে।"

প্রভাবতী-মুখপদ্ম ভাসে নেত্র-জলে,
বিষাদ-আকুল-স্বরে সাবিত্রীরে বলে,—
"কি বলিলে প্রাণসই! নিদারুণ বাণী,
পরিতাপে আজি মোর বিদরে পরাণী।

তোমার বিরহ সখি! সহিব কেমনে,
শূন্যময় সব তোমা না হেরি নয়নে।
তোমায় আমায় সই! হবো স্বতন্তর,
ভাবে নাই কভু হেন এ মোর অন্তর।
ছিল মোর এতাবত প্রমোদ-উন্মাদ,
ভাবি নাই পোড়া বিধি সাধিতেছে বাদ।
তোমার বিয়োগ-দুখ ঘটিবে ত্বরিত,
মোর মনে একবার নহিল উদিত।
হায়! সত্-সঙ্গ হেন পাইব কাহার,
ধর্ম্মে অনুরাগ মোরে কে শিখাবে আর।
আর কি এমন পাবো যুড়াবার স্থল,
লভিব কাহার কাছে সুখ নিরমল!
এমন সঙ্গিনী হায়! পাইব কোথায়?
তব সমা নারী সখি! না হেরি ধরায়!
হেন সখী-রতনেরে বল কোন জন
দিতে পারে প্রাণ ধরি বনে বিসর্জ্জন?
রজনী কি ছাড়া কভু তারকা-রতনে,
অমরা কি করে ত্যাগ পারিজাত-ধনে।"
হেন ভাবে দুই জনে কতই কাঁদিলা।
সহসা কিঙ্করী এক তথা উতরিলা,
বন্দিয়া কাতরে বলে,—"কি কর হেথায়?
ঠাকুরাণি! ঘোর শোকে ফেলি আজি দায়

কাঁদিছেন দেবী এবে পড়িয়া ধূলায়,
নয়নের জলে মুখ বুক ভেসে যায়।
ডাকিছেন তোমা মাতা, ত্বরা করি চল;
শোকের আগুনে দেও সান্ত্বনার জল।"

শুনি হৃদে শোকানল দ্বিগুণ জ্বলিল,
উথলিল বহু-ধারে নয়ন-সলিল।
চলিলা সাবিত্রী ত্বরা ব্যাকুলিত মনে
অন্তঃপুরে, সখী সহ, মাতৃ-দরশনে।

দিবস যামিনী দুখে হইল যাপন,
প্রভাতে উঠিল গোল সাবিত্রী গমন।
শোক-মগ্ন রাজপুরী, সমস্ত নগর,
আবাল বনিতা সবে অতীব কাতর;
বিজয়া-দশমী দিনে যথা ধরাতল
অম্বিকা-গমনে অতি বিষাদ-বিকল।
কাঁদিছে মালবী দেবী, বিশাল লোচন
রক্তজবা-সম-ভাতি অরুণ-বরণ;
ধূলায় ধূসর অঙ্গ, যেন পাগলিনী।
রোদন আকুলা সবে কিঙ্করী, সঙ্গিনী।
সত্যবান সুসজ্জিত, চঞ্চল গমনে;
না সহে বিলম্ব, ত্বরা দেয় সখীজনে।

সারথি সাজায়ে রথ আনে পুরদ্বারে,
বালক বনিতা ধায় পুরীর মাঝারে।

সখীগণ সাবিত্রীরে সাজায় যতনে,
সাজে বালা, কিন্তু নীর বহিছে নয়নে।
নীলিম উজ্জ্বল বাস পরাইল কসি;
অনুমানি নীল মেঘে ঘেরে রাকাশশী।
অথবা শ্যামল ঘন পল্লব-নিকর
ঘেরিল কোমল স্বর্ণ-লতা-কলেবর।
মুখরাগে মুখপদ্ম সুন্দর উজলে,
সৌরকরে কমলিনী হাসে যথা জলে;
কিন্তু ধর্ম্মভাবে মাখা সাবিত্রী-বদন
শোকাশ্রু-বিন্দুতে আজি অধিক শোভন।
পরায় সতীরে সবে বিবিধ ভূষণ,
কিন্তু শোভিল না তত, সতীত্বে যেমন।
বাঁধিলা কবরী স্থূল নীল কেশ-পাশে;
যেন মেঘ ঘনীভূত পশ্চিম আকাশে।
সাজাইল সখীগণ অতীব রুচির,
সাজি বালা, অনিবার ফেলে নেত্র-নীর।
সত্যবান-ত্বরা দেখি প্রভাবতী বলে,—
"বিলম্বে কি ফল, কেন ভাসো আঁখি-জলে?
চল চল সই! কর খেদ সম্বরণ,
মহারাজ মহিষীর বন্দহ চরণ।
সকলে সম্ভাষি সই! লওরে বিদায়,
বাড়িতেছে বেলা বৃথা, চলহ ত্বরায়"

এত বলি, করে ধরি তোলে সাবিত্রীরে,
কাঁদিতে কাঁদিতে সতী চলে ধীরে ধীরে,
আগে আগে সত্যবান চলে সুসজ্জিত,
সবে মহারাজ রাজ্ঞী পাশে উপনীত।

নিরখি গমন-বেশ, পিতা অশ্বপতি
দীর্ঘল নিশ্বাস ছাড়ি, রহে ধীর-মতি।
হইল অধীর দুখে মায়ের পরাণ,
বদন-কমল নেত্র-জলে ভাসমান।
দারুণ বিষাদে মুখচ্ছবি আভাহীন ;
নীহার-জালেতে যেন চন্দ্রমা মলিন।

বন্দে আগে সত্যবান নৃপতি-চরণে,
নমিলা সাবিত্রী বালা আকুল-রোদনে।
বিষাদ-বিকৃত-স্বরে বলে অশ্বপতি,—
"শুন মা সাবিত্রী! সত্যবান সাধু-মতি!
দিব আমি তোমাদের কিবা উপদেশ,
জানিয়াছ ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ে বিশেষ,
জন্মিয়াছে চিতে দৃঢ় প্রতীতি আমার,—
সাধিবে তোমরা সদা বিহিত আচার।
নাহি উপদেশাপেক্ষা ভবাদৃশ জনে,
ভূষিত তোমরা উভে ধর্ম্ম-বিভূষণে।
এই মোর অভিলাষ,—করুন ঈশ্বর,
হর গৌরী মত, দুই জনে নিরন্তর।

থাকহ মিলিত ; সুখে হউক যাপন
চিরদিন, হও বাছা ! সুদীর্ঘ-জীবন।
আচরি আচার সাধু তোষো সব লোকে।
উজলো সকল ধরা পবিত্র-আলোকে।
এসো বাছা ! সুমঙ্গলে করহ প্রয়াণ,
দেবগণ তোমাদের সাধুন কল্যাণ।"
এত বলি মদ্র-রাজ ধরে মৌন-ভাব,
না ফোটে অন্তর-শোক, গম্ভীর-স্বভাব।
তরুণ নমিলা রাজ্ঞী-চরণ-কমল,
সাবিত্রী প্রণাম-কালে ফেলে নেত্র-জল
মাতৃ-পদে ; অরবিন্দে যেন হিম-বিন্দু।
উথলিল মালবীর ঘোর শোক-সিন্ধু।
ডুবাইল অশ্রুবেগ নেত্র-ইন্দীবরে,
বলিলা মহিষী কাঁদি আকুলিত স্বরে,—
"কোথা যাও সাবিত্রী মা ! ফেলি আজি মায়,
তুমি মোর প্রাণপাখী, কেমনে তোমায়
দিব বাছা ! ছাড়ি ; মোর পরাণ বিদরে,
বিহনে কেমনে তোমা রহিব এ ঘরে।
ওমা ! তুমি একা মোর শতচন্দ্র-মালা—
হৃদয়-আনন্দ-দায়ী এ পুরী-উজালা।
এ সোনার পুরী বাছা ! বিহনে তোমার
নিরানন্দময় হবে, মলিন আঁধার।

শুকাইবে সুখ-নদী ; বহিবে প্রবলে
দুখ-নদী বাড়ি পুর বাসি-শোকজলে।
রহিবে না তোমা বিনা পুরী মনোহর ;
শোভে কি, উড়িলে পাখী, সোণার পিঞ্জর।
আজি কি সাবিত্রী মা গো ! হয়েছো পাষাণী,
যাইবে মায়ের হৃদে শোক-শেল হানি।
ফাটে বুক দুখে আজি, কাঁদে প্রাণ মন,
ছাড়িতে তোমারে চিত করে নিবারণ।
বল মা ! আমার বল কি আছে সম্বল,
কার মুখ চাহি নিবারিব নেত্র-জল।
আর ত আমার নাই, মা বলি ডাকিতে,
ছাড়িব না বাছা ! তোরে এ প্রাণ থাকিতে।"
সাবিত্রী কাতরা অতি মায়ে প্রবোধিতে
করে সাধ, কি বলিবে না যোগায় চিতে।
বহে নেত্র-জল, মুখে বাক্য নাহি সরে ;
শোকাবেগ যেন আসি কণ্ঠরোধ করে।
জননী তনয়া দুখে কাঁদে দুই জনে,
ভাসে ধরাতল অশ্রুবারি বরিষণে।
বয়োবৃদ্ধা পুর-নারী প্রবোধি রাণীরে,
বলিলা "মহিষি ! কেন ভাসো আঁখি নীরে ;
মুছ জল, ছাড় শোক, বাঁধহ হৃদয় ;
কন্যাবতী সকলেই হেন দুখ সয়।

তোমা বলি নয় শুধু, সহে সব মায় ;
বাড়ে বেলা, সাবিত্রীরে করগো বিদায়।"
বিষাদে মহিষী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল ;
শোকাবেগ নাসা-পথে বুঝি উথলিল।
নীরবে জননী কাঁদে, ভেসে যায় বুক ,
ফুলি ফুলি রাজবালা কাঁদে নত-মুখ।
মহিষীর মৌন ভাবে বুঝিয়া সম্মতি,
" চল সই ! আর কেন ?" বলি প্রভাবতী
করে ধরি সাবিত্রীরে তোলে সযতনে,
বিবশা বালারে করে উদ্যত গমনে।
সুতাস গমনোন্মুখী দেখিয়া জননী,
দ্রুতগতি সাবিত্রীরে ধরিলা অমনি ;
যথা বনে সিংহ-শিশু লয় কেহ হরি,
দূর হতে শাবকীরে ধরে মৃগেশ্বরী।
বাঁধি ভুজ-পাশে রাণী হৃদি মাঝে ধরে ;
শারিকায় রাখে যেন সুবর্ণ-পিঞ্জরে।
করে মাতা চাঁদ-মুখে সস্নেহ চুম্বন,
ভাষায় নয়ন-নীরে তনয়া-বদন।
কাঁদে রাণী "সাবিত্রী মা ! যাইবে কোথায়,
দুখ-পারাবারে আজি ডুবাইয়া মায়।
কেমনে মা ! তোরে আমি করিব বিদায়
' এসো ' বাণী বাহিরিতে প্রাণ বাহিরায়।

ননীর পুতলি তুমি, সোহাগের ধন,
কেমনে মা ! বনে তোমা দিব বিসর্জ্জন !
সুকুমারী তুমি মোর, সদা সুখবাসী,
কেমনে হইবে বাছা ! তপোবন-বাসী !
বুকের কলিজা মাঝে রাখিলে যে ধনে,
তবু মন তৃপ্ত নহে, আজি সে রতনে
মরি মরি কোন্ প্রাণে বনে পাঠাইব !
মা হয়ে এ দুখ আমি কেমনে সহিব।
কেমনে গহন-ক্লেশ সহিবে কুমারি !
মোর হৃদে শেল বিঁধে সহিতে সে পারি,
কুশাঙ্কুর বনে কত বাজি তব পায়
দুখ দিবে মা ! তোমারে, সবে না সে মায়।
পারি কি মা ! তোরে আমি বনে পাঠাইতে,
কে পারে অমূল্য মণি সাগরে ফেলিতে ?

সাবিত্রীরে ছাড়ি, ধরে সত্যবান-করে,
সজল-নয়নে দেবী বলিলা কাতরে,—
"কোথা যাও বাপধন ওরে সত্যবান !
অভাগিনী-হৃদে আজি বিঁধি শেল, বাণ।
সাবিত্রী জানকী মোর, তুমি রাম ধন,
আমি কি কৈকেয়ী ? বাছা ! পাঠাতেছি বন !
সোণার অযোধ্যা মোর আঁধার করিয়া
কেমনে যাইবে আজি ? ফেটে যায় হিয়া।

পুতুল পুতুলী মত তোমরা দুজন
খেলাতে এ ঘরে, মোর যুড়াতো নয়ন,
আহ্লাদে নাচিত প্রাণ, প্রফুল্ল হৃদয়,
বহিত আনন্দ-স্রোত, সব মধুময়।
নিরানন্দ-নীরে আজি ভাসায়ে সবারে,
বল বাছা সত্যবান! যাও কোথাকারে?
ঘর আলো-করা মোর মাণিক যুগলে
কোন্ প্রাণে দিব ফেলি সাগরের জলে।"
কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী অতীব অধীর,
শোকে কণ্ঠ রোধ, বাণী না হয় বাহির।
বড়ই অধৈর্য্য দেখি পুরনারী যত
বুঝাইল মহিষীরে সবে নানা মত।
ধৈরযে বাঁধিয়া হিয়া, পুন মদ্র-রাণী
উত্তরিলা সত্যবানে সুবিহিত বাণী,
"হৃদয়ের ধন বাছা শুন সত্যবান!
করিতে বিদায় মোর কেঁদে উঠে প্রাণ।
আঁধারি হৃদয় মম, আঁধারি ভবন,
নিতান্ত যাইবে যদি, এসো বাছাধন!
পরাণ-পুতলি মোর হৃদয়-রঞ্জন
এক মাত্র সুতা মম সাবিত্রী-রতন—
কণ্ঠহার করি পরি সতত যাহায়,
আজি তব করে বাপ! সঁপিনু তাহায়।

এই ভিক্ষা—সে রতনে রাখিবে যতনে,
মা আমার দুখ যেন নাহি পায় মনে।'
সত্যবান লাজে কিছু বলিতে নারিল,
কিন্তু মুখভঙ্গী তার এই প্রকাশিল,—
'সাবিত্রী আমার অতি আদরের ধন,
রাখিব যতনে তারে করি প্রাণপণ।'
বন্দিলা উভয়ে পুন মহিষী-চরণ,
আগু আগু সত্যবান করিলা গমন।
মালবী সুতায় বলে হৃদয়েতে ধরি,—
"দাঁড়া গো মা! একবার দেখি আঁখি ভরি।"
নিরখি সাবিত্রী-মুখ জননী-নয়ন
ফেলে অশ্রুধারা, যেন ধারা-বরিষণ।
এক ধারা মুছে রাণী, বহে আর ধারা,
সাবিত্রী-আনন-শশী না হয় নেহারা।
বলে,—"পোড়া বিধি! আজি কি বাদ সাধিলি,
নয়ন-রঞ্জনে মোর দেখিতে না দিলি।
নয়ন আকুল নীরে এমন সময়;
আবরিল আঁখি যেন বিধি নিরদয়।"
চাপিলা সুতায় রাণী হৃদে স্নেহ বলে,
করিলা চুম্বন মাতা বদন-কমলে।
বিলম্ব দেখিয়া সখী বলিলা রাণীরে,—
"আর কেন বৃথা মাগো! ভাসো দুখ-নীরে।

ছাড় মা! সখীরে, বেলা অধিক হইল।”
এত বলি, প্রভাবতী কাড়িয়া লইল
জননীর ক্রোড় হতে তনয়া-রতনে;
মৃগী-কোল হতে যেন শাবকীরে বনে।
ধরি সখীকর, বালা স্খলিত-চরণ,
কাঁদিতে কাঁদিতে, ধীরে করিলা গমন;
যেন শৈল-সুতা উমা, বিজয়ার সনে,
ত্যেজি গিরিপুর, চলে কৈলাস ভবনে,
কিম্বা স্রোতস্বিনী, ছাড়ি পর্ব্বত-কন্দর,
মন্থর-গমনে চলে, যথায় সাগর।
উচ্চরবে রাজ-রাণী, নারীগণ কাঁদে;
বিদরে পাষাণ সেই রোদন-নিনাদে।
আরোহিলা সত্যবান রথে দ্রুতগতি।
রথ-পার্শ্বে অশ্রুমুখী বলে প্রভাবতী,—
“দেও প্রাণ-সই! এবে বিদায় আমায়,
ছাড়িব কেমনে তোমা বুক ফেটে যায়!”
সাবিত্রী সজল-নেত্রা, আধ আধ বাণী,
বলে “প্রাণ-সখি! আজি বিদরে পরাণী।
তুমি মোর চিরসখী, একই জীবন,
কোন্ প্রাণে ত্যেজি তোমা, যাবো দূরবন।
তোমার বিরহ সই! সহিব কেমনে,
আর না পাইব হেন সঙ্গিনী-রতনে।

আর না শুনিব তব মধুর বচন,
আর না হেরিতে পাবো ও বিধু-বদন।
হৃদয় হুতাশ, মুখে বাণী না যোয়ায়,
আজি বিধি ভেদ সাধে তোমায় আমায়।
" যে দরিদ্রগণে আমি দিতাম আহার,
দিনু আজি তব করে তাহাদের ভার;
সযতনে সে সবারে করিবে পালন,
তারা সবে মোর অতি আদরের ধন।
যে অনাথ শিশু ডাকে মা বলি আমারে,
পাঠালয়ে রীতিমত শিখাইবে তারে।
জননীর কাছে মোর নিয়ত থাকিবে,
সুমধুর ভাষে সই! মায়ে প্রবোধিবে।
আচরিবে প্রিয়াচার সতত সবার।
নিয়ত পাঠাবে মোরে শুভ সমাচার;
পাইবারে তব পত্র সদা মোর সাধ,
বিশেষতঃ জননীর কুশল সম্বাদ।
বাসনা——সুপাত্রে তুমি হইয়া সঙ্গত,
আনন্দ-সাগরে সই! ভাসো অবিরত।"
প্রভাবতী বলে খেদে বাষ্পাকুল-আঁখি,—
" আজি বিধি হরে লয় মোর প্রাণপাখী,
মধুমাখা বোল যার অতি মনোহর,
উড়ে যায় আজি বনে আঁধারি পিঞ্জর

কাটি প্রেম-ডোর ; মোর আকুল হৃদয়,
এ হত-ভাগীর ভাগ্যে বিধি নিরদয়।
আজি অপহৃত মোর হৃদয়-রতন,
যাহার বিরহে দেহে না রবে জীবন।
যা হয় কপালে, সই! কাঁদিব না আর,
দেও আলিঙ্গন, বেলা বাড়িছে তোমার।"
এত বলি সাবিত্রীরে গাঢ় আলিঙ্গিলা,
বিলাপিনী দুই সখী কতই কাঁদিলা।
প্রভাবতী বলে পুন,—"মুছ নেত্র-জল,
চল সখি! রথ-অশ্ব হয়েছে চঞ্চল।"
সখী-অবলম্বা বালা ভাসি অশ্রুনীরে,
আরোহিলী সতী রথোপরে ধীরে ধীরে।
সঙ্কেতিলা তুরঙ্গমে সুদক্ষ সারথি,
সচেতন সম, যান ধরে ধীরগতি।
রাজরাণী, প্রভাবতী, পুরনারীগণ
সজল-নয়নে রথ করে বিলোকন।
দীন দুঃখী চারিদিকে কাঁদে উভরায়,—
"দুখহরা মা মোদের আজি কোথা যায়!
কোথা যাও অন্নপূর্ণা! ফেলিয়ে কাঙ্গালে?
দাঁড়াবো মা! কার কাছে মোরা ক্ষুধাকালে!
দুখের কাহিনী মাগো! কে শুনিবে আর,
যতনে ঘুচাবে ও মা! কেবা দুখ ভার?

আমাদের প্রতি তুমি কতই যতন
করিতে মা! মা বাপেও করেনি তেমন।
কি পোড়া অদৃষ্ট! ফেলে যায় হেন মাতা,
না জানি কতই দুখ লিখেছে বিধাতা।”
সে দীন-রোদনে বালা অতীব কাতর,
দু-নয়নে বারি-ধারা বহে দরদর।
দেখিতে দেখিতে, রথ চক্ষুর নিমেষে
অতিক্রমি পৌর ভূমি, অরণ্যে প্রবেশে।
বিষাদে কুটীরে হেথা কাঁদিছে মহিষী
সন্তান-বিরহে; প্রবোধিছে মুনি ঋষি।
হেনকালে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ঋষিবাল-দলে
কুটীরে ধাইয়া, বলে নিশ্বাস-প্রবলে,—
“আসিছে মহিষি! তব হৃদয়-রঞ্জন
সত্যবান বধূসাথে, আলো করি বন।”
ভাসিল সকলে শুনি আনন্দ-সাগরে,
সনীর শৈব্যার মুখ প্রফুল্লতা ধরে;
প্রভাতে যেমতি ভাতে হিমাক্ত কমল।
উঠিল প্রমোদ-গোল, সকলে চঞ্চল,
ধায় রথ পানে শিশু, বালিকা, তাপসী।
স্বর্ণ-রথ, সবাকার নয়ন বিলাস,
আসিল আশ্রমে ক্রমে। উজলিল বন
বর-বধূ-রূপে; যেন উদিল তপন

ছায়া দেবী সহ আজি অরুণ-বিমানে।
সবে বিমোহিত রূপে, কতই বাখানে।
আইল তাপসী, ভাসি সুখ-পারাবারে,
লইবারে বর বধূ মঙ্গল-আচারে।
রথ হতে সত্যবান ভূমিতে নামিল,
কোলে করি ঋষি-বালা বধূরে লইল।
মুনি-পত্নী-কোলে বধূ, সে শোভা কি কব;
স্বর্ণ-লতা কোলে যেন প্রবাল-পল্লব।
অপরা তাপসী এক আগে আগে চলে,
দিয়া বারি-ধারা পথে কমণ্ডলু-জলে।
পিছে পিছে নতমুখে ধায় সত্যবান,
তার পাছু বধূ লয়ে করিলা প্রয়াণ।
আর বালা সুরঙ্গিণী, মুখরিয়া বন
শঙ্খ রবে, পাছু পাছু করিলা গমন।
হেন মতে বর বধূ উতরি ভবনে,
নমিলা তাপসে, আর ঋষিপত্নীগণে।
পুন বধূ সহ যুবা করিলা বন্দন
ভকতি সহিত পিতৃ-জননী-চরণ।
করিলা আশিষ সবে বিহিত বিধানে
নব বধূ সাবিত্রীরে আর সত্যবানে।
সাবিত্রী- অতুল-আভা উজলে কুটীর;
প্রাসাদ মলিন ইথে রতন-রুচির।

স্নেহময়ী শৈব্যাদেবী পরম আদরে
পুত্র-বধূ সাবিত্রীরে লয় কোলে করে।
কোলে বধূ, নেত্রে নীর ধারা-বরিষণ,
আনন্দে, কি খেদে, বুঝ ভাবুক যে জন।
নীরবে জননী অবিরত দীর্ঘশ্বাসে।
হেরি হেন ভাব, কোন তাপসী জিজ্ঞাসে,—
"কেন মা মহিষি! আজি কর অমঙ্গল?
কোলে নব বধূ, কেন ফেলো আঁখি-জল!
পাইলে সোণার বধূ, ঘর-আলো করা,
দেখিলে যুড়ায় চক্ষু, অতি মনোহরা।
এ সুখদ দিনে দেবি! সম্বর বিলাপ,
বহিলে মলয়-বায়ু বাড়ে কার তাপ!"
"সত্য আজি সুখ-দিবা" বলে শৈব্যারাণী
"তথাপি বিষাদে মোর কাঁদিছে পরাণী।
পেয়ে বধূ, সুখে আমি ভাসিব কেমনে,
বসাতে নারিনু আজি রাজ-সিংহাসনে
প্রাণের বধূরে মোর, আমি অভাগিনী।
কোথা রাজ-বধূ হবে, কোথা কাঙ্গালিনী!
বধূ মোর রাজ-বালা কাঞ্চন-প্রতিমা,
আঁধার কুটীরে মরি! কেমনে রাখি মা!"
স্নেহ ভরে শৈব্যাদেবী করিলা ধারণ
পাণি-তলে নব বধূ-সুন্দর-আনন,

করতলে শোভিল সে বদন-মণ্ডল;
লোহিত পল্লবে যেন স্থলজ কমল।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে আকুল বচনে,—
"কেমনে মা রাজকন্যে! থাকিবে এ বনে?
থাকিতে প্রাসাদে সদা জনকের ঘরে,
লালিত পালিত তুমি কতই আদরে।
এবে মা! কেমনে তুমি রহিবে কুটীরে,
সহিবে কতেক দুখ, পরিবে মা চীরে!
শাশুড়ীর প্রাণে বাছা! সবে না এ সব।"
এত বলি কাঁদে রাণী, হইয়া নীরব।
সাবিত্রী সরলা বলে লজ্জা-মৃদুস্বরে,—
"কেন মা! ব্যাকুল তুমি এ দাসীর তরে?
বন-বাসে আমি কভু নহি মা! কাতর,
আপন ইচ্ছায় মাগো! বনে অগ্রসর।
যদি মা! তোমরা পার থাকিতে কুটীরে,
কিবা দুখ ঠাকুরাণি! তবে এ দাসীরে?
কি অসুখ মা! আমার? রবো তব পাশে,
পাইলে মায়ের কোল সবে সুখে ভাসে।
আজি মা গো! দেখি তব বিষাদ বিলাপ,
হৃদয় ব্যথিত মোর, পাইলাম তাপ।
কিসের অভাব তব, কেন দুখ মনে?
সাধিব তোমার প্রীতি মোরা প্রাণপণে।"

শুনি নব বধূ-বাণী, সকলে বিস্মিত,
ক্ষণে রূপ গুণে সবে বিমোহিত-চিত।
শৈব্যা বলে,—"কি বলিলে মধুমাখা কথা,
ভুলিনু মা! সব দুখ, দূরে গেলো ব্যথা।
তুমি মা! আমার বনে সুখ-স্পর্শ-মণি,
তোমা হেরি রবো সুখে দিবস রজনী।
জ্বলে যার ঘরে হেন মাণিক-রতন,
কি অভাব তার? সুখ-আলো সব ক্ষণ।
তুমি মা! প্রাণের বউ, পালিব আদরে,
রাখিব তোমায় বাছা! বুকের ভিতরে।"

ক্ষণ পরে ত্যজি সতী সুনীল বসন,
কোমল শরীরে করে বাকল ধারণ।
রত্ন-অলঙ্কার বালা খুলি অনাদরে,
কুশের বলয় পরে সুবলিত করে।
সে বাস ভূষণ সতী প্রফুল্লিত মনে
বিতরিলা সমাগত মুনি-পত্নী-গণে।

ধরি বালা হেন মতে তপস্বিনী-বেশ,
গৃহ-কাজে মন সতী করিলা নিবেশ।
ফল মূল সত্যবান যতনে যোগায়,
নিয়মে সাবিত্রী পত্নী বিতরে সবায়।
শাশুড়ী শ্বশুরে করে কতই যতন,
দুহিতার মত সদা সেবয়ে চরণ।

পতি সত্যবানে সতী তোষে কায়মনে,
নিয়ত যোগায় মন প্রিয় আচরণে।
অমায়িক ভাবে, আর বদান্য আচারে
বনবাসী জনে বশ করে সবাকারে।
সাবিত্রী-চরিতে সবে মানিল বিস্ময়,
হেন নারী-তারা এই প্রথম উদয়।
বুঝি বিধি, নারী-কুলে উপদেশ-দানে,
পাঠালে সাবিত্রী, সৃজি ভিন্ন উপাদানে।
নিয়ত সাধিয়া সতী পবিত্র আচার,
সমধিক স্নেহ-পাত্র হইলা সবার।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখে প্রাণ সম সদা;
পতি-হৃদে রত্ন-হার সতত প্রমদা।
বনবাসী সবে করে অতি সমাদর;
সাবিত্রী- সন্তোষে সবে বড়ই তৎপর।
আবাল বনিতা সবে করয়ে যতন—
হইতে সাবিত্রী-পাশে প্রণয়-ভাজন।
মাননীয়া সবাকার হইলেক সতী।
যুবজন করে সদা বিনয় ভকতি,
সতীত্ব-প্রভায় পূর্ণ সাবিত্রী-বদন
না পারে হেরিতে, যথা মধ্যাহ্ন-তপন।
সতীত্ব-রতন-ভাতি করিল উজ্জ্বল
পর্ণ-শালা, তরুতল, আশ্রম-মণ্ডল।

একা সতী সাবিত্রীর আগমনাবধি,
ভাসিল আনন্দে তপোবন নিরবধি ;
পুণ্যোদকা নদী যথা, আসি জনপদে,
বিতরে অতুল সুখ, বাড়ায় সম্পদে।
কুটীরে নিবাসে সতী, পিধান বাকল,
অশন কেবল বন্য কন্দ, মূল, ফল ;
তথাপি লভিলা বালা সুখ অতুলন,
রাজ-ভোগে লভে নাই কখন তেমন :
সার কথা——ধন, রত্ন, রাজ সিংহাসনে
নাহিক প্রকৃত সুখ, সুখ মাত্র মনে।
এমনে সাবিত্রী সতী গ্রাম্য উপচারে
যাপিছে আনন্দে কাল অরণ্য-মাঝারে।
কিন্তু তার মনে এক দারুণ বিষাদ—
নারদ-বচন স্মরি গণিছে প্রমাদ।
সে ঋষি-কথিত দিন গণে দিন দিন,
দিন যায়, পতিপ্রাণা বিষাদে মলিন।
কুদিন আসন্ন, হৃদে জ্বলে দুখানল,
শুকাইল হৃদিস্থিত সুখের কমল :
যথা বধ-দিন যত নিকটে ঘুনায়,
অপরাধি-হৃদয়ের শোণিত শুকায়।
দিনে দিনে সাবিত্রীর ভাবনা অপার,
মলিন শ্রী-মুখ-আভা, সুকৃশ আকার ;

বিশীর্ণ করয়ে যথা খর প্রভাকর
আরক্ত পল্লব নব জন-মনোহর।
কিন্তু মনোদুখ কারে না ফুটিল বালা,
বাহিরে প্রমোদ, হৃদে নিদারুণ জ্বালা।
দয়িত-জীবন তরে সদা চিন্তে সতী,
দেব দ্বিজগণে বালা অতি ভক্তি-মতী।
নিয়ত নিয়মবতী মঙ্গল-আচারে,
তোষে সতী মুনি জনে নানা উপচারে।
দেখিতে দেখিতে প্রায় অতীত বৎসর।
সতীর হৃদয়াকাশ-পূর্ণ-শশধর
করিবে যে দিন চির অস্তেতে গমন,
যবে সতী-চূড়ামণি দুরন্ত শমন
লবে হরি, সেই দিন অতীব আসন্ন ;
সাবিত্রী-অন্তর শোকে বিষম বিষণ্ণ।
অবশিষ্ট চারিদিন আসিতে কুক্ষণ,
সাবিত্রী কঠোর ব্রত করে আচরণ।
পতিপ্রাণা সতী, পতি-কল্যাণের আশ,
ধরিলা ত্রিরাত্র ব্রত——নিরম্বু উপাস।
পতিব্রতা সাবিত্রীর কঠিন আচার
নিরখি, মানিলা সবে অতি চমৎকার।
শ্বশুর, শাশুড়ী কত করে নিবারণ,
বারণে কাহার সতী নাহি দিলা মন।

এ কঠোরে তিন দিন হইল যাপিত,
তৃতীয় নিশায় সতী অতীষ চিন্তিত।
কালি কাল-দিবা, মনে বিষম সংশয়,
না জানি ভাগ্যের বৃক্ষে কি ফল ফলয়॥
যামিনী কতই কষ্টে হয় অবসান,
তেজিয়া শয়ন, সতী করে প্রাতঃস্নান।
নবরবি রক্তছবি উদিলে অচলে,
সাবিত্রী আহুতি দেয় প্রদীপ্ত অনলে।
করিলা অর্চ্চনা সতী অতি ভক্তি মনে
পিতৃ-পতি ধর্ম্ম-রাজ, আর দেবগণে॥
করি পতিব্রতা পূর্ব্বকৃত্য সমাপন,
মুনি, মুনি-পত্নী-গণে করিলা বন্দন,
শ্বশুর শাশুড়ী-পদে বালা প্রণমিলা;
" অবৈধব্য হোক " বলি সবে আশিষিলা॥
" তাই হোক " মনে সতী করে অঙ্গীকার
" সম্পূর্ণ কামনা সেই এ ব্রতে আমার ! "
প্রশংসিলা সাবিত্রীরে কতই সকলে।
বধূরে শাশুড়ী বলে লইয়া বিরলে —
" কুলপাবনি ! মা! এবে ব্রত সমাপিল ?
কেমনে কোমল দেহে এ দুখ সহিল !
সহে না শাশুড়ী-প্রাণে কর মা! আহার;
মরি! অনাহারে শীর্ণ শরীর বাছার॥

আহা! শুকায়েছে বাছা! এ মুখ কমল,
খাও কিছু, প্রাণ মোর হউক শীতল।”
সতী বলে,—“মোর তরে কেন মা! কাতর?
ব্রত-আচরণে মম অক্লিষ্ট অন্তর।
ক্ষমো মা! আমারে, আমি করিয়াছি পণ—
অস্তমিলে দিনকর, করিব পারণ।”

সাবিত্রীচরিত—সাবিত্রীব্রত।
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

যাইল সহস্র-কর পশ্চিম-আকাশে,
ক্রমে ভীষণতা-নাশ, তেজ তার হ্রাসে;
পরাক্রান্ত জন যথা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে
দিন দিন হীন-তেজ পতন-সময়ে,
কিম্বা মানবের যথা অন্তিম দশায়
বল, বুদ্ধি, রূপ, গুণ সব ক্ষয় পায়।
ধরাসতী ক্রমে শৈত্য করিলা ধারণ;
জ্বর অন্তে ক্রমে যথা জ্বর-তপ্ত জন।
যুড়াইল পথ-পাংশু, সমীর শীতল,
আর নাহি জীবদেহে গলে স্বেদ-জল।
কুরঙ্গ, কুরঙ্গী রঙ্গে প্রফুল্লিত-মনে
বাহিরিলা তৃণ-ক্ষেত্রে সুখ-বিচরণে।

হেন অপরাহ্ণে লয়ে করণ্ড, কুঠার,
চলে আজি সত্যবান কান্তার-মাঝার॥
নিরখিয়ে সাবিত্রীর উড়িল পরাণ,
দারুণ উদ্বেগ মনে, হৃদি কম্পমান।
ভাবে,—"কেন নাথ মোর, হেন অসময়ে
ছাড়িয়া কুটীর, আজি অরণ্যে চলয়ে।
কাঁদিয়া উঠিছে, হেরি, পরাণ আমার,
ঘেরিতেছে যেন মোরে বিপদ-আঁধার।
নাথের বুঝি বা আজি পূর্ণ হলো কাল,
অভাগীর এত দিনে ভাঙ্গিল কপাল।
নিয়তি-সূত্রেতে নাথে করিয়া বন্ধন,
টানিতেছে বুঝি এবে দুরন্ত শমন।
যাই এবে নাথে আমি করি নিবারণ,
যাইতে বিপিনে নাহি দিব কদাচন।"
এত ভাবি, পতিপ্রাণা ম্লানমুখী সতী
উতরিলা সত্যবান-পাশে দ্রুতগতি;
ধরিল হরিণী যেন হরিণে গহনে,
যবে সে প্রিয়ারে ছাড়ি যায় অন্য বনে।
মৃদু হাসি বলে যুবা নিরখি সতীরে,—
"এসো প্রিয়ে!, কেন আজি কুটীর-বাহিরে
আইলে ধাইয়া? কেন বদন-কমল
মলিন বিরস, কেন আঁখি ছল ছল?"

কাতরে বলিলা সতী,—"নাথ! কি কারণ,
ত্যেজি গৃহ, অসময়ে গহনে গমন?
দাসীর মিনতি ধর, ফিরি ঘরে চল,
যে বা প্রয়োজন, প্রাতে সাধিবে সকল।
দেখ দিবসের কায সারিয়া তপন,
ছায়াদেবী পাশে এবে করিছে গমন;
বিহঙ্গম-কুল এবে ফিরিছে কুলায়,
এমন সময়ে নাথ! যাইবে কোথায়?"
"আশঙ্কা কি প্রিয়ে!" যুবা ভাষে প্রিয় ভাষে
"ত্বরায় প্রেয়সি! আমি ফিরিব আবাসে।
ফুরাইল গৃহে প্রিয়ে! সমিদ্, ইন্ধন,
আর ফল, মূল; তাই যাইতেছি বন।
না যাইতে অস্তে রবি, ও বিধু-বদনে
এখনি আসিয়ে পুন হেরিব নয়নে।
কি চিন্তা? সুধাংশু-মুখি! যাও ফিরি ঘরে,
ছাড়িয়া মৃগীরে মৃগ কোথায় বিহরে?"
বলে সতী,—"নিতান্তই যাবে যদি বনে,
আজি নাথ! সাধ মোর—যাব তব সনে।
বন-শোভা বহুদিন না করি দর্শন,
তব সাথে প্রিয়তম! ভ্রমিব গহন।
বড় সাধ—বনে আজি হইব সঙ্গিনী,
তরু সঙ্গ-অভিলাষী ব্রততী কামিনী।"

তরুণ বলিলা,—" প্রিয়ে! সাহস না কর
যাইতে বিপিনে, তুমি উপাস-কাতর।
এখনো প্রেয়সি! তুমি বিরত পারণে,
সবে না এ দেহে দুখ গহন-ভ্রমণে;
যদিও নলিনী সহে করকা-আঘাত,
কিন্তু সহিবারে ধনী নারে হিম-পাত।"

উত্তরিলা সতী,—" তোমা সহ ক্লেশ! নাথ!
পাইব পরম সুখ বনে তব সাথ।
আজি এ দাসীরে নাথ! লও কৃপা করি,
সাধিব তোমার প্রীতি হয়ে সহচরী।"

বলে যুবা,—" অনুমতি লও গুরুজনে,
তবে সে লইতে প্রিয়ে! পারি তোমা বনে।

সতী বলে,—" নাথ! তবে রহ প্রতীক্ষায়,
আসি আমি গুরুজনে লইয়া বিদায়।"
এত বলি, ত্বরা সতী কুটীরে আসিল,
শ্বশুর, শাশুড়ী পাশে বিদায় লইল।
পুন পতি-পাশে বালা আগত সত্বর,
আনন্দে উভয়ে চলে গহন-ভিতর।

যাইতে যাইতে পথে সাবিত্রী-অন্তর
দারুণ ব্যথিত আজি, উদ্বেগ-কাতর।
বিপিন-পরম-শোভা নাহি লয় চিতে,
যেন কি বিপদ ঘোর ঘেরে চারিভিতে।

চারি দিক শূন্যময়, হৃদয় উদাস,
স্খলিত-চরণা বালা, আলু থালু বাস।
নিরখে চৌদিক সতী চকিত-নয়নে,
যেন কে সহসা আসি হরে পতি-ধনে।
বিদরে হৃদয় হেন নিদারুণ দুখে,
রাখিতে গোপন ধরে প্রফুল্লতা মুখে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যুবা বিজন কান্তারে,
নিরখি কতই শোভা বাখানে কান্তারে,
সত্যবান ভাষে,—"প্রিয়ে! সুচারু ভাবিনি!
হের বন-স্থলী কত প্রমোদ-দায়িনী।
দেখ অস্ত-গামী রবি-করে তরু-শির
সুবর্ণ-প্রতিম, অতি নয়ন-রুচির;
যেন তরুবর মাথে করেছে ধারণ
রতন-খচিত স্বর্ণ-কিরীট ভূষণ।
মারুত-হিল্লোলে দোলে তরু সপল্লব,
সাজিয়ে নর্ত্তক যেন করিছে তাণ্ডব।
কুলায়ে ফিরিছে প্রিয়ে! দেখ পাখি-কুল,
কলরবে বন-ভূমি করি সমাকুল।"
সতী বলে,—"হের নাথ! অই পাখি-বরে,
কেন ও ঘুরিছে বনে আকুলিত স্বরে?"
"বুঝি ও বিহগ, প্রিয়ে!" সত্যবান ভাষে
"আহা মরি! হারায়েছে আপন আবাসে।"

পরদুখে দুখী সতী বলিলা, "কোথায়
আহা! যদি জানিতাম উহার কুলায়,
দেখায়ে দিতাম ওরে বহু যত্ন করি;
ঘুরিতেছে পাখী, যেন কুলহারা তরী।"
সত্যবান বলে,—"প্রিয়ে! কর অনুভব,
বিতরে সমীর কত মধুর সৌরভ।"
সতী বলে,—"প্রাণ-নাথ! কর দরশন,
অল্প-বিকসিত কলী কেমন শোভন।"
"সত্য প্রিয়ে!" সত্য-বান হাসিমুখে ভাষে
"কলিকা আনন্দ-দায়ী কিঞ্চিত্ বিকাসে।
যেদিন প্রেয়সি! তোমা হেরি তপোবনে,
এমনি সুন্দর তুমি লাগিলা নয়নে।"
সাবিত্রী মধুর হাসি করিলা উত্তর,—
"কেবল প্রথমে মোরে দেখিলা সুন্দর!
এখন আমায় নাথ! দেখ না তেমন,
আজি বুঝা গেল তব কেমন যে মন!"
"তা নয় বলিনু" যুবা বলে স্মিতমুখে
"কলিকা শোভিনী যথা বিকাস-উন্মুখে,
হেরিনু প্রথমে তোমা তেমনি মোহিনী;
তা বলি কি প্রিয়ে! এবে নহ আদরিণী?
যবে সে কলিকা ভাতে বিকাস-হসিত,
নারে কি করিতে জন-হৃদয় মোহিত?"

হেন রসাভাষে এবে যুবক-দম্পতি
ক্রমে করে সুগভীর অরণ্যেতে গতি।
নানাবিধ ফলে পাত্র করিয়া পূরণ,
পত্নী-করে সত্যবান করে সমর্পণ।
বদ্ধ-পরিকর যুবা, ইন্ধনের তরে,
লইয়া কুঠার, উঠে মহীরুহ-পরে।
সহসা বিটপী হতে নামি ভূমি-তলে,
আকুল-বচনে যুবা সাবিত্রীরে বলে,—
"ধর ধর প্রিয়ে! মোরে, অবশ শরীর,
বৃশ্চিক-সহস্র যেন দংশে মোর শির।"
শুনি পতিপ্রাণা সতী উঠিল শিহরি,
হৃদয় দারুণ ভয়ে কাঁপে থর থরি,
নয়নে অমনি দুখ-বাষ্প-বিন্দু ঝরে,
নিমেষে ফিরায়ে মুখ সে ভাব সম্বরে।
ধরিয়া ত্বরায়, বলে সতী সযতনা,—
"বিশ্রামো ক্ষণেক নাথ! ঘুচিবে যাতনা।
হইয়াছে আজি তব সমধিক শ্রম,
শীতল প্রদোষ-বাতে হবে গত-ক্লম।"
এত বলি, তরু-তলে পাতিয়া অঞ্চল,
শোয়াইয়া কোলে পতি, ফেলে আঁখিজল।
পত্নী-অঙ্কে সত্যবান বিচেতন প্রায়;
যেন শব শায়িত রে কুসুম-শয্যায়।

দারুণ পীড়ার জ্বালা, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত,
বদনে বচন আর না হয় স্ফুরিত।
পত্নী-মনস্তাপ সহ, বাড়িল প্রবলে
শরীরের তাপ ; যেন তাতিল অনলে।
নিমীলিত পদ্ম-নেত্র, শশাঙ্ক-বদন
কালিম-বরণ, উষ্ণ শ্বাস বহে ঘন।
সহসা কি ব্যাধি গ্রাসে, না হয় নির্ণয় ;
বুঝি ছদ্ম-বেশে আজি কালের উদয়।
চাহে সতী এক দৃষ্টে পতির বদনে,
হৃদে তাপ, দর দর ধারা দুনয়নে ;
যদ্যপি অনল-শিখা অধস্তলে জ্বলে,
পাত্র-নীর নহে স্থির, উথলে প্রবলে।
ভাসাইল সতী পতি-আভা-হীন-মুখ
সে বারি ধারায়, দুখে ফেটে যায় বুক।
পতিগত-প্রাণা সতী সাবিত্রী-অন্তর
বুঝহ ভাবুক! এবে কত যে কাতর।
হায়! বিধি কেন আজি এ বিজন স্থলে
মলিন দশায় ফেলে যুগল কমলে।
শোকের তরঙ্গ বেগে বহে তরু-তলে,
মূর্ত্তিমতী কাতরতা বুঝি বা বিরলে।
ভাবে সতী,—"আর কেন কাঁদিছে হৃদয়,
কেন আজি চারিদিক হেরি শূন্যময়।

সহসা বিপদ এই নহে উপনীত,
বর্ষ-অগ্রে, ঘটিবে এ, জানে মোর চিত।
জানি শুনি, অগ্রসর হইনু যখন,
উচিত আমার আজি শোক-সম্বরণ।
যে দিন, যে ক্ষণ আমি করিয়া স্মরণ,
হইতাম শোকাকুল, হতাশ্বাস মন ;
আজি বিধি অভাগীর সেই দিন দিল,
সে মুহূর্ত্ত ক্ষণ এই সম্মুখে আসিল।
আর কেন মন! আজি শোকানলে দহ,
ধৈরযে বাঁধিয়া হিয়া, এ বিপদ সহ।
আছহ প্রস্তুত তুমি এ দশা সহনে,
তবে কেন ভাসো এবে আকুল রোদনে ?
আকস্মিক বজ্র-নাদ হলে সমুত্থিত,
মানব-হৃদয় তাহে অতীব চকিত ;
তড়িত-সঙ্কেতে কিন্তু যেই সচেতন,
তার নহে ঘোর নাদ তাদৃশ ভীষণ।
কি লাভ ? হৃদয়! এত হইলে অধীর,
ধর এবিপদ আজি হইয়া সুস্থির।
"না মানে প্রবোধ কেন সাবিত্রী-অন্তরে,
শতধা হইয়া যেন হৃদয় বিদরে।
বিধাতার নিদারুণ কুলিশ ভীষণ
কেমনে পাতিয়া বুক করিব ধারণ!

সব ছাড়ি, যেই তরু করিনু আশ্রয়,
অভাগীরে বাম হয়ে, বিধাতা নিদয়
সমূলে উপাড়ি হায়! ফেলে আজি তায়;
ছিন্ন ভিন্ন করি তার আশ্রিত লতায়।"
হেন মতে কাঁদে কত পতিপ্রাণা সতী,
ভাসে দুখার্ণবে, কোলে সংজ্ঞা-হীন পতি,
নদী-জলে যথা সতী ভাসিলা বেহুলা,
মৃত লখীন্দর কোলে, রোদন-আকুলা।
সাবিত্রীর সুখ সহ, ক্রমে দিবাকর
প্রবেশিল অস্তাচল-নিভৃত-কন্দর।
জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী, গভীর তিমিরে
গ্রাসিল জগত্, (যথা দুখ সাবিত্রীরে।)
সহজে অরণ্য-ভূমি বিরল-কিরণ,
তামসী যামিনী তাহে, না যায় দর্শন।
পল্লব-মাঝার দিয়া স্বল্পমাত্র করে
দুই এক তারকায় তথায় বিতরে।
সহসা জলদাগমে নভঃ আচ্ছাদিত,
সাবিত্রী-ভরসা সহ, তারা তিরোহিত।
বাড়ে ক্রমে নিশীথিনী, স্তব্ধময় সব,
করে চারি দিকে হিংস্র পশু ঘোর রব।
আকুল-পরাণ সতী, ভয়-বিকম্পিত,
কিন্তু হিংস্র জীব-ভয়ে নহে বালা ভীত।

সাবিত্রী-হৃদয় কাঁপে একমাত্র ত্রাসে—
নৃশংস শমন পাছে প্রাণপতি গ্রাসে।
উদ্ধারিবে কিসে নাথে সঙ্কট হইতে,
এইমাত্র চিন্তা তার সমুদিত চিতে।
এ ঘোর বিপদে আজি অনন্য-সহায়,
ভাসে বুক দর দর নয়ন-ধারায়।
নৈরাশ্যে নিমগ্ন বালা, ব্যাকুল-হৃদয়,
দিক্ শূন্য, জ্ঞান শূন্য, সব শূন্যময়।
কাঁদে বালা উচ্চরবে গভীর নিশায়,—
“হায়! অভাগিনী আর নাহি এ ধরায়
মোর সম; রাজসুতা কোন্ সীমন্তিনী
হইল সাবিত্রী মত দুখের ভাগিনী!
ছিনু চিরসুখে আমি, জনমে কখন
দুখের কঠোর মূর্ত্তি না করি দর্শন।
হায় রে দারুণ বিধি! আজি অভাগীরে
কেন ভাসাইবে ঘোর দুখার্ণব-নীরে।
ধন রত্ন রাজসুখে করিয়া হেলন,
লইনু আদরে আমি যে জনে শরণ,
যে মোর সর্ব্বস্ব ধন, যাহে সব আশা,
হায় হায়! আজি মোর ভাঙ্গে সেই বাসা।
কত সুখী হবে বিধি! করি কাঙ্গালিনী
মোরে? আজি নিশামুখে মুদে কুমুদিনী।

জীবন-ভরসা, মোর মণিরত্ন-হার,
কেমনে নিদয় বিধি! করিবে সংহার!
হায়! জরা-জীর্ণ অন্ধ মোর গুরুজন,
সে অন্ধের নড়ী মরি! করিবে হরণ!
পাষাণ-হৃদয় ধাতা! বঞ্চিয়া সংসার
কিরূপে হরিবে আজি সকলের সার?
ওরে রে দারুণ বিধি! একি বিড়ম্বন—
বিজনে বিপদ মোর, আজি একজন
নাহিক সহায়; হায়! অভাগিনী-দুখে
নাহি হেন জন কাছে, 'আহা!' বলে মুখে
শ্বশুরের এক মাত্র দীপ কুলোজ্জ্বল—
সাবিত্রী-হৃদয়-গৃহে ভাতে অবিরল,
মরি এবে বন মাঝে প্রবল ব্যাত্যায়
হায় সেই দীপ-শিখা নিরবাণ প্রায়!
নিষ্ঠুর বিধাতা ওরে! এই ছিল মনে,
সুখের কমলে তুলি, ফেলিলে বিজনে।
আহা! সে নয়নানন্দ নলিন শুকায়
খর তাপে, হেরি মোর বুক ফেটে যায়"।

পতিপ্রাণা সতী এবে, ভাসি নেত্র-জলে,
পরশে দয়িত-অঙ্গ ভয়ে করতলে।
দেখে—নাহি অঙ্গ-তাপ, নীহার-সমান
হিম অঙ্গ, মন্দীভূত শ্বাস-পবমান।

অঙ্গ-যষ্টি জড় সম স্পন্দন-রহিত,
নাভি কণ্ঠ দেশ মাত্র ঈষত্ স্ফুরিত।
নিরখি, সাবিত্রী সতী হইলা হতাশ,
দর দর নেত্রে ধারা, ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
বলে সতী,—"আর কেন কাঁদ মোর হিয়া?
এখনি যুড়াবে তুমি বিদীর্ণ হইয়া।
কেন রে পরাণ! আর বৃথায় কাতর?
চিরসুখী হবে ছাড়ি দেহ দুখাকর,
নিত্যকাল নাথ সহ পিবে সুধাধারে,
রোগ শোক তাপ তথা নাহি অধিকারে।
অবোধ অন্তর! কেন প্রবোধ না মান,
এ নহে দুখের কাল সুখ-দিন জান।
নাথ মোর, দুঃখময় ত্যেজি ইহলোক,
চলে নিত্য ধামে, যথা আনন্দ-আলোক।
এখনি পতির সাথে করিব গমন
সেই পুণ্য ধামে, কেন বৃথায় রোদন?"
হেন কালে বিন্দু বিন্দু বর্ষে জলধর,
কাঁদে সতী পতিপ্রাণা হইয়া কাতর,—
"কেন মেঘ! প্রিয়তম-ক্লেশিত-বদনে
দেও দুখ এবে তব ধারা-বরিষণে?
ধারাধর দেব! আজি সম্বর ধারায়,
আঘাতিলে মৃত জনে, কি পৌরুষ তায়?

বারিধর! বরষিবে কি প্রবল ধারে ?
জিনিল সাবিত্রী তোমা নয়ন-আসারে।
অথবা, নিরখি বুঝি দুখ অভাগীর,
পর-দুখে দুখী মেঘ! ফেলো অশ্রুনীর।
"কোথা গো মা! ঠাকুরানি? কর দরশন—
আজি ছেড়ে যায় তব অঞ্চলের ধন।
মা! তোমার দশা ভাবি হতেছি আকুল,
চিরদিন তরে তব হারাইল কুল।
'সোণার প্রতিমা' বলি আদরো আমায়,
আজি মা! প্রতিমা সেই নীরাঞ্জনে যায়।
"জননি! আমার আজি কোথায় রহিলে,
ভাসে মা! তনয়া তব বিপদ-সলিলে।
সহিয়াছ কত দুখ ধরিয়া উদরে,
পালিলা মা! প্রাণপণে কতই আদরে,
রাখিতে আমারে সদা বুকের ভিতর,
কত আশা করিতে এ তনয়া-উপর,
আজি মাগো! আশা তব সব ফুরাইল;
সাবিত্রী মায়ের ধার শুধিতে নারিল।
জামাতারে করিতে মা! কতই যতন,
দেখ এসে মাগো! তার কি দশা এখন!
সাধ তব বসাইতে যারে সিংহাসনে,
এবে সে পড়িয়া মাগো! হের নিরাসনে।

বলেছিলে যে মস্তক মুকুট-ভূষায়
সাজাইবে, এবে মা! সে লুঠিছে ধূলায়।"
হেন মতে সতী কত করিছে রোদন,
এমন সময়ে বালা করে দরশন—
বিকট-শরীর-জ্যোতিঃ ধূমল-বরণ,
রক্তবাস-পরিধান, লোহিত-লোচন,
বঙ্ক-শির, দীর্ঘ-দন্ত, মুখে অট্টহাস,
অপসব্যে ঘোর দণ্ড, বাম করে পাশ,
ভীষণ পুরুষ হেন পাশে উপনীত,
নিরখি, সতীর ভয়ে হৃদয় কম্পিত।
"কে আপনি?" বলে সতী স্খলিত বচনে
"দেব কি মানব? যেবা, প্রণমি চরণে।
নারিনু করিতে তব উঠিয়া সম্ভ্রম,
দেখ এবে কোলে মোর পতি মৃতোপম।
অমানুষ জ্যোতি তব করিছে নির্দ্দেশ—
কদাচ মানব নহ, দেবতা-বিশেষ।
প্রকাশিয়া বল দেব! কৃপা-বিতরণে
কে আপনি? আগমন হেথা কি কারণে?
বুঝি অভাগীর দশা হেরি দয়াময়!
তারিতে বিপদে দেব! তোমার উদয়।"
আগন্তুক সুগভীরে বলে,—"শুন সতি!
জীব-বিনাশন আমি যম প্রেত-পতি।

যন্ত্রণায় জীব যবে বড়ই আতুর,
আমিই তখন তার করি দুখ দূর।
নিয়তি সময় যবে পূর্ণ হয় যার,
লই তারে সেই-জনে মোর অধিকার।
শুন তব প্রিয়তম এবে আয়ু-হীন,
লইব তাহারে, আজি সে মোর অধীন।
ছাড় বাছা! সত্যবানে, বৃথায় মমতা;
কলা-হীন চন্দ্রে নহে রোহিণী সঙ্গতা।"
যাই সতী এই বাণী করিলা শ্রবণ,
বাজিল হৃদয়ে যেন কুলিশ ভীষণ।
শীহরিলা পতিপ্রাণা, কাঁপে থর থর,
ক্ষণেকে সম্বরি শোক, করিলা উত্তর,—
"আপনি আইলা কেন? দেব রবি-সুত!
নিদেশ-পালনে তব আছে কত দূত।"
"সত্য সে সাবিত্রি! মোর" বলে কালান্তক
"শত শত দূত মম আদেশ-পালক।
কিন্তু সতি! সত্যবান সদা ধর্ম্ম-মতি,
বিশেষতঃ তোমা হেন সতীসাধ্বী-পতি;
যদি আজি দূত দিয়া লই সত্যবান,
মাননীয় জনে তাহে হবে অপমান।
দূতের তাড়না যদি সহে সাধু জন,
কে সাধিবে আর সতি! ধর্ম্ম-আচরণ?

নিজে লয়ে যাব তারে করিয়া যতন,
ছাড় বাছা! করি এবে স্বকার্য্য সাধন।"
"কৃপা করি বল দেব!" পুন সতী ভাষে
"আর এক কথা আজি অভাগী জিজ্ঞাসে।
ধর্ম্ম-রাজ! একি তব ধর্ম্মতো বিচার?
অসময়ে কত জীবে করহ সংহার।
সুকুমার শিশু যেন পুষ্প বিকসিত,
যাহে মাতৃ-লতা-কোল সুন্দর শোভিত,
সে শিশু-কুসুমে হর, একি তব কায!
জননী-হৃদয়ে হানি নিদারুণ বাজ।
নব পরিণীতা সতী যখন উল্লাসে
বাঁধি প্রেম-ডোরে নাথে সুখার্ণবে ভাসে;
সে সময়ে কেন দেও মরম-বেদন
সরলা-সরল-হৃদে, হরি পতি ধন।
জরা-জীর্ণ গতি-হীন সুতমাত্র-গতি,
হেন বৃদ্ধ জনে কেন করহ দুর্গতি?
সে পিতা মাতায় কেন করিয়া অনাথ,
জীবন-ভরসা সুত হর পিতৃ-নাথ!
হেন মতে অসময়ে বল কি কারণ,
যায় শত শত জীব তোমার সদন?
যে জন জগতে কত সাধিত মঙ্গল,
অকালে তাহারে কেন লও দেব! বল।"

কৃতান্ত বলিলা,—“সত্য কত জীবচয়
অকালে জীবন ত্যেজি, যায় যমালয়।
কি করিব? বদ্ধ জীব নিয়তি-লতায়,
নিজ কৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম বীজ-রূপ তায়।
নিকটে নিয়তি যার, চলে মোর বাস;
সে নিয়তি-লতা সতি! মম দৃঢ় পাশ।
আজি তব প্রিয়তম আসন্ন-নিয়তি,
ছাড় বাছা! লব তারে, নাহি অন্য গতি।”
সাবিত্রী উত্তরে পুন বাষ্পাকুল স্বরে,—
“নাহি কি করুণা দেব! তোমার অন্তরে?
দেখ আমি অকাতরে ছাড়ি রাজ্য ধন,
যে জনের মুখ চাহি পশিনু গহন,
এক মাত্র যেই মোর হৃদয়-রঞ্জন,
যার অনুগত দেব! সাবিত্রী-জীবন,
কেমনে লইবে মোর সে মাথার মণি;
কাড়িলে মস্তক-মণি, বাঁচে কোথা ফণী।
আজি মোরে অনাথিনী করিয়া কেমনে,
এত কি নিদয় দেব! লবে পতি ধনে।
যা আছে ললাটে, হবে, যা’ক মোর কথা;
গুরুজন-দশা ভাবি, পাই আমি ব্যথা।
জরাজীর্ণ দৃষ্টি-হীন শ্বশুর আমার,
অনন্য-সহায় তিনি, কেমনে তাঁহার

হরিবে জীবন-নড়ী——ভরসা জীবনে;
আবৃত কি হিয়া তব বজ্র-বিলেপনে?
শাশুড়ী আমার দেব! শোকাতুরা অতি,
এক মাত্র সুত বিনা নাহি অন্য গতি,
জননীর হৃদে হানি সুতীব্র কুঠার,
কেমনে হরিবে তাঁর প্রিয় কণ্ঠ-হার?
কেমনে নৈরাশ্য-পঙ্কে করিবে পাতিত,
অন্তর কি যম! তব পাষাণ-নির্ম্মিত?"
শমন বলিলা,—"সত্য আজি তব সতি!
সত্যবানে নিলে, হবে দারুণ দুর্গতি,
শ্বশুর শাশুড়ী তব আশ্রয়-বিহীন।
কিন্তু কি করিব, আমি নিয়ম-অধীন।
হয়েছি পাষাণ, করি হেন অবিরত,
এ নিষ্ঠুর কাষ সতি! মোর চির-ব্রত।
যদি আমি হই বাছা! সদয়-হৃদয়,
চলে না সংসার, সব বিশৃঙ্খল-ময়;
দণ্ড দাতা বিচারক যদি দয়াবান্,
নাহি হয় লোক-রক্ষা, না চলে বিধান।
বিফল সমীপে মম দুখ-অশ্রু-পাত;
নীরস পাদপ-দেহে যথা বৃথাঘাত।
ত্যজহ সাবিত্রি! এবে পতি-অবলম্ব,
সাধিব আপন কায না সহে বিলম্ব।"

পতিপ্রাণা সতী পুন করিলা উত্তর,—
"ধর্ম্ম-রাজ দেব! মোর এ মিনতি ধর—
আজি ভবালয়ে যম! মোরে লয়ে চল,
দেও ছাড়ি অন্ধজন-জীবন-সম্বল।
মোর প্রাণ দিলে যদি জীয়ে পতি-ধন,
দিই অকাতরে আমি, করহ গ্রহণ।"
"কি বলিলে বাছা!" হাসি কালান্তক বলে
"মরণে কোথায় বল প্রতিনিধি চলে?
আয়ু-হীন জনে আমি বধিতে সক্ষম,
নাহি আয়ুষ্মানে সতি! অধিকার মম;
হিম-পাত পারে মাত্র নাশিতে কমল,
কিন্তু কুমুদিনী তাহে না হয় বিকল।
বৃথা বাক্-জাল আর করোনা বিস্তার,
ছাড় সত্যবানে, আজি নাহিক নিস্তার।"
এত শুনি, সতী এবে রহে নিরুত্তরে,
স্রোতঃসম, দুনয়নে বারি-ধারা ঝরে।
না দেখি উপায়, বালা আকুল-পরাণে
দীর্ঘশ্বাস সহ ছাড়ে প্রিয় সত্যবানে,
অঞ্চল টানিয়া, ধীরে রাখে অবনীতে;
শোয়াইল শবে যেন শ্মশান-ভূমিতে।
কাঁদিতে কাঁদিতে সতী সরিয়া দাঁড়ায়,
আকুল নয়নে পতি মুখ-পানে চায়;

যথা আক্রমিলে মৃগে ব্যাঘ্র মহাবলে,
চাহে মৃগী, দূরে সরি, আঁখি ছল ছলে।
ধরে এবে সত্যবানে যম প্রেত-রাজ,
পাইয়া সময়, সাধে আপনার কায।
আত্মায় শরীর হতে করষিলা বলে,
বাঁধি ঘোর পাশে, লয়ে নিজ-গৃহে চলে।
সাবিত্রী ব্যাকুলা আসি হেরে সত্যবান,
দেখিলা জীবন-শূন্য জড়ের সমান।
বিষাদে সাবিত্রী সতী মূর্চ্ছিতের প্রায়,
শিরে করাঘাত, মুখে শব্দ হায় হায়।
বলে,—"আজি অভাগীর ভাঙ্গিল কপাল,
নারিনু রাখিতে বারি, ছিন্ন ভিন্ন আল।"
ছুটিলা আকুলা বালা যমের পশ্চাতে ;
বিশীর্ণা কার্পাস-রাশি ছুটে যথা বাতে।
কাঁদে সতী,—"হায় বিধি! সাধিলি কি বাদ!
সকল সংসারে আজি ঘোর পরমাদ।
সকল ভুবনে ভাতে যেই পূর্ণ শশী,
সেই সুধাকর চাঁদ পড়িল রে খসি।
ধরণী-মণ্ডলে যেই মণি-রত্ন-সার,
ফেলিলা কেমনে তারে সাগর-মাঝার ?
না হইনু শুধু আমি বিধবা বিধাতা!
আজি মোর নাথ বিনা পৃথিবী অনাথা।

শ্বশুর শাশুড়ী মম নহেত কেবল
আশ্রয়-বিহীন, আজি ভুবন সকল
একা মোর পতি বিনা সব নিরাশ্রয়।
শুধু মোর নহে, আজি ধরণী-হৃদয়
বিদরে দারুণ বিধি! নিশ্চয় বিদরে;
প্লাবিত সংসার আজি শোকের সাগরে।
"হানি শেল মোর হৃদে নির্দয় শমন!
লয়ে যাও কোথা মম জীবন-জীবন?
নহে মোর পতি-ধন বস্তু সাধারণ,
সংসারের সুখ আজি করিলে হরণ;
সুর-পুর হতে যেন বঞ্চিয়া অমর,
হরিলে কৃতান্ত আজি পীযূষ-আকর।
সাবিত্রী-হৃদয়ে নহে, যম নিষ্করুণ!
বসুধা-অন্তরে, আজি আঘাত দারুণ।
কেবল তোমার দৃঢ় পাষাণ অন্তরে
রেখামাত্র দাগ যম! নাহি আজি ধরে।
কি বলিব তোমা, তুমি জীব-কুল-নাশী,
কভু নহে যম জন-হিত-অভিলাষী।
"কোথা যাও নাথ! ফেলি এ অধীনী জনে?
পতি ছাড়া সতী আজি বাঁচিবে কেমনে?
সব ছাড়ি, তোমা নাথ! লইনু আশ্রয়,
কেমনে ছাড়িয়া যাও, হইয়া নিদয়।

অভাগীরে নাথ! আজি পথে বসাইয়া,
কেমনে ত্যজহ, তব কি কঠিন হিয়া!
দিতে না আমারে তুমি নয়নে অন্তর,
দেখিতে সতত মোরে প্রাণ-প্রিয়তর।
দেখিলে মলিন মুখ, হইতে কাতর;
আজি কোথা গেল নাথ! সে সব আদর!
ব্যাকুলা এ দাসী তোমা ডাকে উভরায়,
আজি মোরে আঁখি তব ফিরিয়া না চায়।
'যাবত তোমারে প্রিয়ে!' তুমি যে বলিতে
'মহিষী করিয়া বামে নারি বসাইতে
সিংহাসনে, ঘুচিবে না দুখ আন্তরিক।'
সে সব কি নাথ! তব বচন অলিক?
তুমি সত্যবাদী সদা, তবে কোথা যাও?
এসো, সিংহাসনে রাণী করিয়া বসাও।
না, নাথ! চাহি না তাহা, আজি সাধ মনে—
জ্বলন্ত চিতায় তব শব-সিংহাসনে
(যেন পুষ্পাসনে) আমি সুখে আরোহিব;
নিত্যকাল তাহে স্বর্গ-সুখামৃত পিব।
রাজ্যসুখ তার কাছে অতি অতুলন,
কি সৌভাগ্য, পাব আজি সে সুখ-রতন!
"অভাগীরে যদি নাথ! না চাও ফিরিয়া,
কিন্তু কোথা যাও আজি, মা বাপে বঞ্চিয়া।

সে অন্ধ জনক তব, দুখিনী জননী,
না হেরিয়া এবে তোমা হৃদয়ের মণি,
কাঁদিছে কুটীরে কত বিষাদ-অধীরে ;
ভাসিছে সে গৃহ আজি নয়নের নীরে।
সবে ধন তুমি নাথ ! ভরসা উপায়,
জীবে কি পরাণে এবে হারায়ে তোমায় ?
অবলম্ব-স্তম্ভ যদি খসিয়া পড়য়,
প্রাসাদ-মস্তক আর কোথা স্থির রয় ?
হেন গুরুজনে নাথ ! কেবা দিবে বল
তুমি বিনা ক্ষুধাকালে ফল, মূল, জল ?
যে পিতা মাতায় তুমি দিতে না ফেলিতে
বিষাদ-নিশ্বাস, আজি কি বুঝিয়া চিতে
শোকের সাগরে ফেলি, করিছ গমন ?
স্বপনে না জানি তুমি নিদয় এমন !
কুটীরে ফিরিবে যবে এ হতভাগিনী,
দেখি একা, জিজ্ঞাসিবে শাশুড়ী দুখিনী,—
'কোথা মোর সত্যবান ! কলিজার ধন ?'
অভাগী উত্তর নাথ ! কি দিবে তখন ?"
হেন মতে সতী, কত আকুল রোদনে,
চলিলা সাবিত্রী যম-পশ্চাত্-গমনে।
রজনী গভীর পুত্র না আসিল ফিরে,
জনক জননী হেথা কাঁদিছে কুটীরে।

পুত্র পুত্র-বধূ আজি এ নিশীথে বনে,
উভয়ে অধীর শোকে, কত শঙ্কা মনে।
দুঃখ মাঝে সুখ-আলো দেখায় যে জনে,
বিষম কাতর এবে তার অদর্শনে ;
ঘোর অন্ধকারে যবে পথ-হারা লোক
দৈবে দূরে দেখি চলে প্রদীপ-আলোক,
সহসা সে দীপ-শিখা হলে তিরোহিত,
বল সে পথিক-মন কত আকুলিত !
অন্ধ দ্যুমৎসেন রাজা, জরাতুরা রাণী,
রহিতে না পারে স্থির, ব্যাকুল পরাণী।
বিশীর্ণা শৈব্যার সাথে, করে দণ্ড ধরি,
বাহিরিলা অন্ধ পিতা কাঁপি থর থরি।
পুত্র-অন্বেষণে চলে ঋষি-পল্লী পানে,
কাতরে উভয়ে উচ্চে ডাকে সত্যবানে।
নিশীথে আঁধার-ঘোরে ঘোরে তপোবনে,
আহা! কত কুশাঙ্কুর বাজিছে চরণে।
ঝরিছে রুধির-ধারা শীর্ণ পদ-তলে,
লুলিত নিষ্প্রভ নেত্রে অশ্রু-ধারা গলে।
কোন স্থানে না পাইলা সুতের সন্ধান,
উচ্চরবে কাঁদে উভে অতি ম্রিয়মাণ।
রোদন-নিনাদ শুনি, বনবাসী জন
আইল ধাইয়া পাশে মুনি ঋষিগণ।

সুবর্চ্চা সুবর্চ্চা মুনি ধৌম্য ঋষি-রাজ,
আইলা গৌতম, দাল্ভ্য, আর ভরদ্বাজ।
 সুধিলা সুবর্চ্চা ঋষি,—"আজি কি কারণ
শাল্ব-পতি! শৈব্যা দেবি! নিশীথে রোদন?"
 উত্তরিলা দ্যুমৎসেন আকুলিত স্বরে,—
"গিয়াছে পরাহ্নে আজি, ফল মূল তরে,
প্রাণ-ধন সত্যবান, সাবিত্রী সহিত;
এবে ঘোর নিশা, তবু নহে উপনীত।
কেন না ফিরিল পুত্র গহন হইতে,
ভাগ্য মোর মন্দ অতি ভয় পাই চিতে।
সুকুমার সুত মোর, বধূ সুকুমারী,
বিপিনে নৃশংস কত হিংস্র বনচারী,
কেমনে বাছারা পাবে অব্যাহতি বনে;
জীয়ে কোথা মরু মাঝে কুসুম জীবনে?"
 শৈব্যা দেবী কাঁদি বলে,—"ওগো তপোধন!
কখন ত বাছা মোর করে না এমন।
না যাইতে দিবাকর অস্তাচল-শিরে,
আসে সদা সত্যবান 'মা!' বলি কুটীরে।
হইল রজনী ঘোর শূন্য সে কুটীর,
কে হরিয়া নিল বুঝি নিধি অভাগীর।
কোথায় বাছারা এবে বিপদে পড়িল,
দারুণ বিধির আজি কামনা পূরিল।

অভাগীরে দুখ-দান সে বিধির বিধি,
তাই মোর কেড়ে নিল হেন রত্ননিধি।
" রাজ্য-নাশ, বনে বাস, বিধাতা নিদয়!
তবু তুষ্ট নহ, মোর একই আশ্রয়
সত্যবানে বধূসহ করিলে হরণ;
এত ঈর্ষ্যা-বশ কেন বিধি! তব মন?
বিপদ-প্রান্তরে পড়ি এ হতভাগিনী,
বিষাদের খর তাপে হইয়া তাপিনী,
যুড়াইতে ছিনু আমি যে তরু-ছায়ায়,
কেন উপাড়িলি বিধি! লতা সহ তায়?
" অঞ্চলের নিধি বাপ কোথা সত্যবান!
দুখিনী মায়ের আজি বিদরে পরাণ।
অভাগী মায়ের বাছা! কেবা আছে আর?
আজি তোমা বিনা বাপ! জগত্ আঁধার।
দুঃখ-নিবারণ বাছা! বারো মোর দুখ,
এসো কোলে করি তোমা, হেরি চাঁদ-মুখ।
মলিন বদন মোর হেরিবারে নার,
তবে কেন দেও মায়ে দুখ অনিবার।
" কোথা মা সাবিত্রি! এবে করিলে গমন?
পরাণ-পুত্তলী মোর, অমূল্য রতন।
দিতে মা! মুছায়ে সদা মোর নেত্র-জলে,
যতনে ধরিয়া মোরে, বসন-অঞ্চলে।

এবে শাশুড়ীর নেত্রে ধারা-বরিষণ,
এসো গো মা! তোমা বিনা কে করে মোচন।
আহা! বাছা উপবাসী আজি চারিদিন,
অনাহারে মা আমার হইয়াছে ক্ষীণ;
এখনো সাবিত্রী মোর বধূ অনশনে,
কি নিষ্ঠুর আমি, কেন পাঠাইনু বনে।"
প্রবোধ-বচনে বলে ঋষি ভরদ্বাজ,—
"এতেক বিলাপ কেন দেবি! মহারাজ!
যদি দৈবে সুত এবে না আইল ঘরে,
তা বলি বিষাদ কেন, আশঙ্কা অন্তরে?
হয় ত বিপিনে আজি হয়ে পথ-হারা,
অবশ্য আশ্রয় কোথা লইয়াছে তারা।
ত্যজ শোক, নাহি গণো মনে অমঙ্গলে.
বধূ, সত্যবান, এবে অবশ্য কুশলে।
সংসার-হিতৈষী সুত সদা ধর্ম্ম-মতি,
সাবিত্রী পরমা সাধ্বী, সবে ভক্তিমতী।
হেন নর নারী-রত্ন, নহে কদাচন,
অকালে বিধাতা আজি করিবে গ্রহণ;
যে বট-পাদপ জন-নয়ন-রঞ্জন,
সেবি স্নিগ্ধ ছায়া যার সুখী বহু জন,
বিহঙ্গম-কুল যাহে সুখে করে বাস,
অল্পকালে বিধি তারে না করে বিনাশ।

গহনে সুতের তব কিবা অমঙ্গল ?
সত্যবান পরাক্রমী ধরে মহাবল।
বলবান্ পুত্র এবে বনে অস্ত্র-ধারী,
কি করিতে পারে তার হিংস্র বনচারী ?
ছাড় বৃথা শঙ্কা শোক মহিষি! রাজন্!
ফিরিবে অবশ্য গৃহে কুশলে নন্দন।"
পুন শৈব্যা দেবী কাঁদি করিলা উত্তর,—
"যা বলিলা সম্ভব সে, কিন্তু মুনিবর!
কেঁদে উঠে প্রাণ, মনে প্রবোধ না মানে,
বুঝিবা বাছারা মোর বেঁচে নাই প্রাণে।
কেন মোর চিত আজি এতই ব্যাকুল,
শীর্ণ তরুলতা বুঝি হইল নির্ম্মূল।
"হায় রে দারুণ বিধি! এই ছিল মনে,
কি পাপে হরিলে মোর জীবনের ধনে।
করিনু কি ঘোর পাপ এ হতভাগিনী ?
রাজরাণী হয়ে, আজি পথ-কাঙ্গালিনী।
বৃদ্ধের হাতের নড়ী আজিরে বিধাতা!
কাড়িলি কি অপরাধে ? করিয়া অনাথা।
কত সুখী হলে বিধি! করি হেন কায,
মৃত তরু-শিরে কেন হানিলিরে বাজ ?
"কোথা মা সাবিত্রি বধু! কোথা সত্যবান!
এবে অদর্শনে মোর বাহিরায় প্রাণ।

এসো বাছা সত্যবান! কোলে মা বলিয়া,
শীতল করি রে বাপ! এ তাপিত হিয়া।
দুখিনী মায়ের কাছে পেলে কত দুখ,
তাই বুঝি আজি মোরে হইলে বিমুখ।
রাজার কুমার বাছা পরয়ে বাকল,
হেরি, না সম্বরে মোর নয়নের জল।
ভ্রমিত শৈশবে সদা যান-আরোহণে,
এবে পদব্রজে বাছা ভ্রমে বনে বনে।
বাছার কোমল পায়ে কত কাঁটা বিঁধে,
পড়ে রক্ত-ধারা; বাজে শেল মোর হৃদে।
কাটায় জীবন বাছা বন্য মূল ফলে,
ফেটে যায় বুক, করি রোদন বিরলে।
কাঁদিতে দেখিলে মোরে আহা! যাদু ধন
ভুলাইতে কত মতে করয়ে যতন।
" সাবিত্রি! কোথায় মাগো করিলে গমন?
সোণার প্রতিমা বাছা! সন্তাপ-হরণ।
রাজার কুমারী তুমি সুখ-বিলাসিনী,
পাইলে কতই দুখ কুটীর-বাসিনী।
অভাগী শাশুড়ী তোমা, এক দিন তরে,
নারিল রাখিতে সুখে, হৃদয় বিদরে।
তোমরা দুজনে আজি যাইলে কোথায়,
এ বৃদ্ধ জনের বল কি হবে উপায়?

কে দিবে ক্ষুধায় বাছা! এবে অন্নজল?
নাহিত মোদের আর দাঁড়াবার স্থল।
কেবল চাহিয়া বাছা! তোমাদের মুখ,
পাশরিয়া ছিনু মোরা সব শোক দুখ।
এখনি সকল দুখে দিব বিসর্জ্জন,
অগ্নি-কুণ্ড জ্বালি, তাহে ত্যজিব জীবন।
মরণ-সময়ে, এই বড় দুখ মনে,
নারিনু হেরিতে পুত্র, বধূর বদনে।"
এমন সময়ে দেখ অদ্ভুত ঘটন,
লভিলা রাজর্ষি পুন নয়ন-রতন!
বলে রাজা,—"মুনিগণ! কি বিধি-বিধান?
হেন কালে ধাতা মোরে দিলা চক্ষুদান!
দর্শনীয় বস্তু হরি, একি বিড়ম্বন!
কাঁদিতে কেবল বিধি দিলা নেত্র-ধন।"
বিস্মিত গৌতম ঋষি করিলা উত্তর,—
"সম্বর বিলাপ ভূপ! না হও কাতর।
অবশ্য কুশল নৃপ! সকল তোমার,
অনুমানি ঘটিল কি দৈব গূঢ়াচার।
এই চক্ষুলাভ ভাবী মঙ্গল-সূচন।
এই নেত্রে মহারাজ! পাবে দরশন
পুন সতী সত্যবানে। চলহ কুটীরে,
মুনি-আশীর্ব্বাদে সুত আসিবে অচিরে।"

সাবিত্রীচরিত-সত্যবানের মৃত্যু।
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।
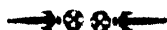
ফিরিল সাবিত্রী বনে ফুল্ল-মুখী সতী,
বসিল যতনে পুন কোলে করি পতি।
যাই সতী পতি-অঙ্গ করে পরশন,
সে মৃত শরীর পুন লভিলা জীবন;
এ নহে মানবী বুঝি লতা সঞ্জীবনী,
অথবা অমৃত-রাশি সাজিল রমণী।
সত্যবান-দেহে পুন হইল স্ফূরণ,
করে সুপ্তোত্থিত মত পার্শ্ব-বিবর্ত্তন।
চির নিমীলিত নেত্র-পদ্ম উন্মীলিত,
মলিন কুসুম-আস্য পুন প্রফুল্লিত।
ধরে দিব্য কান্তি যেন নব রবিভাস,
হেরি সতী-মুখ-পদ্ম ধরিল বিকাস।

পতিপ্রাণা সতী-হৃদে আনন্দ না ধরে,
নয়নে পুলক-বারি অবিরল ঝরে।
পূর্ণ দিব্যামোদে বন, শূন্যে দেবগণ
সাবিত্রীর শিরে করে পুষ্প-বরিষণ।
আবর্ত্তি কোমল করে সতী পতি-অঙ্গ,
জিজ্ঞাসিলা,— "নাথ! এবে হলো নিদ্রাভঙ্গ?
দূরিল কি হৃদয়েশ! যাতনা সকল?
পাইলে কি স্বাস্থ্য-সুখ, পুন দেহে বল?"
"প্রাণপ্রিয়ে!" সত্যবান উত্তরিলা ধীরে
"নাহি আর কোন মোর যন্ত্রণা শরীরে।
কিন্তু অতিত্রাসে মোর ব্যাকুল অন্তর,
দেখিনু নিদ্রায় প্রিয়ে! স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
না হেরি জনমে হেন ভীষণ স্বপন,
এখনো হৃদয় মোর কাঁপিছে সঘন।"
সতী বলে,— "স্বপ্ন পরে করিব শ্রবণ,
চল নাথ! করি আগে কুটীরে গমন।
দেখ প্রিয়তম! ঘোর গভীর রজনী,
না জানি কাতর কত জনক জননী।"
গুরু-ভক্ত সত্যবান ভুলিল স্বপন,
ভাবি গুরুজন-দুখ, ব্যাকুলিত মন।
কাতরে উত্তরে,— "প্রিয়ে! কেন না আমায়
জাগালে সময়ে? ছিনু গভীর নিদ্রায়,

বাড়িল এত যে নিশা নহে অনুমিত;
আবৃত পিঞ্জর দূরে করিলে চালিত,
সে পিঞ্জর-বাসী শুক নারে কদাচন
বুঝিতে——কতেক দূরে করিল গমন।
থাকি না কখন আমি কুটীর-বাহির
সন্ধ্যাপরে, হলো আজি যামিনী গভীর!
জনক জননী হায়! মোর অদর্শনে
বিলাপিছে দুখে কত আকুল রোদনে।
ক্ষণ না হেরিলে তাঁরা অতি বিষাদিত,
না জানি তাঁদের এবে কি দশা উদিত।
করিনু প্রিয়ে! কি আমি গর্হিত আচার!
দিনু গুরুজনে দুখ পুত্র কুলাঙ্গার।
বিষম উদ্বেগ মম হইল অন্তরে,
চল প্রিয়ে! ত্বরা মোরে লয়ে চল ঘরে।"
মধুর বচনে সতী করিলা উত্তর,—
"নাথ! আজি ছিলে তুমি পীড়ায় কাতর,
অভিভূত বিচেতন গভীর নিদ্রায়;
না করিনু তাই ত্বরা বোধিত তোমায়।
পারিবে কি নাথ! এবে যাইতে কুটীরে?
সহিবে কি পথ-শ্রম এ ক্ষীণ শরীরে?
পরিবৃত চারিদিক অঞ্জন-আঁধারে,
পাইব কি পথ মোরা গহন-মাঝারে?

সত্যবান বলে,—“ প্রিয়ে ! নাহি অবসাদ
শরীরে আমার, শুধু অন্তরে বিষাদ
স্মরি মা বাপের দুখ। বুঝি এতক্ষণ,
না হেরি মোদের, তাঁরা ত্যজিলা জীবন।
হইল আমার প্রিয়ে ! অন্তর চঞ্চল,
যে কোন উপায়ে মোরে গৃহে লয়ে চল” ।
এত বলি, সত্যবান উঠিলা ত্বরায়,
ভাসে ভক্তি-পূর্ণ মুখ নয়ন-ধারায়।

শুনিয়া এতেক সতী বাঁধে হৃদে বল,
কসিলা সবলে বালা পিধান-বাকল।
বাম করে ধরে বামা সুতীব্র কুঠার ;
কোমল মঞ্জরী সাজে ভীষণ আকার,
সাজিলা কৌষিকী যেন ভয়ঙ্করী রণে,
মাতিলা অম্বিকা যবে দানব-দলনে।
অপসব্য ভুজ-পাশে সাবিত্রী আদরে
প্রিয়তম-গলদেশে আলিঙ্গিয়া ধরে ;
মানব মানবী আর নহে অনুমিত,
যেন তরু-দেহ স্নিগ্ধ লতায় জড়িত।
সত্যবান পত্নী-অঙ্গে করিয়া নির্ভর,
ধীরে ধীরে গৃহ পানে হয় অগ্রসর।
হারাইয়া পথ কভু অন্তর আকুল,
কভু পথ পায়, যেন জল-মগ্ন কূল।

হেন ভাবে পতি পত্নী কত পথ যায়,
গহনে আলোক দূরে দেখিবারে পায়।
নেহারি সে আলো, কত আনন্দিত মন
কে পারে বুঝিতে? যেনা ভুগিল এমন।
দম্পতি-আনন্দ সহ ক্রমশঃ বাড়িলা
সে দূর-আলোক-ভাতি। এবে অনুমিলা
আসিছে নিকটে আলো। উল্কা-গতি মত
দম্পতি-সমীপে দ্রুত হইল আগত।
তরুণ হেরিলা স্পষ্ট—মুনি-শিষ্যগণ,
নীরস ইন্ধন জ্বালি, করে আগমন।
সে সবারে সত্যবান করি দরশন,
সরিয়া দাঁড়ায়, ছাড়ি প্রিয়া-পরশন।
কোন জন অকস্মাৎ চিৎকারিয়া বলে,
"সতী সত্যবান দেখ এই যে এ স্থলে।"
নিরখি আনন্দ-ধ্বনি করে সর্ব্বজন;
জিজ্ঞাসে সকলে,—"সত্যবান! কি কারণ
এতেক বিলম্ব? ভাই! চলহ ত্বরিত,
পিতা মাতা দুখে তব অতি বিষাদিত।"
সত্যবান ব্যগ্রভাবে বলে,—"ভাই বল
বল মোর গুরুজন-শারীর-কুশল।
হায় ধিক মোরে! আমি অধম সন্তান,
করিলাম পূজ্যপাদ জনে দুখ-দান।

হইনু কি পুন গুরু-বধের কারণ?
বল ভাই! ত্বরা, মোর ব্যাকুলিত মন।”
বলে কোন জন “ভাই কেন সত্যবান!
এতেক শঙ্কায় তুমি হও মুহ্যমান।
জনক জননী তব জীবিত কুটীরে,
কোন শঙ্কা, কোন বাধা নাহিক শরীরে।
সত্য তব দুখে এবে করিছে রোদন,
কিন্তু গুরু ভরদ্বাজ, আর ঋষিগণ
দিতেছে সান্ত্বনা কত প্রবোধ-বচনে।
চল মোরা এবে ত্বরা যাই সে ভবনে।”
শুনি, সতী সত্যবান ত্বরিত-চরণ,
শিষ্য সাথে, গৃহ-পানে করিলা গমন।
উপনীত নিশা-শেষে হইলা কুটীরে,
নিরখি, সকলে ভাষে আনন্দের নীরে।
গুরুজনে আর যত মুনি ঋষিগণে
সতী সত্যবান করে প্রণাম চরণে।
পেয়ে হারানিধি রাণী আনন্দিত-মন;
যেন মৃত দেহে পুন লভিলা জীবন।
পুত্র পুত্র-বধূ শৈব্যা যুগল রতনে,
করে কোলে, আনন্দাশ্রু ঝরিল নয়নে।
করে মাতা বার বার বদন চুম্বন,
বলে,—“কোথা ছিলে আজি দুখিনীর ধন!

ভাসায়ে মা বাপে ঘোর দুখের সাগরে।
কেন বিলম্বিলা বনে বিপদ-আকরে?
বিদারিত প্রায় বাপ! দুখিনী-হৃদয়,
কুটীর, চৌদিক সব ছিল শূন্যময়।
আর যেন বাছা! কভু করোনা এমন,
এবার অভাগী তাহে ত্যেজিবে জীবন।"
জিজ্ঞাসিলা ভরদ্বাজ তাপস-প্রধান,—
"কেন না আসিলে আজি, বৎস সত্যবান!
কুটীরে যামিনী-মুখে? বল কি কারণে
যাপিলে এতেক কাল ভীষণ গহনে?
শুনিতে কারণ মোরা সবে কুতূহলী,
কর পরিতৃপ্ত বৎস! প্রকাশিয়া বলি।"
উৎসুক নয়ন এবে নীরব সকলে,
"শুন মহাভাগ! আজি" সত্যবান বলে
"সতী সহ দিন-শেষে যাইনু কাননে,
হইনু প্রবৃত্ত ফলমূল আহরণে।
গ্রাসিল সহসা পীড়া, ভীষণ-দশনা
রাক্ষসীর মত, মোরে, দারুণ যাতনা,
যেন সে রাক্ষসী মোরে দশনে চিবায়।
হইনু অস্থির অতি শিরোবেদনায়।
অবশ-শরীর আমি করিনু শয়ন
সাবিত্রী-অঞ্চলে। পরে জানিনা কখন,

আসি ঘোর নিদ্রা, মোর হরিলা চেতনে।
কিন্তু সে নিদ্রায় মোর, এবে পড়ে মনে,
নহিল বিরাম-সুখ। দারুণ স্বপন
নিদ্রায়, প্রকৃত মত, করিনু দর্শন।
"দেখিনু নয়নে—যেন ঘোর অন্ধকার
ঘেরিল আমায়, সব লাগিল অসার
পার্থিব বিভব। মোর ত্রাসে ক্ষণে ক্ষণ
কাঁপে হিয়া, দুখ কত না যায় কথন।
হেরি হেন কালে পাশে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—
ঘোর-পাশ, ঘোর-রূপ, ঘোরদণ্ড-ধর।
কভু অভিভূত ভয়ে নহে সত্যবান,
কিন্তু সে মূরতি দেখি উড়িল পরাণ।
জিজ্ঞাসিলা সতী ধীরে, শুনিনু তখন,
'কে আপনি? আগমন হেথা কি কারণ?'
গম্ভীরে আগত সেই বলে, শুন সতি!
জীব-বিনাশন আমি যম প্রেত-পতি।
যন্ত্রণায় জীব যবে বড়ই আতুর,
আমিই তখন তার করি দুখ দূর।
নিয়তি-সময় যবে পূর্ণ হয় যার,
লই তারে, সেই জন্যে মোর অধিকার।
শুন, তব প্রিয়তম এবে আয়ু-হীন,
লইব তাহারে, আজি সে মোর অধীন।—"

" হেন কুস্বপন বাছা !" কাঁদি দেবী কয়
" বলোনা বলোনা আর, বিদরে হৃদয়।
আপদ বালাই যা'ক দূরে, দেবগণ !
কর মোর সত্যবানে সুদীর্ঘ জীবন !"
কুতূহলী মুনিগণ করিলা উত্তর,—
" কেন দেবি ! ইথে এত হইলে কাতর ?
এ ত স্বপ্ন-বাণী রাণি ! চিতে ভয় কেন ?
ভাবী শুভ-সূচী এই অনুমানি হেন।
উচিত শ্রবণ এবে আরব্ধ কথন।
স্বপ্ন-কথা সত্যবান ! কর সমাপন।"
পুন আরম্ভিলা যুবা —"শুনিয়া সে ঘোর
বাণী, ভয়ে থর থর কাঁপে প্রাণ মোর।
দেখিনু—সে যমে সতী মোর প্রাণ তরে
করে কত অনুনয় কাতর অন্তরে।
নাহি সব মনে, কিন্তু একই বচন
জাগে হৃদে, চিরদিন রবে সে স্মরণ ;
মম প্রাণ-রক্ষা হেতু সতী সে শমনে
দিতে অকাতরে নিজ চাহিলা জীবনে।
কিছুতে বিরক্ত নহে নিদারুণ যম,
বাঁধিল সে দৃঢ় পাশে হস্ত পদ মম।
সে ঘোর বন্ধনে আমি কত যে যাতনা
পাইনু, জনমে আর কভু ভুলিব না।

চলিল লইয়া মোরে জানি না কোথায়,
ভয়ঙ্কর পথ হেন না হেরি ধরায়।
দেখিনু—তখন বালা, কাঁদিতে কাঁদিতে,
অনাথিনী মত, পাছু লাগিলা যাইতে।
ডাকিলা কত যে মোরে আকুল রোদনে,
কিন্তু কি করিব? বাঁধা সে দৃঢ় বন্ধনে।
শুনি সাবিত্রীর সেই কাতর বচন,
পাইনু কতই ব্যথা মর্ম্ম-বিদারণ,
বাঞ্ছিনু তখন আমি আশ্বাসি সতীরে,
যেন কে চাপিল মুখ. কথা না বাহিরে।
কাতরে কৃতান্তে সতী করে কত স্তব;
নিশীথে করুণ যেন মুরলীর রব।
আহা সে করুণা-পূর্ণ শুনিলে স্তবন,
কার না হৃদয় গলে? নাহি হেন জন।
কতক্ষণে ফিরি, যম বলে,—'আজি সতি!
স্তবনে তোমার আমি পরিতৃপ্ত অতি।
মাগো বর, এবে তোমা করিব প্রদান
যা চাহিবে, কিন্তু বাছা! বিনা সত্যবান।'
শুনিনু তখন, বালা করিলা উত্তর,—
'সুপ্রসন্ন যদি দেব! দিবে মোরে বর,
শ্বশুর আমার অন্ধ বিহীন-দর্শন,
দেও কৃপা করি তাঁরে নয়ন-রতন।'

'তথাস্তু বলিয়া', যম পুন আর ভাষে,—
'সাবিত্রি! ফিরিয়া যাও মৃত পতি পাশে।
কি ফল স্বব্রতে! আর পশ্চাতে আসিয়া,
সাধহ পতির এবে অনন্তর-ক্রিয়া'।—"
শুনি, রাজা দ্যুমৎসেন বিস্ময়-চকিত,
বলে,—"একি অপরূপ স্বপন-ভাবিত!
শুনিবার আগে, মোর হলো নেত্র লাভ,
না জানি ইহাতে কিবা গূঢ়তম ভাব!"
বিস্ময়-স্ফারিত-নেত্র যত শ্রোতৃ-গণ,
দেয় ত্বরা সত্যবানে বলিতে স্বপন।
আরম্ভিলা সত্যবান স্বপন-কাহিনী,—
"অনিবৃত্তা চলে সতী মধুর ভাষিণী
পাছু পাছু শমনের স্তব-পরায়ণা;
অনঙ্গে যাচিছে যেন বিষাদ-মগণা
রতি স্মর-হর পাশে। পুন কতক্ষণে
ফিরিয়া বলিল যম প্রসন্ন বচনে,—
'আর কেন বৃথা সতি! এসো মম সাথে?
বলহ কি চাও, দিব বিনা তব নাথে।'
সতী বলে,—'প্রীত যদি এ অভাগী প্রতি,
সন্তান-বিহীন মম পিতা অশ্বপতি,
দেও তাঁরে পুত্র-ধন জীবনের সার;
পুন্নরক হ'তে তাঁরে করহ উদ্ধার।'

যমবলে,—'সপুত্রক হবে মদ্রেশ্বর,
মালবী মহিষী তব জননী-উদর,
রত্ন-খনি মত, বহু করিবে ধারণ
বিপুল প্রতিভাশালী তনয়-রতন।
সে সব সন্তান সতি! শৌর্য্য ভুজ-বলে
মালব নামেতে খ্যাত হবে ভূমণ্ডলে।'
এত বলি, যায় যম ত্বরিত-গমনে,
স্তুতিমতী চলে সতী যমানুগমনে।
পরাবৃত্ত মুখে পুন, দেখিনু, শমন
বলে,—'আর কেন বালা! কি তব কামন?
তব বাক্যামৃতে সতি! হইলাম প্রীত,
যাচো বর, দিব তব দয়িত ব্যতীত।'
সতী বলে—'যদি দেব! মোরে কৃপাবান্,
করহ শ্বশুরে মোর হৃত রাজ্যদান!'
'তথাস্তু' বলিয়া ভাষে যম ধর্ম্ম-পতি,
'আর কেন সাথে মম? কর প্রত্যাগতি।,—"
সহসা কুটীরে শাল্-দূত উপনীত,
প্রণমি উত্তরে,—"আমি সচিব-প্রেরিত।
দেব শাল্ব-রাজ! তব কমল-চরণ
এ পত্র কুসুম দিয়া করিতে পূজন,
পাঠাইলা মোরে তব অমাত্য-প্রধান।"
এত বলি, দূত লিপি করিলা প্রদান।

জানিতে সম্বাদ সবে কুতুকিত-মন।
মুনি-শিষ্য-করে, খুলি পত্র-মুদ্রাঙ্কন,
দিলা সে লেখন রাজা সবে প্রকাশিতে।
উচ্চে উচ্চারিয়া শিষ্য লাগিলা পড়িতে,—
" স্বস্তি দেব অধিরাজ মামক শরণ!
শ্রীপদ-সরোজ তব করিয়া বন্দন,
নিবেদয়ে দাস মন্ত্রী ; কর অবধান,
কি কব মোদের আর সাম্প্রত কল্যাণ!
নাহি সে উন্নতি আর, নাহি সে কুশল,
তব পাছু পাছু দেব! গিয়াছে সকল।
তোমা বিনা প্রভু! মোরা আশ্রয়-বিহীন ;
পিতৃ মাতৃ-হীন যথা অতি দীন হীন।
এবে রাজ-পুরী, দেব! সব জনপদ
বিহনে তোমার ঘোর বিপদ-আস্পদ ;
কাণ্ডারি-বিহীন তরী অনভিজ্ঞ-করে
তরঙ্গে আকুল, কভু সুখে নাহি তরে।
প্রকৃতি-পুঞ্জের সুখ হরি, দুরাচার
পাপ-মতি করে সদা ঘোর অত্যাচার।
কি আদর-ধন প্রজা পামর না জানে,
বন্ধ্যা কি জানিবে কত মমতা সন্তানে!
নাহি সে আনন্দ-ধ্বনি আর ঘরে ঘরে,
এবে দিবা রাত্তি দেব! নেত্র-নীর ঝরে।

“সুরারি দানব কিন্তু বল কতদিন
দেবাসনে পারে প্রভু! থাকিতে আসীন?
কত কাল থাকে দেব! অধর্ম্মের জয়?
অসত্যে সত্যের ভাণ কতক্ষণ রয়?
যে দুরাত্মা পরশিয়া করিল দূষিত
পূত সিংহাসন তব; এবে নিপাতিত
সে পামর, যোগ্য ফল পাইল প্রচুর
নিজ বিরোপিত তার পাতক-তরুর।
শূন্য সিংহাসন আজি, রাজ্য বিশৃঙ্খলে,
যাচে এবে দেব-পদ প্রকৃতি-মণ্ডলে।
এসো দেব! পুত্র-গণে করহ গ্রহণ,
ধরুক পবিত্র ভাব রাজ-সিংহাসন
দেব-পদ-রজস্পর্শে। রতন-ভাসিত
আসনে (উদয়াচলে) হইয়া উদিত,
সূর্য্যসম, কর দেব! ভুবন প্রকাশ,
সুখের নলিন পুন ধরুক বিকাস।
এবে দেব! তব, রাজ-কার্য্য-গুরুভারে,
শান্তি-সুখ-মগ্ন চিত না যাইতে পারে।
কিন্তু প্রভু! তোমা বিনা মোরা নিরাশ্রয়,
তব পাদ-পদ্ম বিনা নহে সুখোদয়।
চরণ-অধীন তব এ রাজ্য-কুশল,
কৃপা করি কর দেব! মানস সফল।

পাঠাইনু দূত সহ যান দ্রুত-গতি,
হেরিতে চরণ তব মোরা ব্যগ্র-মতি।"
বিস্ময়ের স্রোতে ভাসি, বলে মুনিগণ,—
"কি অদ্ভুত সত্যবান-স্বপ্ন-বিবরণ,
শুনিতে না শুনিতে, এ ফলে পরিণত,
কথন না যায় এ যে অপরূপ কত।"
বলে রাজা,—"সত্য ইথে হইনু বিস্মিত,
কিন্তু আজি শুনি প্রাণ দারুণ ব্যথিত—
প্রজা-পুঞ্জ এবে, মোর সন্তান সমান,
বিপদ-বিষাদে তপোধন! ম্রিয়মাণ।"
ধৌম্য বলে,—"মহারাজ! না হও কাতর,
ঘুচিবে ত্বরায় এবে সে দুখ-নিকর।
দুখের যামিনী দেখি অবসিত প্রায়,
সুরঞ্জিত প্রাচীদিক্ আরক্ত বিভায়;
অনুমানি সুখ-সূর্য্য, সহস্র কিরণে
উদিয়া, আনন্দ-কর দিবে জনগণে।"
বলিলা গৌতম,—"সবে কুতূহল-চিত,
সত্যবান! স্বপ্ন-বাণী কর সমাপিত।"
আরম্ভিলা সত্যবান,—"রোদন-নয়নে
চলিলা সাবিত্রী তবু শমনের সনে।
বিধু-মুখে শোক-গর্ভ স্তব-বাণী ক্ষরে;
দরী-মুখে মরি! যেন শোক-উৎস ঝরে।

দেখিনু, ফিরিয়া পুন বলিলা শমন,—
'হইলাম প্রীত পুন শুনিয়া স্তবন।
যাচো বর, যা চাহিবে করিব প্রদান,
নাহিক অদেয় কোন বিনা সত্যবান।'
সতী বলে,—'দেব! আর মাগিব কি বর?
অতিলোভ বিগর্হিত অতি পাপাকর।
হইলে প্রসন্ন যদি অনুকম্পা-বশে,
দেহ বর—সত্যবান পতির ঔরসে
বহু পুত্র মমোদরে লইবে জনম।'
'তথাস্তু' বলিয়া পুন উত্তরিলা যম,—
'আর না আসিও বাছা! যাও ফিরি ঘর,
এ অতি দুর্গম পথ ঘোর ভয়ঙ্কর।
এত দূর সাথে কেহ না আসিতে পারে,
আসিলে কেবল তুমি সতীত্ব-আচারে।'
"এত বলি যম রাজা চলে দ্রুতগতি,
চলে পুন পাছু পাছু অশ্রুমুখী সতী!
বিরক্ত শমন ফিরি বলিলা বচন,—
'আসিছ সাবিত্রি! তবু, না শুনি বারণ!
দিব বর পুন, তব কিবা অভিলাষ?'
সতী বলে,—'বরে আর নাহি মোর আশ।
তব সাথে দেব! আমি যাইব না আর,
দিলে বর—পতি হ'তে জন্মিবে আমার

বহু পুত্র ; তবে কেন সেই পতি-ধন
ল'য়ে, ধর্ম্ম-রাজ! এবে করিছ গমন?
যদি বর দিবে, দেব! দেও সে দয়িত,
তা বিনা, আমার অন্য নহে আকাঙ্ক্ষিত।'
শুনি, অপ্রতিভ ভাবে পরত্রেশ বলে —
'হইনু সাবিত্রি! প্রীত এ তব কৌশলে;
সতীত্ব-অমৃত-ধারে জীয়াইলা পতি,
সতীর প্রধানা তুমি পতি-ভক্তিমতী ;
পূজিবে আদরে তোমা কুল-নারীগণ,
ধর বৎসে! সত্যবানে করহ গ্রহণ।'
এত বলি, সতী করে সঁপিয়া আমায়,
তিরোহিত যম-রাজ যাইলা কোথায়।
লয়ে মোরে সযতনে ফিরি ত্বরা ত্বরি
বসিলা তথায় সতী পুন কোলে করি।
নিদ্রা-ভঙ্গ হেন কালে, হয়ে জাগরিত,
আঁখি মেলি দেখি—পূর্ব্ব মত সে শয়িত।
পরে ঋষিবর! গৃহে এই আগমন।
এতেক বিলম্ব আজি এই সে কারণ।
নাহি জানি সত্য মিথ্যা যা দেখি স্বপনে,
হৃদয় কম্পিত কিন্তু এখনো স্মরণে।"
মুনি ঋষিগণ এবে বিস্ময় দৃষ্টিতে
জিজ্ঞাসিলা সাবিত্রীরে,—"বল সুচরিতে!

কহিল অদ্ভুত স্বপ্ন-কথা সত্যবান,
বল তার গূঢ় মর্ম্ম, যেবা তুমি জান।"
লজ্জাবতী সতী ধীরে নত মুখে বলে
সুমধুর স্বরে (যেন সুধাধার গলে),—
"শুনিলে যা ভগবন্! পতির স্বপন,
নহে স্বপ্ন, সত্য আজি হইল ঘটন।
নারদের মুখে আমি করিনু শ্রবণ,
বর্ষ-অগ্রে—হেন বাদ সাধিবে শমন।
বাড়ে মোর দিনে দিনে দারুণ বিষাদ,
না বলিনু কিন্তু কারে এ ঘোর সম্বাদ।
পতির জীবন তরে বিষম কাতর,
আচরিনু ব্রত, জানি পূর্ণ সে বৎসর।
নাথ মোর বনে আজি চলিলা যখন,
কাতর অন্তরে সাথে করিনু গমন।
যা বলিলা নাথ সত্য ঘটিল সকল।
পাইয়া সাবিত্রী ঋষি-আশীর্ব্বাদ-বল,
সাধিতে পতির হিত করিল যতন ;
নাথ আজি মুনি-তেজে পাইল জীবন।"
শুনি, মুনি ঋষি সবে মানিলা বিস্ময়,
সাধুবাদ সাবিত্রীরে কতই করয়,—
"ধন্য ধন্য সতি! তুমি সবার প্রধানা,
জগতে রমণী নাহি তোমার সমানা।

শেষ-সীমা সতীত্বের দেখাইলে সতি !
অনুমানি তুমি পতি-ভক্তি মূর্ত্তিমতী।
নারী তব সমা মোরা না হেরি নয়নে,
আদর্শ-স্বরূপা তুমি বধূ-আচরণে।
উৎপল মাঝারে যথা নলিনী প্রধান,
তারক-মণ্ডলে যথা শশী দীপ্তিমান্,
তথা সীমন্তিনী মাঝে তুমি শিরোমণি;
আজি রত্নবতী সত্য এ ভারত-খনী।
অদ্যাবধি সতি! তব কুল-বধূ-গণ,
যাইতে চরিত-পাছু করিবে যতন।
চতুর্দ্দশী-দিনে তুমি ব্রত আচরিলা,
এই দিনে পতিবত্নী যেবা চারুশীলা,
চতুর্দশ বর্ষ ব্যাপি, পূজিবে তোমায়,
কভু না পড়িবে সেই বৈধব্য-দশায়।”
পুলক-পূর্ণিত মুখে আনন্দ-বিকাসে
শৈব্যা দেবী সাবিত্রীরে সুমধুর ভাষে,—
“আয় মা কুল-পাবনি! কোলে করি তোরে,
ও চাঁদ-বদন তব দেখি আঁখি ভরে।
না হেরি কখন কোথা রমণী এমন,
তুমি বিধাতার বাছা! অপূর্ব্ব সৃজন।
কে জানে আমায় পুন সুখে ভাসাইবে,
এমন গুণের বধূ বিধি মিলাইবে!

ওমা গুণবতি নিজ গুণ-নিয়োজনে
তুলিলে আকাশে আজি কূপ-বাসী জনে।
জানি না আমরা বাছা! কি তব প্রভাব,
তোমা হতে ধন পুত্র আজি লক্ষ-লাভ!
আজি মা! তোমায় কিবা দিব পুরস্কার?
কি দিয়ে তোষিব বাছা! কি আছে আমার?
হৃদয় হইতে মোর অতি স্নেহ-নীর
এই নে মা তোর তরে নয়নে বাহির।"
নিরখি বাহিরে বলে কোন তপোধন,—
"ছিনু মোরা এতক্ষণ বিস্ময়ে মগন,
যামিনী প্রভাতা, দেখ, নহে অনুমিত,
শোণিম-বরণ ঊর্দ্ধে তপন উত্থিত।
পরিপূর্ণ কলরবে এবে জীব-লোক,
হাসিছে ধরণী সতী পাইয়া আলোক।"
ধৌম্য বলে,—"মহারাজ! দূত উপনীত,
শাল্ব-দেশ অরাজক, না হয় উচিত
করিতে বিলম্ব আর। সত্বর গমনে
বিভূষিয়া সিংহাসন পালো প্রজাগণে।
শাল্বাধিপ! আজি তব নিরখি মঙ্গলে,
হইলাম প্রীত অতি আমরা সকলে।
কিন্তু ভূপ! করি তব বিরহ স্মরণ,
হইনু কাতর মোরা হতাশ্বাস-মন।"

রাজা বলে,—"রাজধানী এবে, তপোধন!
নিবারিতে প্রজা-দুখ, করিব গমন।
সেবিতে, নিশ্চয়, কিন্তু আর রাজ্য-সুখ,
তপোরত চিত্ত মোর নহিবে উন্মুখ।
হেন সাধু-সঙ্গ-সুখ, জানিবে নিশ্চিত,
ভুলিবে না কভু আর দ্যুমৎসেন-চিত।
যাই আমি এবে তথা অল্পকাল তরে,
যা আছে বাসনা মনে, জানিবে সে পরে।"

প্রচারিল চারিদিকে ত্বরায় সম্বাদ,
আশ্রম-নিবাসী জনে হরিষ বিষাদ।
তপোবন সমাকুল, আবাল বনিতা
আকুল নয়নে সবে হয় উপনীতা।
ঘেরিল বহুল জন নৃপতি-কুটীর,
নীরস তাপস-নেত্রে পড়ে অশ্রু-নীর।

সাজি বাহিরায় রাজা সহ পরিজন,
তাপস-চরণ সবে করিলা বন্দন।
বাল বৃদ্ধ সবাকার নেত্রে বারি ঝরে।
চাহিলা বিদায় রাজা বাষ্প-জড় স্বরে;

অশ্রু-মুখে ভরদ্বাজ তাপস-প্রবীণ
বলে,—"মহারাজ! আজি আশ্রয়-বিহীন
হইল এ তপোবন, অমূল্য রতন
আশ্রম-খনির অন্যে করিল গ্রহণ।

সত্যবান নিত্যশশী সুধাময় ভাতি
বিতরি, আশ্রমামোদ সাধে দিবা রাতি,
সে পূর্ণ আনন্দ-চন্দ্রে লইয়া রাজন্!
আঁধারিলে দুঃখ-অন্ধে সব তপোবন।
যে সতী সাবিত্রী এই আশ্রমে নিয়ত,
বিমল-সলিলা পূত প্রবাহিণী মত,
মঙ্গল- প্লাবনে সদা দুখ তাপ দূরে;
সে নদী-প্রবাহে আজি ফিরাইলে দূরে।
কিম্বা যে শোভিনী লতা স্নিগ্ধ ছায়া দানে
তোষে সবে, বিরোপিলে তুলি ভিন্ন স্থানে।
সে বৃথা বিলাপে আর কিবা প্রয়োজন,
এসো মহারাজ! কর কুশলে গমন।
পালহ প্রকৃতি-পুঞ্জ অপত্য-সমান,
হ'ক শাল্ব-দেশ পুন ধরায় প্রধান।"

দ্যুমৎসেন-মুখে আর বাক্য না স্ফুরিল,
সজল-নয়নে ধীরে সুযাত্রা করিল।
আরোহিলা সবে দূত-আনীত স্যন্দনে,
সারথি-সঙ্কেতে চলে রথ-অশ্বগণে।

ক্রমে দ্রুতগতি যান যাইল নগরে।
সচিব সম্ভ্রান্ত জন মহা সমাদরে,
অগ্রসরি, দ্যুমৎসেনে করিলা গ্রহণ।
প্রজাদল হেরি তাঁরে, আনন্দে মগন;

পিতৃ-ভক্ত সুত যথা, বহু দিন পরে
নিরখি জনকে, ভাসে আহ্লাদ-সাগরে।
দেখে রাজা চারিদিকে উৎসব-লক্ষণ—
উড়িছে রঞ্জিত কত পতাকা-বসন,
বাজিছে বিবিধ বাদ্য সুমধুর-রব,
মঙ্গল-কলস পুরদ্বারে সপল্লব।
সভা মাঝে মহারাজ প্রবেশিলা ক্রমে,
সভাস্থ সকলে অতি ভক্তিভাবে নমে।
চন্দ্রাতপ-তলে সভা বিস্তৃত অঙ্গনে,
শোভিত অপূর্ব্ব সাজে, মঙ্গল-রচনে।
রাজন্য, সম্ভ্রান্ত জন, প্রজা অগণিত
আলো করি পরিষদ্ সবে উপস্থিত।
শূন্য সিংহাসন শোভে বেদিকা উপরে,
মুকুট রতন-ময় পুরোহিত-করে।
দ্যুমৎসেন প্রবেশিতে, নীরব সকলে,
প্রধান সচিব উচ্চে এই বাণী বলে,—
"এসো দেব! পুন তব লও সিংহাসন,
সন্তান সমান কর প্রকৃতি পালন।
করিল দুর্দ্দশা যত দুষ্ট দুরাচার,
কি বলিব? দেব! দুখ নহে বলিবার।
দেব-আগমনে দূরে গেলো অমঙ্গল,
বসো সিংহাসনে, করি নয়ন সফল।"

এত বলি সিংহাসনে সুতে বসাইলা ;
অমনি মুকুট শিরে পুরোহিত দিলা,
যেন চন্দ্র-চূড় দেব কৈলাস ভূধরে
রাজিল মোহন রূপে চড়ি বৃষ পরে।
মণিময় রাজছত্র শোভিল মাথায় ;
শিব-শিরে ফণী যেন বিস্তারে ফণায়।
নবীন ভূপতি করে স্বর্ণ-দণ্ড ধরে ;
বিরাজিল শূল যেন শূলী শম্ভু-করে।
শৈব্যা দেবী সাবিত্রীরে করে ধরি ভাষে,
"এসো মা! মহিষী হয়ে বসো বাম-পাশে।
ও মা কুল-উদ্ধারিণি! সাজে কি তোমারে
বিজন অরণ্য মাঝে কুটীর-আঁধারে!
যে মণি-অপূর্ব্ব-তেজে নয়ন মোহিত,
কার প্রাণে সহে——তারে ভস্মে আচ্ছাদিত
আহা! এতদিনে সাধ পূরিল আমার,
দেখিব সে মণি আজি রাজ-অলঙ্কার।
যুড়াই পরাণ বাছা! বসো সিংহাসনে,
হেন শুভ দিন পুন, জানি না স্বপনে।
আর আমি নহি বাছা! কাঙ্গালী অনাথা,
মহিষী-শাশুড়ী আমি আজি রাজ-মাতা।"
এত বলি, সত্যবান-বামে বসাইলা
সাবিত্রীরে, আহা মরি! অপূর্ব্ব শোভিলা ;

যেন বাম ...ব-বামে কল্যাণ-দায়িনী
জগ...পালিকা শিবা বসিলা শোভিনী।
পূরিল আনন্দে পুরী। সভাসদ-জন
প্রজাদল সবাকার সফল নয়ন।
জয়-ধ্বনি করে সবে হ'য়ে একতান,—
"জয় সতী সাবিত্রীর, জয় সত্যবান।"

সাবিত্রীচরিত—সতীত্বের পুরস্কার।
সপ্তম সর্গ।

সম্পূর্ণ।